boierpathshala.blogspot.com

মুক্ত আবরণে

প্রচেত গুপ্ত

‘মুক্ত আবরণে’ উপন্যাসের চরিত্ররা ধাপে ধাপে নিজেদের আবরণ মুক্ত করেছে। তারপরেও কি সবাই সবাইকে চিনতে পেরেছে? পাঁচ বছর পর নতুন করে শুরু হয়েছে এক মৃত্যুর তদন্ত। কেন তদন্ত? সত্যি কি কেউ খুন করেছিল প্রতিমা চৌধুরীকে? ভাঙা গড়া ভালবাসা আর রহস্য নিয়ে প্রচেত গুপ্ত এই কাহিনি বুনেছেন নিপুণ ভঙ্গিতে।

boierpathshala.blogspot.com

মুক্ত আবরণে

প্রচেত গুপ্ত

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না,
শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

Email: jirograbity@gmail.com

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭

© প্রচেত গুপ্ত

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-742-4

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

MUKTA AABARANE
[Novel]
by
Pracheta Gupta

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta 700009

সুঅভিনেত্রী, সুগায়িকা হিসেবে তো বটেই,
তবে তার থেকেও বেশি 'প্রিয় বোন' হিসেবে—
গার্গী (রায়চৌধুরী)-কে

টেবিলের উপর ভাঁড়, ভাঁড়ের পাশে রিভলভার। ভাঁড়ের মুখ ফিনফিনে কাগজ দিয়ে ঢাকা। সেই ঢাকা পুরো আবরু রক্ষা করতে পারেনি। স্বচ্ছ পোশাকের আড়াল থেকে ভেজা শরীর যেমন নিজেকে অল্প-অল্প দেখাতে চায়, অনেকটা তেমনভাবেই ফিনফিনে কাগজে সাদা দইয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে। রিভলভারটির অবস্থা সেই তুলনায় ভাল। বাদামি চামড়ার খাপের মধ্যে সে রয়েছে আঁটোসাঁটো হয়ে, মুখ লুকিয়ে।

ইনস্পেক্টর বি সাহা টেলিফোনে চাপা গলায় কথা বলছেন। 'জরুরি' কথা। খানিক আগে ফোন বেজেছে রবীন্দ্রসংগীতের রিংটোনে। মিহি গলার নারীকণ্ঠ ইনস্পেক্টরের পকেটের ভিতরে গেয়ে উঠেছে, 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়'। গান শুরু হতেই বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশের স্মার্ট চেহারার ইনস্পেক্টর সামান্য থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন। পকেট থেকে ফোন বের করতে-করতে অঙ্কুরকে বলেছিলেন, "দাঁড়ান, জরুরি কথা সেরে নিই।"

নম্বর না দেখেই কে ফোন করেছে এটা বোঝা মানে হল, এই সময় যে ফোনটা আসবে, সেটা আগে থেকেই জানা ছিল। আবার আলাদা রিংটোনও হতে পারে। আলাদা রিংটোন বলে দেয়, কে ফোন করেছে।

অঙ্কুরের মোবাইলেও একসময় এরকম রিংটোনের ব্যবস্থা ছিল, আশাবরীর জন্য। আশাবরীর নম্বর থেকে ফোন এলে জলতরঙ্গ বেজে উঠত। যদিও আশাবরী তাকে খুব কমই ফোন করত। ফোন করত না বললেও চলে। তারপরও একদিন আলাদা রিংটোনের কথা শুনে খুব রাগারাগি করল। অঙ্কুর পরে বুঝেছিল, বোকামিটা তারই হয়েছে। টুনুর ঘটনাটা আশাবরীকে বলা ঠিক হয়নি। মজা মনে করে, আগুপিছু না ভেবে বলে ফেলেছিল। একেই বলে বুদ্ধি কম হওয়ার সমস্যা। কোনও বুদ্ধিমান ছেলে হলে আলাদা রিংটোনের কথাটা ফট করে বলে বসত না।

আশাবরী সিরিয়াস প্রকৃতির মেয়ে। তার কাছে একটা সীমা পর্যন্ত ঠাট্টা-তামাশা চলে, তার পরে নয়। আচরণ দেখলে, কথাবার্তা শুনলে মনে হয়,

BanglaBook.org

boierpathshala.blogspot.com

চৌত্রিশ বছর বয়সেই মেয়েটা ইচ্ছে করে বুড়িয়ে যেতে চায়। মেয়েরা বয়স লুকোয়। কিন্তু আশাবরী নিজেই তার বয়স বলেছিল। শুনে অঙ্কুর নড়েচড়ে বসেছিল। তার মানে আশাবরী দু' বছরের বড়! না, ঠিক দুই নয়, এক বছর এগারো মাস। সে কি নিজের বয়সটা বলবে? থাক, আশাবরী তাকে এমনিই পাত্তা দেয় না, বয়স কম শুনলে হয়তো আরওই দেবে না। তবে মুখে নিজেকে 'বুড়ি' বললেও, আশাবরীর চেহারা অন্য কথা বলে। দীর্ঘাঙ্গী, টানটান চেহারায় যৌবন অটুট। লম্বা ঘাড়, তীক্ষ্ম চোখমুখ পুরুষের চোখে পড়ার মতো আকর্ষণীয়। হয়তো সেই আকর্ষণ গোপন করতেই 'বুড়ি'য়ে যাওয়ার আচরণ। জীবনের নানারকম ঘাত প্রতিঘাত নিজের রূপ সম্পর্কে অনীহাও তৈরি করতে পারে। তাই ইচ্ছে করেই একটা আবরণ তৈরি করেছে। গম্ভীর, কেজো, সিরিয়াস।

অঙ্কুরের সঙ্গে তখন আলাপের প্রথম পর্যায়। সম্বোধন ছিল 'আপনি'। অঙ্কুর বলত, "আপনি এসব মান্ধাতা আমলের কথা বিশ্বাস করেন? তিরিশে বুড়ি? মেয়েদের ঘরে আটকে রাখার জন্য এসব বানানো হয়েছিল।"

আশাবরী হেসে বলেছিল, "আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কী আসে যায়? মেয়েদের কিছু-কিছু ব্যাপারে দুনিয়া তো এখনও মান্ধাতা আমলেই রয়ে গিয়েছে। একদিকে মেয়েরা যুদ্ধবিমান চালাচ্ছে, অন্যদিকে তাদের পাথর ছুড়ে মেরেও ফেলা হচ্ছে! আমরাও কম যাই না। বয়স কমানোর জন্য নানারকম কসরত করেই চলেছি। সেখানে জিম থেকে ক্রিম, সব আছে। যেন বয়সটাই মেয়েদের জীবনে মুখ্য।"

অঙ্কুর বলেছিল, "আপনাকে দেখে কিন্তু বয়স বোঝাই যায় না। মনে হয়, ইচ্ছে করে বাড়িয়ে বলছেন। নাকি আপনিও কসরত করেন?" কথাটা শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল আশাবরী। বলেছিল, "'আমি বয়স নিয়ে মাথা ঘামাই না। এইটুকু মাথায় রাখি, বয়স বাড়ছে। যে-কোনও মানুষের জন্যই এটা দরকার।"

BanglaBook.org

এই যার বিশ্বাস, তাকে আলাদা রিংটোনের গল্প বলাটা বোকামি নয়? সেদিন অঙ্কুর মজার গল্প ভেবে বলে ফেলেছিল। তখন পরিচিতির বেশ কয়েকটা দিন হয়ে গিয়েছে। আর 'আপনি' নেই, 'তুমি' সম্বোধনেই কথা হয়। আশাবরীও জেনে গিয়েছে অঙ্কুর তার চেয়ে বয়সে ছোট। শুধু বয়সে নয়,

বুদ্ধিতেও পিছনে। এই ছেলে চালাক-চতুর নয় মোটেই। তবে ভিতরে ছেলেমানুষি রয়েছে। সেটা কোনও সময় ভাল লাগে, কোনও সময় বিরক্তিকর।

অঙ্কুর বলেছিল, "জানো আশাবরী, আজ একটা মজা হয়েছে।"

ভিতরে আগ্রহ থাকলেও, অঙ্কুরের 'মজার কথা' শোনার জন্য কখনওই বাইরে উৎসাহ দেখায় না আশাবরী। তা হলে বাড়াবাড়ি করবে। আশাবরীর প্রতি বাড়াবাড়ি করার প্রবণতা এই ছেলের আছে। এটা যেমন কখনও ভাল লাগে, বিরক্তও লাগে কখনও-কখনও। সেদিন নির্লিপ্তভাব দেখিয়েছিল আশাবরী। কিন্তু অঙ্কুর দমেনি। হেসে বলেছিল, "আজ সকালে টুনুর ঘরে মোবাইলটা ফেলে এসেছিলাম। তুমি তখন ফোন করেছিলে। তুমি তো আবার ফোন করে অপেক্ষা করো না। দু'বার বাজতে না বাজতেই কেটে দাও। টুনু ফোন নিয়ে আমার ঘরে এসে বলল, 'দাদা, জলতরঙ্গ ফোন করেছে।' আমি তো প্রথমটায় ধরতে পারিনি। অবাক হয়ে বললাম, 'জলতরঙ্গ কে?' টুনু খিলখিল করে হেসে বলল, 'মানে আমি কী জানি? ফোনে জলতরঙ্গ বাজছিল। তাই ভাবলাম জলতরঙ্গ ফোন করছে। জলতরঙ্গের বদলে যদি বাঁশি বাজত, তা হলে বুঝতাম বাঁশি ফোন করছে। নে, ফোন ধর।' আমি ততক্ষণে বুঝে গিয়েছি তুমি ফোন করেছ।"

আশাবরী ভুরু কুঁচকে বলেছিল, "আমি মজাটা বুঝতে পারছি না অঙ্কুর। তুমি কী বলছ? জলতরঙ্গ কী?"

অঙ্কুর হাসি থামিয়ে বলেছিল, "আরে, তোমার নম্বরের সঙ্গে স্পেশাল রিংটোন সেট করেছি। জলতরঙ্গের বাজনা।"

আশাবরীর ভুরু আরও খানিকটা কুঁচকে গিয়েছিল, "তার মানে? আমার নম্বরের সঙ্গে জলতরঙ্গ..."

"মানে... অ্যাসাইনড টোন। ফোন এলেই যাতে বুঝতে পারি, তোমার ফোন।"

আশাবরী একটু থমকাল। তারপর থমথমে গলায় বলেছিল, "ছি-ছি, তুমি এই ছেলেমানুষি করেছ? তোমার বোন পর্যন্ত হাসছে!"

অঙ্কুর বুঝতে পেরেছিল গোলমাল করে ফেলেছে। ঘটনাটা বলা ঠিক হয়নি। সে সামলানোর চেষ্টা করে, "ধুস, টুনু একটা মানুষ হল? সবে কলেজে গিয়েছে। ফার্স্ট ইয়ার পার হয়ে সেকেন্ড ইয়ারে উঠবে। ওর হাসি-কান্নায় কী এসে যায়?"

BanglaBook.org

আশাবরী রেগে গিয়েছিল। গলা থমথমে করে বলেছিল, "সে তো মোবাইলে আমার নাম দেখেছে।"

"দেখেছে তো কী হয়েছে? তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? আশাবরী নামে কেউ আমাকে ফোন করতে পারে না?"

আশাবরী ভুরু কুঁচকে বলেছিল, "তোমার বোনের কথা বাদ দাও। তোমার এই ছেলেমানুষির মানে কী? এসব স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা করে। তুমি এত ছোট নও অঙ্কুর। বত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। এই বয়েসে এসব মানায় না! বিশেষ করে যেখানে আমি জড়িত। ইস্, তোমার বোন আমার সম্পর্কে কী ভাবল! একজনের জন্য তুমি আলাদা রিংটোন করে রেখেছ! হোয়াট ডাজ় ইট মিন?"

অঙ্কুর বুঝতে পেরেছিল, আশাবরীর রাগ বাড়ছে। মাথা চুলকে বলেছিল, "অনেকেই করে। আমার অফিসে অন্তত তিনজন বউ বা গার্লফ্রেন্ডের জন্য আলাদা-আলাদা রিংটোন রেখেছে..."

আশাবরী মুখ লাল করে দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, "অঙ্কুর, আমি তোমার বউ নই, গার্লফ্রেন্ডও নই। একজন পরিচিত মাত্র। এর বেশি কিছু নয়। বাঙালি ছেলেরা কোনও সিঙ্গল মহিলার সঙ্গে আলাপ হলেই, তাকে প্রেমিকা হিসেবে ভাবতে শুরু করে। এটা তাদের হ্যাংলাপনা, অশিক্ষার পরিচয়। অনুগ্রহ করে আমার বিষয়ে এমন ভাববে না।"

আশাবরীকে মাঝে-মাঝে নির্মম মনে হয় অঙ্কুরের। রিংটোনের বিষয়টা এত তুচ্ছ, তারপরও আশাবরীর এত বিরক্তি, এত রাগ! অন্য কেউ হলে কী হত কে জানে, অঙ্কুর অবশ্য এতে এখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আশাবরী তার ব্যাপারে বেশিরভাগ সময়ই ওভাররিঅ্যাক্ট করে। সুযোগ পেলেই অপমান করে। অঙ্কুর প্রায়ই ভাবে, আর নয়। আর যোগাযোগ রাখবে না। কিন্তু তারপরও ফোন করে ফেলে। আর আশাবরী এমন ভঙ্গিতে কথা বলে, যেন আগে কিছুই ঘটেনি।

চাপা গলায় বলা সত্ত্বেও, ইনস্পেক্টর বি. তাহার 'জরুরি কথা' অঙ্কুর শুনতে পাচ্ছে। না শুনে উপায় নেই। সে বসে আছে ঠিক উলটোদিকের চেয়ারে। সতেরো মিনিট হয়ে গেল 'জরুরি কথা' চলছে। এত নির্দিষ্ট করে সময় জানার কারণ, ইনস্পেক্টরের মাথার উপর রাখা গোলঘড়ি। অঙ্কুর অল্প মাথা তুললেই সময় দেখতে পাচ্ছে। যার ঘর, তার মাথার পিছনে ঘড়ি থাকা

BanglaBook.org

মানে, সে ঘড়ি দেখতে চায় না। তার টেবিলের উলটোদিকে যারা থাকে, তাদের জন্য ঘড়ি। মনে হয়, দর্শনার্থীদের 'সময় নষ্ট কোরো না' টাইপের বার্তা দেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা।

কাল বিকেলে থানা থেকে যখন অঙ্কুরের কাছে ফোন যায়, তখন সে চন্দননগরে, আশাবরীর বাড়িতে। আশাবরী চা করে এনেছিল। তবে চা করে আনলেও, অঙ্কুরের এই বাড়ি আসা আশাবরী বিশেষ পছন্দ করে না। যতবারই সে এবাড়িতে আসে, আশাবরী মুখ গম্ভীর করে ফেলে। বাড়িতে না আসার কথা আশাবরী অঙ্কুরকে নানাভাবে বুঝিয়েছে। প্রথমদিন নিজের মুখে বলেও দিয়েছিল।

দিনটা ছিল রবিবার। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর কী মনে হতে হুট করে হাওড়া স্টেশনে চলে গিয়েছিল অঙ্কুর। ট্রেনে উঠে এক ঘণ্টার মধ্যে চন্দননগর। রিকশা নিয়ে আশাবরীর বাড়িতে পৌঁছোতে সময় লেগেছিল বেশ। ঠিকানা স্পষ্ট করে জানা ছিল না, আশাবরী বলেওনি। শুধু গল্পের ছলে একবার বলেছিল, "আমার বাড়ি যেতে হলে আগে একটা বাতিল নৌকো খুঁজে বের করতে হবে। ওই নৌকো পেলেই আমার বাড়ি।"

অঙ্কুর অবাক হয়ে বলেছিল, "বাতিল নৌকো! সে আবার কী? নৌকো করে তোমার বাড়ি যেতে হয়?"

আশাবরী হেসে বলেছিল, "দুর বোকা। সবার বাড়ির ঠিকানায় ল্যান্ডমার্ক থাকে। অমুক গলির মোড়, অমুক দোকানের সামনে, অমুক স্কুলের পিছনে। আমারটা হল ভাঙা, বাতিল একটা নৌকো।"

অঙ্কুর বলেছিল, "দারুণ তো!"

"হ্যাঁ, আমাদের বাড়িটা চন্দননগরের খুব সুন্দর জায়গায়। দোতলায় আমার ঘর থেকে গঙ্গা দেখা যায়। বাড়ির গায়ে একটা নার্সারিও রয়েছে। খুব বড় নয়, কিন্তু খানিকটা সবুজ তো...হঠাৎ দেখলে মনে হয় আমার বাড়িরই বাগান। একটা ভাঙা বাতিল নৌকো ওই নার্সারির এক কোণে পড়ে আছে। ফুলের মধ্যে নৌকোটাকে ছবির মতো লাগে। আমি খোঁজ নিয়েছিলাম। নার্সারির ওই ছেলেটা বলেছে, ওর বাবা একসময় নৌকো চালাত। অনেক দূরে-দূরে যেত। ছোটবেলায় ও সঙ্গে থাকত। এখন বাবা মারা গিয়েছে। নৌকোও আর চলে না, প্রাণে ধরে কাউকে দিতেও পারেনি। ছেলেটা বলল, 'দিদি, মেরামতের জন্য খরচ লাগবে। কী হবে? তাই নার্সারিতেই

BanglaBook.org

রেখে দিয়েছি। ভেবেছিলাম ভিতরে মাটি ফেলে গাছের চারা রাখব। পরে ভাবলাম, থাক যেমন আছে, তেমনই থাক। ক্ষতি তো নেই। একটু যা জায়গা নিচ্ছে, নিক গে। নার্সারিটা তো বাবাই করে গিয়েছিল।' একটু থেমে আশাবরী বলেছিল, "চমৎকার না?"

অঙ্কুর অস্ফুটে বলেছিল, "বাঃ!"

"তাই সবাইকে বলি, বাতিল নৌকোতে উঠলেই আমার বাড়ি।"

বাড়ির দোতলা থেকে গঙ্গাদর্শন, ভাঙা বাতিল নৌকো, বাড়ির পাশে নার্সারি, এই তিনের উপর নির্ভর করে বাড়ি খুঁজে পাওয়া যে কঠিন, অঙ্কুর সেদিন হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিল। চন্দননগরে এই তিন জিনিসের অভাব নেই। বুড়ো রিকশাচালককে বলতে সে গেল খেপে।

"আপনে বরং একটা কাজ করেন দাদা। এখানকার সব বাড়ির দোতলায় উঠে-উঠে দেখেন নদী দেখা যায় কিনা! দেখা গেলে বুঝবেন, ঠিক বাড়ি এসেছেন।"

অঙ্কুর তাকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করে বলেছিল, "আহা চটো কেন? নার্সারির পাশেই বাড়ি। নার্সারি জানো তো? গাছগাছালির চারা তৈরি হয়।"

বুড়ো রিকশাচালক আরও খেপে গিয়েছিল, "আপনে আমাকে নার্সারি চেনান? গ্রাম দেশে মানুষ। খেতখামার, বাগান, নার্সারি দেখে বড় হয়েছি। এখানে কয়টা নার্সারি আছে আপনি জানেন? ফরাসি আমলের নার্সারি দেখবেন? নার্সারির পাশে বাড়ি, এইটা কোনও দিশা হল?"

অঙ্কুর শেষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল, "একটা ভাঙা, বাতিল নৌকো আছে। নৌকোতে...।"

বুড়ো চালক এবার প্যাডেল বন্ধ করে দিয়েছিল।

সেদিন অঙ্কুর ভেবেছিল, আশাবরীকে ফোন করবে। রাস্তার নাম, বাড়ির নম্বর... সব ঠিকানা জেনে নেবে। শুধু বাতিল নৌকোর উপর নির্ভর করে বাড়ি খুঁজতে যাওয়া ঠিক হবে না। পরক্ষণেই মনে হল, তা হলে সারপ্রাইজটাই নষ্ট হবে। না জানিয়ে পৌঁছোনোতে বেশি মজা।

শেষ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছিল। ইঁট রঙের ছোট দোতলা বাড়ি। বেঁটে লোহার গেট খুলে ঢুকতে হয়। বেল টিপেও লাভ হয়নি। মনে হয়, বেল খারাপ। অনেকটা সময় কড়া নাড়ার পর একজন বয়স্ক মহিলা এসে দরজা

BanglaBook.org

খুলেছিলেন। অঙ্কুর পরে জেনেছিল, মহিলার নাম নবদি। কাজকর্ম, রান্নাবান্না করেন। তবে বাড়ির কাজের লোকের চেয়ে ক্ষমতা বেশি। অনেকটা আশাবরীর গার্জেন। সেদিন আশাবরী অঙ্কুরকে দেখে খুশি হয়নি, অবাক হয়েছিল, "ঠিকানা কোথায় পেলেন?"

ঘরে পরা শাড়িতে আশাবরীকে অন্যরকম লাগছিল। অঙ্কুর খানিকটা স্বস্তি পেয়েছিল, "পাইনি তো। ঠিকানা ছাড়াই চলে এসেছি।"

আশাবরীও ব্যঙ্গের হেসে বলেছিল, "আপনার এই গুণ আছে নাকি? জানতাম না তো! ঠিকানা ছাড়া পৌঁছে যেতে পারেন? আসুন, ভিতরে আসুন।"

অঙ্কুর বসার ঘরের সোফায় জমিয়ে বসে বলেছিল, "ইচ্ছে থাকলে পারা যায়। কোথাও পৌঁছোতে ঠিকানা লাগে না। আর ইচ্ছে না থাকলে ঠিকানা, ম্যাপ হাতে থাকলেও লাভ নেই। ঘুরে-ঘুরে মরতে হয়।"

আশাবরী হেসে বলেছিল, "বাঃ, ঠিকানা নিয়ে আপনি দার্শনিক কথাও বলতে পারেন দেখছি... ইন্টারেস্টিং।"

বিদ্রূপটা অঙ্কুর ধরতে পেরেছিল। তাও জোরে হেসে উঠে বলেছিল, "আসলে চন্দননগরে এসেছিলাম এক আত্মীয়বাড়িতে। নিমন্ত্রণ ছিল। ভাবলাম, এতটা যখন এসেছি, তখন একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই। ভাল করিনি? আপনার বাড়ি আসা হল, আবার পাশের নার্সারিতে উঁকি দিয়ে বাতিল নৌকোও দেখা হল।"

আশাবরী গম্ভীর হয়ে বলল, "কী খাবেন বলুন? শরবত না চা?"

অঙ্কুর বলল, "শরবতই হোক। গরম পড়েছে।"

আশাবরী শরবত এনে টেবিলে রেখে বলেছিল, "নিন খান। বেশি ঠান্ডা দিইনি।"

শরবতের গ্লাস হাতে না দিয়ে টেবিলে রাখার মধ্যে এক ধরনের অবহেলা ছিল। অঙ্কুর কী করবে, কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। হুট করে চলে আসার জন্য তার এবার লজ্জাও করতে লাগল। মাত্র কয়েকদিনের আলাপে একটা মেয়ের বাড়ি না বলেকয়ে আসাটা ঠিক হয়নি।

উলটো দিকের সোফায় বসে আশাবরী বলেছিল, "অত তাড়াহুড়ো করছেন কেন? শরবতে চিনি ঠিক আছে?"

অঙ্কুর বেশি করে ঘাড় নাড়ল।

BanglaBook.org

আশাবরী বলেছিল, "আপনার আত্মীয় ভাল আছেন?"

অঙ্কুর সহজ হওয়ার চেষ্টা করেছিল, "আছে। ক্লিনিক থেকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছে।"

"বাঃ। আমি কাজের চাপে ক'টা দিন যেতে পারিনি।"

এরপর আশাবরী কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গিয়েছিল। একসময় শরবত শেষ করে, হাতের তালু দিয়ে মুখ মুছে অঙ্কুর বলেছিল, "আজ উঠি তা হলে।"

আশাবরী সেদিন শুধু মাথা কাত করে "আচ্ছা"ই বলেনি, নিজে উঠেও দাঁড়িয়েছিল। লজ্জায় অঙ্কুরের তলপটে চাপ শুরু হয়েছিল। বাথরুমে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আশাবরীকে একথা বলা অসম্ভব। বাড়ি থেকে বেরিয়ে জায়গা খুঁজতে হবে। নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল অঙ্কুরের। এতটা বোকা সে!

"এখন কলকাতার গাড়ি পাব?"

এটাও একটা বোকার মতো কথা ছিল। আশাবরী হেসে বলেছিল, "পাবেন। যদি না পান, একটু অপেক্ষা করবেন।"

গেট পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল আশাবরী। তারপর নিচু গলায় বলেছিল, "এরপর এলে ফোন করে আসবেন অঙ্কুরবাবু। কখন থাকি, না থাকি ঠিক নেই। অনেক সময় রবিবারও এনজিওর ক্যাম্প থাকে। তবে... তবে আমি বাড়িতে কাউকে খুব একটা আসতে অ্যালাও করি না। একা থাকি জানেন তো?"

নিজের উপর আরও রাগ বাড়ল অঙ্কুরের। তলপেটে চাপ বাড়ছে। চুপ করে রইল। আশাবরী আবার কথাটা বলেছিল, "কী, জানেন না? আপনার সেই বন্ধু বলেননি?"

বিতান বলেছে। 'মনের আশ্রয়' ক্লিনিকের বাইরে দাঁড়িয়ে যখন দু'জনে সিগারেট খাচ্ছিল, তখন বলেছিল। তবে খুব বেশি নয়, অল্প বলেছিল। অঙ্কুরই উৎসাহ দেখিয়েছিল, "ওই লম্বা অ্যাট্রাকটিভ মেয়েটা কে রে?"

বিতান বলেছিল, "কে?"

"ওই যে রে সবুজ শাড়ি, বড়-বড় চোখ।"

বিতান হেসে বলেছিল, "বড় চোখ... আশাবরী। খুব ভাল মেয়ে।"

"ওখানকার ডাক্তার নাকি?"

"ডাক্তার নয়। সাইকোলজিস্ট। কাউন্সেলিং করে। আবার এনজিওর

BanglaBook.org

সঙ্গেও যুক্ত। নিজের চেম্বার বাদ দিয়ে বিভিন্ন মেন্টাল ক্লিনিক, হসপিটাল ঘুরে বেড়ায়। ডেটা কালেক্ট করে। মানসিক রোগের ডেটা। দরকার হলে ফ্রি চিকিৎসার জন্য টাকাপয়সার ব্যবস্থা করে। ওদের নিজেদের ফান্ড আছে। এখানেও সপ্তাহে এক-দু'বার আসে।"

অঙ্কুরের কাছে এটা একেবারে নতুন পৃথিবী। কেউ যে এরকম করে, সেটাই তার জানা ছিল না। বেসরকারি কোম্পানির সেল্‌সে চাকরি করে। সে এইসব এনজিওর খবর জানবে কোথা থেকে? বিড়বিড় করে বলেছিল, "বাঃ, ইন্টারেস্টিং তো।"

বিতান একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মিটিমিটি হেসে বলেছিল, "আশাবরী কিন্তু বেশি ইন্টারেস্টিং।"

"কীরকম?"

"আলাপ হলে বুঝতে পারতিস।"

অঙ্কুর বলেছিল "ধুস, কী যে বলিস।"

"আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। তবে একটা কথা। ফস করে বাড়ি-টাড়ি নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে বসিস না।"

অঙ্কুর সিগারেটের টুকরো মাটিতে ফেলে পা দিয়ে ঘষতে-ঘষতে বলেছিল, "আরে! চিনি না, জানি না, তাকে তার বাড়িঘর নিয়ে প্রশ্ন করব! তার উপর একটা মেয়ে! তুই কি আমাকে গাধা ভাবিস বিতান?"

বিতান গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলেছিল, "রাগ করলে কিছু করার নেই। অনেক বোকা লোক দেখেছি ভাই। হুটপাট প্রশ্ন করে। তাই আগে থেকে বলে রাখলাম। শুনেছি মেয়েটার ভাল বিয়ে হয়েছিল। একবছর হল স্বামীর কাছ থেকে চলে এসে এখন চন্দননগরে বাপের বাড়িতে একা থাকে। বাবা-মাও নেই। ভাই বিদেশে চাকরি করে। আসে না।"

অঙ্কুর বলেছিল, "এ আর কীসের ইন্টারেস্টিং? এমন তো আকছার হয়।"

বিতান হেসে বলেছিল, "আলাপ করলেই বুঝবে কীসের ইন্টারেস্টিং। শুনেছি একা বলে অনেকে ট্রাই নিয়েছে। তারপর নাকানি-চোবানি খেয়ে ফিরেছে।"

"থাক। তোমাকে আর আলাপ করিয়ে দিতে হবে না। যাই, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে পারলে একবার ছোটমামির সঙ্গে দেখা করে কেটে পড়ি।"

BanglaBook.org

বারণ করা সত্ত্বেও আশাবরীর সঙ্গে সেদিন আলাপ করিয়ে দিয়েছিল বিতান। ফিমেল ওয়ার্ডে মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিল। ছোটমামির বিছানার পাশে রাখা কেস হিস্ট্রি উলটে দেখছিল মেয়েটা। বিতান এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, "নমস্কার ম্যাডাম।"

আশাবরী নমস্কার জানিয়ে বলেছিল, "আচ্ছা, এই পেশেন্টের বাড়ির লোক কাউকে চেনেন? তিনি আসেন দেখতে? এঁর স্বামী বা অন্য কেউ?"

বিতান পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অঙ্কুরকে দেখিয়ে বলেছিল, "এই তো বাড়ির লোক। পেশেন্ট এর মামিমা হন। আমার কলেজের বন্ধু অঙ্কুর। মামা আসা যাওয়া করতে পারেন না। ফলে অঙ্কুরই দেখাশোনা করে।"

আশাবরী একটু তাকিয়ে হালকা হাত জোড় করে বলেছিল, "আমি আশাবরী রায়। বাই প্রফেশন একজন কাউন্সেলর। ব্রোকেন মাইন্ডস নামে একটি এনজিওর সঙ্গে যুক্ত। মেন্টাল পেশেন্টদের কেস হিস্ট্রি নিয়ে স্টাডি করি। আপনার মামিমার কেস হিস্ট্রিটা একটু অদ্ভুত। আমি কি এই বিষয়ে একটু কথা বলতে পারি?"

গোটা ঘটনাটাই এত আকস্মিক ছিল যে, অঙ্কুর হকচকিয়ে গিয়েছিল। এক্ষুনি যে-মেয়েটিকে নিয়ে ঠাট্টা রসিকতা হচ্ছিল, তার সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি আলাপ হয়ে যাবে এবং মেয়েটি তার সঙ্গে কথা বলতে চাইবে, এটা যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। মেয়েটিকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। ছিপছিপে চেহারা। চোখদুটো তো বড় বটেই, উজ্জ্বলও। গায়ের রং শ্যামবর্ণ। একটা চওড়া পাড়ের শাড়ি পরেছে। অলিভ গ্রিন। পাড়টাও সবুজ। সবমিলিয়ে বেশ ব্যক্তিত্বময়ী, সেই সঙ্গে স্নিগ্ধ ভাব।

অঙ্কুর আমতা-আমতা করে বলেছিল, "এখনই কথা বলবেন?"

আশাবরী সুন্দর করে হেসে বলেছিল, "না এখনই না। আমার কার্ডটা রাখুন। যদি অসুবিধে না হয়, আপনার মোবাইল নম্বরটা দিন। আমি পরে কোনও এক সময় ফোন করে নেব।"

কার্ড নিয়ে কোনওরকমে নিজের ফোন নম্বর দিয়ে পালিয়ে এসেছিল অঙ্কুর। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় বিতান পিঠ খামচে হেসে বলেছিল, "সাবধান কিন্তু। একা মেয়ে বলে ঝাঁঝ বেশি।'

আশাবরীর একা থাকার ঘটনা অঙ্কুরের ভাল করেই জানা আছে। তাও বলেছিল, "জানি, তবে বেশি নয়। বিতান মনে হয় বলেছিল।"

BanglaBook.org

আশাবরী হেসে বলেছিল, "জানি বলবে। মেয়েদের এই পরিচয় ছড়াতে বেশিক্ষণ লাগে না। আর সেই কারণে অ্যালার্ট থাকতে হয়। একা থাকলে মেয়েদের অনেক নিয়মকানুন মেনে চলতে হয় অঙ্কুরবাবু। আমাদের সমাজ তো আপনি চেনেন। আমরা মুখেই আধুনিক। সমাজ সবসময় লুকোনো সিসিটিভির মতো নজর রাখছে। তবে আমিও একটা অংশ পর্যন্ত নিয়ম মানতে পছন্দ করি।"

এটা স্পষ্টই না আসতে বলা। অঙ্কুর বুঝেছিল। কিন্তু তারপরেও সে এসেছে। গতকাল সত্যি অফিসের কাজে ব্যান্ডেল গিয়েছিল অঙ্কুর। সেখান থেকে চন্দননগর।

"চা খেতে এলাম আশাবরী। জাস্ট চা খাব আর চলে যাব।"

আশাবরী এখন কিছু বলে না। পরিচয়ের পর এক বছর পার হতে চলল। হয়তো অঙ্কুরের নাছোড়বান্দা মনোভাবে অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। হাল যেমন খানিকটা ধরে রেখেছে, তেমন খানিকটা ছেড়েও দিয়েছে। এই ছেলেকে পুরো ঠেকানো যাবে না। তবে মাঝেমধ্যে মনে হয়, অঙ্কুরের এই দেখা করা, কথা বলা, ছুটে আসা আশাবরীর ভিতরে ভিতরে ভাল লাগছে না তো? কেন প্রশ্রয় দেয় তা হলে? এক সময় মনে হয়েছিল অঙ্কুর তার শরীরের লোভে ছুটে আসে। পরে বুঝেছিল, না তা নয়। রূপে মুগ্ধ হলেও, শরীর পর্যন্ত পৌঁছোনোর সাহস নেই অঙ্কুরের। ইচ্ছেও নেই বোধহয়।

কাল আশাবরী চা এনে দিয়েছিল। অঙ্কুর সবে কাপটা তুলেছে, মোবাইলটা বেজে ওঠে।

"আপনি অঙ্কুর সেনগুপ্ত?"

"হ্যাঁ, কে?"

"আপনার বাড়ির ঠিকানা সতেরোর এ মণীন্দ্রচন্দ্র রোড লেন?"

অঙ্কুর এবার বিরক্ত হল, "আপনি কে?"

"যা জিজ্ঞেস করছি, উত্তর দিন। আপনার মায়ের নাম কি লেট প্রতিমা চৌধুরী?"

অঙ্কুর বলেছিল, "হ্যাঁ, কিন্তু এত প্রশ্ন করছেন কেন?"

ওপাশ থেকে খরখরে গলায় একটা চাপা ধমক এল, "আমি থানা থেকে বলছি।"

BanglaBook.org

অঙ্কুর থমকে গিয়েছিল। হাতের কাপ টেবিলে নামিয়ে রাখল। থানা! বিড়বিড় করে বলল, "কী ব্যাপার?"

"কী ব্যাপার আমি বলতে পারব না। স্যার বলবেন। আপনি কাল সকাল দশটায় থানায় আসুন।"

অঙ্কুর বলল, "সকাল দশটায় কীভাবে যাব? আমার অফিস..."

"অফিসে না গিয়ে আসবেন। থানা থেকে ডাকলে, আগে সেখানে যেতে হয়।"

অঙ্কুর বলল, "বিকেল করা যায় না? সন্ধের পর যদি যাই?"

খরখরে গলা একটু চুপ করে থেকে অবাক গলায় বলল, "আপনি থানার টাইম ঠিক করে দেবেন? কে কখন দেখা করবে, কখন আসবে আপনি বলবেন?"

কথার ভঙ্গি শুনে অঙ্কুর বুঝতে পারল, লাভ নেই। সকাল দশটাতেই যেতে হবে। এটা অর্ডার। বলল, "কার সঙ্গে দেখা করব? আপনার সঙ্গে?'

"না, আমার সঙ্গে নয়। ইনস্পেক্টর বি সাহার সঙ্গে। দেরি করবেন না। স্যার দেরি পছন্দ করেন না।"

অঙ্কুর শেষ চেষ্টা করল, "কী ব্যাপার যদি একটু হিন্টস দেন।"

"পুলিশ হিন্টস দেয় না, খোলাখুলি বলে। কাল স্যার বলবেন।'

ব্যস এই পর্যন্ত। থানার লোক ফোন কেটে দিল। অঙ্কুরের মুখ দেখে আশাবরী আঁচ করল কিছু হয়েছে। অঙ্কুরের ব্যাপারে সে কৌতূহল কম দেখায়। কিন্তু আজ এক ঝটকায় মুখ শুকিয়ে যাওয়া দেখে চুপ করে থাকতে পারল না।

"কী হয়েছে? কে ফোন করেছে?"

অঙ্কুর অন্যমনস্কভাবে বলল, "থানা থেকে।"

ভুরু কোঁচকাল আশাবরী। বলল, "থানা! কেন?"

"জিজ্ঞেস করলাম, বলল না।"

আশাবরী বলল, "চিন্তা কোরো না। দেখবে হয়তো খুচরো কোনও ব্যাপার আছে। ভুলও হতে পারে।"

অঙ্কুর বলল, "মনে হল না। আমার নাম, ঠিকানা, সব জেনে ফোন করেছে।"

BanglaBook.org

ইনস্পেক্টর বি সাহাকে ইউনিফর্ম না পরলে পুলিশ বলে মনেই হয় না। শক্তসমর্থ চেহারা। মনে হয়, স্কুলের ড্রিল মাস্টার। মানুষটা একটু বেশি কথা বলেন এই যা। তিনি বললেন, "অঙ্কুরবাবু, আপনাকে সকালে কাজের সময় ডেকে পাঠিয়েছি, খুবই খারাপ লাগছে। দত্ত বলেছিল, দশটায় আপনার অফিস। কিন্তু কী করব বলুন? আমাকে এখনই কোর্টে ছুটতে হবে। সারাদিন ওখানে কাটবে। খিটকেল মামলা চলছে। চলছে তো চলছেই। রাতে ফিরে এসেও কাজ থাকবে। তাই ভাবলাম সকাল-সকাল আপনার সঙ্গে সেরে নিই।"

অঙ্কুর কী বলবে বুঝতে না পেরে অল্প হাসল। একটা বাচ্চা ছেলে ঘরে ঢোকে, হাতে ভাঁড়। টেবিলে রাখা রিভলভারের পাশে সেই ভাঁড়টা রাখে। উপরের সাদা পাতলা কাগজ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, দই। বি সাহা বললেন, "ভাল জিনিস এনেছিস তো?"

"হ্যাঁ স্যার, কমলা সুইটস।"

বি সাহা বললেন, "কমলা হোক বা রমলা, দই যদি খারাপ হয়, তোমার বিপদ আছে গনা। সবাই জানে পুলিশ মুখ খারাপ করে। আমি মুখ খারাপ করি না। এদিক-ওদিক দেখলে খারাপ কাজ করি।"

অঙ্কুরের মনে হল, গনার সাহস আছে। পুলিশের হুমকিতে ঘাবড়ায় না। গনা বলল, "সে আপনি যতই খারাপ হন না কেন, দই খারাপ হবে না স্যার। আমি আপনার নাম বলে এনেছি।"

বি সাহা অঙ্কুরের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "আরে মশাই সকালে একশো গ্রাম করে টক দই খাওয়ার অভ্যেস বহুদিনের। না খেলে সারাদিন অস্বস্তি হয়। কাজে মন বসে না। শুধু পেট ভাল থাকে এমন নয়, টক দই হল শুভ আহার। দিনের শুরুতে একবার খেয়ে নিলে কাজ ভাল হয়।"

অঙ্কুর ছটফট করছে। এখানে যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে বেরোনো যায়, তত ভাল। অফিসে কিছু বলা হয়নি।

"স্যার আমাকে কেন ডেকেছেন..."

বি সাহা চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বললেন, "আগে এক কাপ চা খান?"

অঙ্কুর তাড়াতাড়ি বলল, "না-না। আমি অফিস যাব।"

"হ্যাঁ। আপনি তো আবার অফিসে যাবেন," বলতে-বলতে পাশে রাখা একটা হলুদ রঙের কভার ফাইল টেনে নিলেন তিনি। পুরনো ফাইল। দড়ি

BanglaBook.org

খুলতে-খুলতে বললেন, "ছোট কেস। একটা ক্ল্যারিফিকেশন হলেই কাজ হয়ে যাবে।"

ঠিক এমন সময় বুকপকেট রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে ওঠে। চমকে ওঠেন ইনস্পেক্টর। ভুরু কুঁচকে বলেন, "দাঁড়ান, একটা জরুরি কথা চট করে সেরে নিই। তারপর আপনাকে ছাড়ছি।"

এখন মনে হচ্ছে, ইনস্পেক্টর চট করে সেরে নিতে পারবেন না। 'জরুরি কথা'র বিষয় টক দই এবং বি সাহা কথা বলছেন স্ত্রীর সঙ্গে।

"ছন্দা, আজ তো প্রথমদিন নয়, এই নিয়ে তিনদিন... তিনদিন দইতে চিনি ছিল! এত বছর পর যদি তোমার... আগে আমার কথাটা শোনো... এত বছরেও যদি তোমার খেয়াল না থাকে যে, আমি সকালে মিষ্টি দই খাই না, টক দই খাই... আরে আমি তো বলিনি এটা ইচ্ছে করে করেছ... তুমি খেয়াল করছ না... থাক অনেক হয়েছে! আমি দোকান থেকে আনিয়ে নিয়েছি... হ্যালো, হ্যালো ছন্দা...।"

মনে হয় ওপাশ থেকে ফোন কেটে দিয়েছে। পকেটে ফোন ফিরিয়ে বি সাহা নিজের মনে খানিকটা বিড়বিড় করলেন। তারপর খোলা ফাইল থেকে মুখ না তুলে বললেন, "লেট প্রতিমা চৌধুরী আপনার কে হন?"

মাথার ভিতর ধক করে লাগল অঙ্কুরের। এত দিন পর মায়ের কথা!

"আমার মা।"

"আপনার বাবা শ্রীঅমরনাথ চৌধুরী?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার একজন দিদি আছেন না?"

অঙ্কুর বলল, "না, দিদি নয়, বোন। ভাল নাম দিব্যাঙ্গনা, ডাকনাম টুনু। কলেজে পড়ছে।"

বি সাহা হালকাভাবে বললেন, "এসব জিজ্ঞেস করার কোনও মানে নেই। তাও করতে হয়। সরকারি চাকরিতে কাজ ছাতার মাথা, ফর্মালিটি হাজার গন্ডা। পুলিশের কাজ আরও খারাপ। জানা জিনিস বারবার জিজ্ঞেস করে কনফার্ম করতে হয়। আচ্ছা, আপনার মা মারা গিয়েছেন পাঁচ বছর হল। তাই তো?"

অঙ্কুর নড়েচড়ে বসল। এবার তার অস্বস্তি হচ্ছে। নিমেষে পরিস্থিতি যেন বদলে গেল। সে অস্ফুটে বলল, "হ্যাঁ। গত মাসে পাঁচ বছর হয়েছে।"

BanglaBook.org

"ফাইলে তা লেখা আছে। আনন্যাচারাল ডেথ।"

অঙ্কুর টেবিলের ওপর হাত রেখে নিচু গলায় বলল, "আমার মা সুইসাইড করেছিলেন।"

বি সাহা নিজের মনে মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "ইস, খুবই দুঃখের ঘটনা। খুব ছোটবেলায় আমার দূর সম্পর্কের এক কাকিমা বিষ খেয়েছিলেন। তখন আমার বয়স ধরুন নয়-দশ হবে। বাড়িতে সবাই কান্নাকাটি করছে। আমায় কেউ কিছু বলছে না। শেষ পর্যন্ত যে-মহিলা আমাদের বাসন-টাসন মাজতেন তিনি বললেন, 'তোমার কাকিমা বিষ খেয়েছে।' আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বিষ খেলে কী হয়? যাই হোক সে অনেকদিন আগের কথা।"

অঙ্কুর খানিকটা বিহ্বল গলায় বলল, "আমার মায়ের এই ঘটনাটাও তো অনেক পুরনো। এতদিন পরে... তখন তো পুলিশ, পোস্টমর্টেম সবই হয়েছিল।"

বি সাহা কোনও উত্তর দিলেন না। একইভাবে মাথা নিচু করে ফাইলের পাতা দেখতে লাগলেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, "কিছু মনে করবেন না অঙ্কুরবাবু, আপনার মা ঠিক কীভাবে সুইসাইড করেছিলেন?" অঙ্কুরের অবাক লাগছে। এসব কী হচ্ছে! এত দিন পর মাকে নিয়ে টানাটানি!

বি সাহা মুখ তুললেন, "কী হল, বলুন? আপনার মায়ের মেথড অফ সুইসাইড ঠিক কী ছিল?" এই প্রথম গলাটা কঠিন শোনাল তাঁর।

অঙ্কুর একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমার মা গলায় দড়ি দিয়েছিলেন।"

বি সাহা মাথা নেড়ে সহানুভূতির 'চুক চুক' আওয়াজ করলেন।

"এই ধরনের মেথড শুনেছি খুবই পেনফুল। তবে আপনি একটু ভুল করলেন, ওটা দড়ি ছিল না, শাড়ি ছিল। শাড়িকে উনি দড়ির মতো পেঁচিয়ে নিয়েছিলেন। তাই তো? শাড়ি ছিল তো?"

অঙ্কুর বলল, "মনে হয়।"

বি সাহা একটু থেমে আবার বললেন, "কটা শাড়ি ছিল মনে পড়ছে?"

অঙ্কুর এবার বিরক্ত গলায় বলল, "মনে নেই।"

"আপনিই তো সেদিন প্রথম মিসেস চৌধুরীকে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামান। নামিয়ে খাটে শুইয়ে দেন। আপনারই মনে নেই?"

অঙ্কুর কঠিন গলায় বলল, "যদি জানতাম, মা গলায় কী পেঁচিয়ে

BanglaBook.org

মরেছেন, সেটা আজ পাঁচ বছর পরে দরকার হবে, তা হলে নিশ্চয়ই মনে রাখতাম।”

ইনস্পেক্টরের চোয়ালটা যেন খানিকটা কঠিন হয়ে গেল। টেবিলের একপাশে রাখা ঘণ্টাবেলে থাবড়া মারলেন। গনা এল। বি সাহা বিরক্ত মুখে বললেন, “গাড়ি রেডি কর। দত্তকে বল, কোর্টের ফাইলগুলো গাড়িতে তুলে দিতে। দেখে তুলতে বলিস। গতবার একটা ফাইল ছিল না। জজসাহেবের কাছে ধমক খেয়েছি। শালার চাকরি।”

গনা বলল, “স্যার বাড়ি থেকে দই পাঠিয়েছে।”

বি সাহা খিঁচিয়ে ওঠার ভঙ্গিতে বললেন, “এতক্ষণ বলিসনি কেন?”

“এই তো দিল!”

বি সাহা হাত নেড়ে বললেন, “ফেলে দে। যা এখন।” তারপর অঙ্কুরের দিকে ফিরে নরম গলায় বললেন, “দেখুন অঙ্কুরবাবু, আমার উপর রেগে কোনও লাভ নেই। এই সব সেনসেটিভ প্রশ্ন আমি করতাম না। কিন্তু এই কেসে সবকিছু ইম্পর্ট্যান্ট। আপনার মনে পড়লে ভাল হত। আপনি আমার সঙ্গে যতটা কো-অপারেট করবেন, আমার কাজ তত সহজ হবে। নইলে আমাকে বেশি খাটতে হবে। যদিও আমরা দুটোতেই অভ্যস্ত... যাক, এখন আপনাকে আর মনে করতে হবে না। তবে দু’-একদিনের মধ্যে আবার দেখা হবে।”

অঙ্কুর বুঝল, পুলিশের উপর মেজাজ দেখিয়ে লাভ নেই। নরমসরমভাবে চলাই বুদ্ধিমানের। অঙ্কুর সামান্য ঝুঁকে পড়ে কাতর ভঙ্গিতে বলল, “স্যার ঘটনাটা একটু বলবেন? পাঁচ বছর পর মায়ের মৃত্যু নিয়ে এসব কী হচ্ছে?”

বি সাহা গালে হাত বুলিয়ে একটু চুপ করে রইলেন। তারপর সরাসরি অঙ্কুরের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, “অঙ্কুরবাবু আপনার মায়ের মৃত্যুর কেসটা আবার রিওপেন হয়েছে।”

“মানে!” অঙ্কুর বিস্ফারিত চোখে বলল।

“একজন কোর্টে গিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, শ্রীমতী প্রতিমা চৌধুরী আত্মহত্যা করেননি, তাঁকে খুন করা হয়েছে। কোর্ট থেকে অভিযোগকারী একটা অর্ডারও বের করেছেন। রি-ইনভেস্টিগেশনের অর্ডার। পুলিশকে আবার তদন্ত করে দেখতে হবে। বড়বাবু আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তাড়াতাড়ি রিপোর্ট জমা দিতে হবে।”

BanglaBook.org

অঙ্কুর চেয়ারে হেলান দিল। তার মনে হচ্ছে শরীর ছেড়ে আসছে। বিড়বিড় করে বলল, "কী বলছেন! মাকে কে খুন করবে? কেন করবে?"

বি সাহা দইয়ের ভাঁড় টেনে নিয়ে কাগজের মোড়ক খুলতে-খুলতে বললেন, "দই খাবেন? আচ্ছা থাক। ঘটনা আরও আছে। শুধু কোর্ট নয়, গতকাল এই বিষয়ে উপর মহল থেকে চাপ এসেছে। যে-ফাইল অনায়াসে আরও মাসকয়েক ফেলে রাখতে পারতাম, গতকাল ফোনটা আসায় ছোটাছুটি শুরু করে দিতে হল। কী মুশকিল বলুন তো, মার্ডার কেস তামাদি হয় না। হাজার বছর পরও রিওপেন করা যায়।"

অঙ্কুর চাপা গলায় বলল, "লোকটার নাম জানতে পারি? কে এরকম একটা বিশ্রী অভিযোগ করল?"

বি সাহা কাঠের চামচ দিয়ে খানিকটা দই মুখে দিলেন। মুখে সন্তুষ্টির ছাপ ফুটল। তারপর বললেন, "সব জানবেন। ধৈর্য ধরুন।"

থানা থেকে বেরোতেই অঙ্কুরের মনে হল, মাথা ঘুরে উঠল। একটু কোথাও বসতে পারলে ভাল হত।

দুই

অফিস পৌঁছোতেই গোপাল এসে খবর দিল, বস খুঁজছেন। তিনবার খোঁজ নিয়েছেন। গোপালের মুখ থমথমে। আর ওর মুখ থমথমে মানে অফিসে টেনশন চলছে। অঙ্কুর টেনশনের মাত্রা বোঝার চেষ্টা করল।

"কী হয়েছে গোপাল?"

গোপাল ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, "জানি না কী হয়েছে।"

অঙ্কুর বলল, "বস খেপে আছেন?"

"না, খেপে নেই। সন্দেশের বাক্স নিয়ে বসে আছেন। যে যাচ্ছে, তাকে সন্দেশ খাওয়াচ্ছেন। আপনি যান, আপনাকেও খাওয়াবেন।"

অঙ্কুর বুঝল, অবস্থা সিরিয়াস। এই ছেলেও আজ বকুনি খেয়েছে। অঙ্কুর পরিস্থিতি সহজ করার চেষ্টা করল, "তোমার আবার কী হল? এত চটেছ কেন?"

গোপাল ফোঁস করে বলল, "আমার কিছুই হয়নি। চাকরি আর করব না। এমনিতেই কোম্পানির ঢনঢন অবস্থা। শালা 'গুয়ের কোম্পানি'।"

BanglaBook.org

এই অফিসে কারও রাগ হলে কোম্পানিকে 'গুয়ের কোম্পানি' বলে গাল পাড়ে। মেয়েদের শব্দটা উচ্চারণ করতে বাধে। তাই তারা বলে, 'ইয়ের কোম্পানি।' কোম্পানিতে বিভিন্ন ধরনের পাইপ তৈরি হয়। তার মধ্যে স্যানিটেশনের পাইপও আছে। 'আয়রন অ্যান্ড রবার ওয়ার্কস' কোম্পানি এই ধরনের পাইপে বেশ নাম করে বসে আছে। বাড়ির বেসিন, জলের কল, প্যান, কমোড, বাথরুম থেকে স্যানিটারি পিটের চেম্বার পর্যন্ত যাওয়া পাইপ... সব তৈরি হয় এখানে।

অঙ্কুর নিশ্চিন্ত, আজ তার জন্যও ঝামেলা আছে। অফিসে আসতে দেরি হয়েছে। থানায় তো সময় গিয়েছেই, তার পরেও সোজা আসেনি। সোজা আসা সম্ভবও ছিল না। থানায় অত বড় একটা ধাক্কা খাওয়ার পর বাসে উঠতে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে যেত। তাই গড়িয়াহাট মোড়ে চায়ের দোকানে বসেছিল। একটু ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করেছে। জল খেয়েছে, চা খেয়েছে। সিগারেট ধরিয়ে শান্ত হয়ে ভাবার চেষ্টা করেছে, ঘটনাটা ঠিক কী ঘটল! মাকে নিয়ে এরকম একটা ভয়ংকর কথা পুলিশ কেন বলল? কে কোর্টে গিয়ে এরকম একটা নালিশ করল? আর কেন, তাও আবার এত দিন পরে? কেউ ফাঁসাতে চাইছে না তো? গল্পের বইয়ে যেমন থাকে। তার মতো একটা সাধারণ ছেলের বিরুদ্ধে কে ষড়যন্ত্র করবে? বাবার করে দেওয়া একটা একতলা বাড়ি ছাড়া কিছুই নেই। বাড়িটাও বোনের সঙ্গে জয়েন্ট নামে। আর বোনের অ্যাকাউন্টে কিছু টাকার ফিক্সড ডিপোজিট। বাবা যাদবপুরের ফ্ল্যাটে আলাদা হয়ে চলে যাওয়ার সময় এই সব টাকা-পয়সার কথা বলে গিয়েছিল, "তোমাদের জন্য যতটা পারলাম গুছিয়ে গেলাম। বাড়ি তো আগেই লিখে দিয়েছি। কিছু টাকাও ফিক্সড করা রইল। ইন্টারেস্ট থেকে আশা করি রোজকার খরচপাতি আর টুনুর লেখাপড়া হয়ে যাবে। তার পরেও দরকার হলে বোলো।"

অঙ্কুর মুখ নামিয়ে বলেছিল, "চিন্তা কোরো না। আমি তো চাকরি করছি।"

বাবা বলেছিল, "চিন্তা করছি না। দায়িত্ব পালন করছি।"

তবে কি ষড়যন্ত্রটা বাবার বিরুদ্ধে? অমরনাথ চৌধুরী তো তার ছেলে অঙ্কুরের মতো সাধারণ নন। তাঁর বড় সংসার আছে, টাকা আছে। ফলে প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, দাপট আছে। অঙ্কুরের মাথা ঝিমঝিম করছিল। কারও

BanglaBook.org

সঙ্গে আলোচনা করা উচিত কিনা ভাবছিল। কিন্তু অমরনাথ চৌধুরীর সঙ্গে আজকাল বেশি কথা বলতেই ভাল লাগে না ওর। কোনও দিনই লাগত না। কী হবে ওঁকে জানিয়ে! হাজারটা প্রশ্ন করবেন। এই লোকের বিরুদ্ধে কেউ যদি কলকাঠি নাড়ে, নাড়ুক। একটু শিক্ষা হওয়া দরকার। অঙ্কুর ভেবেছিল, বাড়ি গিয়ে একটা লম্বা ঘুম দেবে। কিন্তু সমস্যা দিব্যাঙ্গনা। তার পরীক্ষা এসে গিয়েছে, কলেজে না গিয়ে বাড়িতে পড়াশোনা করছে। ফিজিক্স অনার্স। কঠিন বিষয়। অনেক পড়তে হয়। তাও দাদাকে হঠাৎ বাড়ি ফিরে আসতে দেখলে প্রচুর প্রশ্ন করবে।

সব ভেবে অঙ্কুর ঠিক করে কাজের মধ্যে থাকাটাই ভাল। অফিসে যেতে হবে। অঙ্কুর চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরে। প্যান্টের পকেট থেকে তাড়াতাড়ি ফোন বের করে দেখে সাইলেন্ট মোড অন। থানায় ঢোকার সময় করেছিল। কল লিস্টে দেখেছিল, বসের ফোন এসেছে তিনবার। আশাবরী একবার। বসকে আর ফোন করেনি ও। যা দেরি হওয়ার তো হয়েই গিয়েছে। আশাবরীকেও ফোন করে কী বলত! সে তো এসবের কিছুই জানে না। জানে শুধু মা মারা গিয়েছেন, বাবা বাড়িতে বেশিরভাগ সময়েই থাকেন না। কাজকর্মে ঘুরে বেড়ান। বাড়িতে থাকে ওরা ভাইবোন। মা যে সুইসাইড করেছিল সে কথা অঙ্কুর কখনও তাকে বলেনি। অঙ্কুর মেসেজ পাঠাল, 'অল রাইট।' তারপর মোবাইল সুইচ অফ করে দিল। এখন বস বা আশাবরী কেউ ফোন করলেই অস্বস্তি।

অঙ্কুর জানত, আজ তাকে বকুনি খেতে হবেই। কিন্তু গোপালের কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে বকুনি ডবল হবে। আসলে তার দেরিটা বড় কথা নয়, বড় কথা ব্যাবসার অবস্থা ভাল যাচ্ছে না। তিন মাস টার্গেট হয়নি। বসের মেজাজ টঙে উঠে বসে আছে। যে-কোনও বিষয়ে খিঁচিয়ে উঠছেন। পরশু মঞ্জুদির সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করেছেন যে, বেচারি ঘর থেকে বেরিয়ে কেঁদেকেটে একসা! দোষের মধ্যে মঞ্জুদি হাজার পাঁচেক টাকা লোন চেয়েছিলেন। মেয়েকে কম্পিউটার ক্লাসে ভর্তি করার জন্য। কথাটা বসকে বলতেই, বস ঠান্ডা গলায় বলেছেন, "কোনও সমস্যা নেই। প্রোডাক্ট বিক্রি করে আপনারা কোম্পানিতে টাকা আনতে পারছেন না তো কী হয়েছে? আমার বাবা আমাকে এক সিন্দুক টাকা দিয়ে গিয়েছেন। ম্যাডাম, আপনাকে

BanglaBook.org

বরং সিন্দুকের চাবিটা দিচ্ছি। আপনি খুলে যতটা প্রয়োজন টাকা নিয়ে নিন। তারপর চাবি আবার ফেরত দিয়ে যান।”

এর পরে মঞ্জুদি কাঁদবে না?

টেবিলে এসে বসতেই মঞ্জুদি সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ হাসি-হাসি, “কী ব্যাপার অঙ্কুর, আজ এত দেরি যে?”

অঙ্কুর শুকনো হেসে বলল, “একটু আটকে গিয়েছিলাম।”

মঞ্জুদির গায়ে পড়া ভাব বেশি। কৌতূহল খুব। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অঙ্কুরের বাড়ির কথা জানতে চায়। ভাল উদ্দেশ্যে নয়, যদি নতুন কোনও কেচ্ছা জানা যায়। প্রথম-প্রথম অফিসের কেউই কিছু জানত না। প্রতিমা চৌধুরী সুইসাইড করার সময় চাকরি পায়নি অঙ্কুর। চাকরি পেয়েছিল ঘটনার দু’বছর পর। ফলে সেই খবর অফিসে পৌঁছোতে সময় লেগেছিল। সবাই শুধু জানত, সেলসের নতুন ছেলেটির মা নেই। অঙ্কুর ভেবেছিল, কৌতূহল এই পর্যায়েই থমকে থাকবে। থাকল না। পারচেজের সুশান্ত তালুকদারের সঙ্গে অঙ্কুরের কোনও এক আত্মীয়র যোগাযোগ হল। কোম্পানিতে কাগজপত্র, খাতা-বই, ফাইল আলপিন না কী সব সাপ্লাই করে। অঙ্কুর তাকে জীবনে দু’বার দেখেছে কিনা সন্দেহ। তার মুখ থেকেই বাড়ির ‘কেলেঙ্কারি’র খবর ফাঁস হল। ফিসফিস করে সে খবর অফিসময় ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি।

তবে অঙ্কুর সহজভাবেই নিয়েছিল। কারণ লজ্জা পাওয়ার দিন সে পার করে এসেছে। মায়ের মৃত্যুর পর তিনজনে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে পুরুলিয়ায় বাবার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। কিন্তু নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে কত দিনই বা বাইরে থাকা যায়? বাবার ব্যাবসা আছে। অঙ্কুর তখন লেখাপড়া শেষ করে একটা কম্পিউটার কোর্স করছিল। সেইসঙ্গে চাকরির খোঁজ। ঠিক করে রেখেছিল, বাবার ব্যাবসার ছায়া মাড়াবে না। অমরনাথবাবুও চাইতেন না, তাঁর ব্যাবসার সঙ্গে ছেলে যুক্ত হোক। অঙ্কুর এই কারণে চাকরির জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। সমস্যা ছিল দিব্যাঙ্গনারও। কত দিন স্কুল কামাই করবে! অমরনাথবাবুর সেই বন্ধুই একদিন বললেন, “কলকাতা ফিরে স্বাভাবিক জীবন শুরু করো। শোককে কাজের মধ্যে দিয়ে জয় করতে হবে। দেখবে ধীরে-ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে।”

কলকাতা ফিরলেও ‘স্বাভাবিক’ জীবনে ফেরা কঠিন হল। বাড়ির কাজের লোকেরা একে-একে কাজ ছেড়ে দিল। তারা ‘গলায় দড়ির বাড়ি’তে কাজ

BanglaBook.org

করতে পারবে না। রান্নার মেয়েটি তো সাত সকালেই রান্নাঘরে 'বউদির দীর্ঘ নিশ্বাস'-এর আওয়াজ পেল। কাজের লোক কীভাবে সামলাতে হয় সে কায়দা না জানতেন অমরনাথ, না জানত অঙ্কুর। সমস্যা গভীর হল।

তবে সমস্যা শুধু ঘরের লোক নিয়ে হল না, সমস্যা হল বাইরের লোক নিয়েও। পাড়া প্রতিবেশীদের কৌতূহলের সীমা ছিল না। রাস্তায় বেরোলে ঘুরে-ঘুরে তাকাত। এমনকী বাজার দোকানেও ফিসফাস চলত। অঙ্কুরকে অবশ্য লোকে বিশেষ বিরক্ত করতে পারত না। পাড়ায় তার কোনও যোগাযোগই ছিল না। কিন্তু সমস্যা হল দিব্যাঙ্গনার। কখনও বন্ধুদের অবোধ প্রশ্ন, কখনও পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়পরিজনের কুৎসিত, নির্মম চাহনি, সব সামলাতে হত ওকে। স্কুলের বন্ধুরাও জিজ্ঞেস করত নানা কথা।

বাড়িতে অঙ্কুর ফিরলে কাঁদতে-কাঁদতে সব বলত দিব্যাঙ্গনা। এমনকী, অফিসের বসও অঙ্কুরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঘটনাটা। সব শুনেছিলেন মন দিয়ে। তারপর বলেছিলেন, "তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরা উচিত ছিল অঙ্কুর। টেবিলটা ঘুরে যেতে হবে বলে আপাতত বাদ রাখলাম। ঘটনা স্বেচ্ছায় নাকি দুর্ঘটনা, এসব আমার জানার কোনও বাসনা নেই। কিন্তু জিনিসটা তোমার জন্য যে কঠিন, সেটা বুঝতে পারছি। তুমি সেই কঠিন সমস্যাকে জয় করেছ। ভাল কাজ করছ, স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করছ, এটা বিরাট কথা। তোমাকে অভিনন্দন। তুমি আমাদের কোম্পানির জন্য দৃষ্টান্ত।"

অঙ্কুর একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল। তারপর মনে হয়েছিল তার বস অন্যরকম। এই কারণেই হাজার রাগ হলেও, অনেকে এই কোম্পানি ছেড়ে চট করে চলে যেতে চায় না। সে বলেছিল, "ধন্যবাদ স্যার। তবে আমার বোন দিব্যাঙ্গনা আরও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছে। তার বয়স কম। হামেশাই তাকে অনেক প্রশ্ন, লজ্জার সামনে পড়তে হয়, আগে মুষড়ে পড়ত। এখন নিজেই ট্যাকল করে। আপনি শুনলে খুশি হবেন, ও ক্লাসের পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। খুব সুন্দর নাচে।"

দিবাকর বণিক গোমড়া মুখেই একগাল হেসেছিলেন, "তোমার বোনকে আমার আশীর্বাদ দিয়ো। লড়াই তো তাকেই করতে হবে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।"

দিবাকর বণিক একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, "একটা কথা অঙ্কুর। কিছু মনে কোরো না। তবে যদি কখনও বোনের লেখাপড়ার জন্য

BanglaBook.org

টাকাপয়সার দরকার হয়, আমাকে বোলো। আমি কাউকে সাহায্য করি না। সমর্থন করি। তোমাদের লড়াইটাকে সমর্থন করছি। আমি নাম কিনতে চাই না। মানুষ আমি সুবিধেরও নই। টাকাপয়সা চট করে আমার হাত দিয়ে বেরোয় না। তবে তাতে আমি খুশি। কিন্তু তোমাকে বললাম...”

অঙ্কুর নিচু গলায় বলেছিল, “থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। যদি লাগে অবশ্যই বলব। এখন আমরা সামলে নিতে পারছি। আমি তো চাকরি করছি। বাবা এখনও বোনের খরচ দেখেন।”

দিবাকর বণিক নিশ্চয়ই আজ খুব বকাবকি করবেন, মঞ্জুদিকে পাশ কাটিয়ে অঙ্কুর বসের ঘরে ঢুকল।

তিন

“এত দেরি হল কেন অঙ্কুর?”

অঙ্কুর অপরাধী গলায় বলল, “আটকে গিয়েছিলাম স্যার।”

দিবাকর বণিক ঠান্ডা গলায় বললেন, “বোসো।”

অঙ্কুর বসার পর দিবাকর বললেন, “তোমার সঙ্গে দুটো বিষয়ে কথা বলব। একটা অফিশিয়াল, একটা পার্সোনাল। কোনটা আগে বলব?”

অঙ্কুর বলল, “যেটা আপনি মনে করবেন।”

“অফিশিয়ালটাই বলি। আমার কাছে খবর এসেছে, সাউথ বেঙ্গলের মিউনিসিপ্যালিটি আর কর্পোরেশনগুলোর জন্য বড় একটা ফান্ড আসছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফান্ড। প্রজেক্টের নাম ‘ক্লিন ইয়োর লোকালিটি’। ‘পরিচ্ছন্ন পাড়া’ নাম দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি সেই টাকা খরচ করবে। বাড়ি, বস্তি, গলিঘুঁজির সব খাটা পায়খানা পাকা হবে। গণ-শৌচালয় বানানো হবে। হাইওয়ের পাশে পে টয়লেট হবে, স্টেশন, বাসস্ট্যান্ডেও। বুঝতেই পারছ কত টাকার ব্যাপার।”

অঙ্কুর বলল, “হ্যাঁ স্যার।”

দিবাকর বললেন, “আশা করি বাকিটাও বুঝতে পারছ?”

“পারছি স্যার।”

দিবাকর চাপা গলায় বললেন, “আয়রন অ্যান্ড রবার ওয়ার্কর্স-এর এটাই

BanglaBook.org

লাস্ট চান্স। শেষ সুযোগ। আমাদের বিরাট বিজ়নেস করে নিতে হবে। আমি জানি এখানে এবং বাইরেও এই কোম্পানিকে 'গুয়ের কোম্পানি' বলা হয়।"

অঙ্কুর তাড়াতাড়ি বলল, "না স্যার... আমি কখনও বলি না।"

দিবাকর বণিক অঙ্কুরের এই আপত্তি গ্রাহ্য করলেন না। বললেন, "অঙ্কুর, 'গুয়ের কোম্পানি' নামটা আমার ভালই লাগে। অন্তত একটা বিষয়ে আমরা হিট করতে পেরেছি। আমার তো মাঝে-মাঝে মনে হয় এই নামে কিছু প্রচারও করা যেতে পারত। ধরো, অফিসের সামনে একটা হোর্ডিং টাঙালাম। সেখানে লেখা থাকবে 'এখানে গু পরিষ্কারের পাইপ আছে।' তারপর ধরো, তোমরা যখন ক্লায়েন্টের কাছে যাবে, তখন সরাসরি গু রিপ্রেজ়েনটেটিভ হিসেবে পরিচয় দিলে। শুনতে খারাপ লাগলেও, এটাই করা উচিত। একে বলে বুলস আই হিট। নির্দিষ্টভাবে লক্ষ্যভেদ। সমস্যা কী জানো, আমরা সত্যি কথা বলতে পারি না। সত্যি কথা পছন্দও করি না। সমাজও মানে না। অফিসে বসে সহকর্মীর পরিবারে কে আত্মহত্যা করল, কে আবার বিয়ে করল, তাই নিয়ে গুজুর-গুজুর করি। কিন্তু নিজে 'গুয়ের পাইপ বেচি', এ কথা বলতে লজ্জা পাই।"

অঙ্কুর বলল, "না, না স্যার ঠিক আছে। মানুষের তো কৌতূহল থাকবেই। এখন অনেক কমে গিয়েছে।"

দিবাকর বললেন, "গেলেই ভাল। ওসব থাক। তোমাকে এই 'ক্লিন ইয়োর লোকালিটি' প্রজেক্টের দায়িত্ব নিতে হবে অঙ্কুর। অর্ডার ধরতে হবে। নেতা, মন্ত্রী, অফিসার, সরকার, বিরোধী, যাকে প্রয়োজন তাকে ধরতে হবে।"

অঙ্কুর বলল, "চেষ্টা করব।"

"চেষ্টা করব বললে হবে না। কাজ করে দেখাতে হবে। আমি ইচ্ছে করলে কাজটা সুমাল্য, সুমিত্র বা রোহনকে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি দেব না। ওরা তোমার চেয়ে চালাক-চতুর। এক্সপিরিয়েন্সও বেশি। তার পরেও দেব না। কারণ, তোমার মধ্যে একটা সহজ, বোকা ভাব আছে। এটা কাজে লাগাতে হবে।"

অঙ্কুর চুপ করে রইল। বসের এটাই অদ্ভুত ব্যাপার। মায়া-মমতাও দেখাবেন, আবার সামনে বসে থাকা মানুষটাকে অনায়াসে 'বোকা'ও বলে

BanglaBook.org

দেবেন। এতে লোকে রেগে যায়। ঘর থেকে বেরিয়ে গালি দেয়। কিন্তু তাতে বসের কিছু এসে যায় না। তবে অঙ্কুর আজ রাগল না। আজ তার খুশি, রাগ কিছুই ভাল হচ্ছে না।

"স্যার আমি ট্রাই করব। আমি এতদিন ডিস্ট্রিবিউটর, বিল্ডারস্, ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে গিয়ে জিনিস বেচছি। অফিসার, নেতা, মন্ত্রীদের তো মিট করিনি। এবার করব।"

দিবাকর বণিক খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বললেন, "আমার যুক্তি বলছে, কাজটা তুমি পারবে না। এরা সব হার্ড নাট। এদের ম্যানেজ করা যে সে ব্যাপার নয়। তার জন্য যতটা খারাপ হতে হয়, তুমি ততটা নও। খারাপ হওয়ার মতো যোগ্যতাও তোমার নেই। এটাকে তুমি কমপ্লিমেন্ট হিসেবে নিয়ো না। এটা চরিত্রের একটা উইক সাইড। খারাপ হওয়াটাও একটা চারিত্রিক গুণ। যাই হোক, তার পরেও আমার ইনটিউশন বলছে তোমাকে দিয়ে কাজটা চেষ্টা করা উচিত। বিজ়নেসে যুক্তির চেয়ে ইনটিউশনকে কোনও-কোনও সময় বেশি গুরুত্ব দিতে হয়। ফেল করলে মেনে নিতে হবে। আমিও মেনে নেব। তোমাকে ব্যাড বুকে পাঠাব। প্রোমোশন, কমিশন, ইনক্রিমেন্ট বন্ধ থাকবে। তুমি তখন বাইরে গিয়ে আমাকে গালি দেবে। বলবে, 'গুয়ের কোম্পানি গুয়ের বস,' তাই তো?"

অঙ্কুর বলল, "কী যে বলছেন স্যার।"

গম্ভীর মুখে দিবাকর বললেন, "ঠিকই বলছি। তাতে আমার কিছু এসে যায় না।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে দিবাকর বললেন, "এবার পার্সোনাল কথায় আসি। অঙ্কুর, এটা তুমি চেষ্টা করছি বলতে পারবে না। তোমায় বলতে হবে, পারবে।"

"বলুন স্যার।"

"আজ রাতে তুমি আমার বাড়িতে খাবে। অফিস থেকে আমার সঙ্গেই চলে যাবে।"

অঙ্কুরের মাথায় বাজ পড়ল। আজ সে ক্লান্ত। যতটা না শরীরে, তার চেয়ে অনেক বেশি মনে। এরকমটাই বোধহয় ঘটে। উদ্বেগে একটা সময়ের পর ক্লান্তি মনে চেপে বসে। শরীরের ক্লান্তি তাও সামলে নেওয়া যায়, কিন্তু মনের ক্লান্তি সামলানো যায় না। ইচ্ছে করে, লম্বা ঘুমের মধ্যে চলে যাই।

BanglaBook.org

"স্যার আজই? অন্য কোনও দিন হয় না?"

দিবাকর বণিক অসন্তুষ্ট গলায় বললেন, "না আজই। আজ আমার মেয়ের জন্মদিন। অন্য কোনও দিন কী করে হবে? বাইরের কাউকে বলিনি। বলিও না। বাইশ বছরের মেয়ের জন্মদিন বলে কিছু হয় না। শুধু তোমাকেই নেমন্তন্ন করলাম। আমার অনেকদিন থেকে ইচ্ছে, তোমাকে একবার বাড়িতে নিয়ে যাই। কেন ইচ্ছে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না। মানুষ তার সব ইচ্ছের কারণ জানে না।"

অঙ্কুরের অবাক লাগল। কী অদ্ভুত মানুষ দিবাকর বণিক। ব্যাবসা করার জন্য সর্বক্ষণ নানারকম ফন্দি আঁটছে, অফিসসুদ্ধু লোককে ধমকধামক দিচ্ছে, টাকাপয়সা, ছুটিছাটা চাইলে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে, একটু আগে তাকে মুখের উপর 'বোকা' বলল। এখন একেবারে আলাদা! সে বিড়বিড় করে বলল, "স্যার টুনু বাড়িতে না খেয়ে বসে থাকবে। ওকে তো কিছুই জানাইনি।"

টেবিলের ল্যান্ডফোনটা ঘুরিয়ে দিবাকর বললেন, "নাও, বোনকে ফোন করো। বলো, সে যেন রাতে খেয়ে না নেয়। তোমার জন্য অপেক্ষা করে। তার খাবার নিয়ে তুমি ফিরবে। চিন্তা নেই, দশটার আগেই গাড়ি তোমাকে বাড়িতে নামিয়ে দেবে।"

অঙ্কুর অসহায় ভঙ্গিতে ফোনের দিকে হাত বাড়াল। এর পর আর 'না' বলা যায়?

চার

"বাড়িতে একা থাকতে তোমার ভয় করে না টুনু?"

"আগে করত। এখন করে না। তবে বইয়ে পড়েছি, ভয় একটা বৃত্তাকার পথে চলে। একবার যায় আর ফিরে আসে। আমার বেলাতেও নিশ্চয়ই তাই হবে। ভয় ফিরে আসবে।"

"বাঃ টুনু তুমি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারো।"

"এটা আমি আমার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি। আমার মা খুব সুন্দর কথা বলতেন। মায়ের কাছ থেকে আমি দুটো জিনিস পেয়েছি। না, দুটো নয়, তিনটে। মায়ের রূপ, মায়ের বুদ্ধি আর... না থাক, বলব না।"

BanglaBook.org

"সে কী! আমাকেও বলবে না?"

"না, তোমাকেও বলব না।"

"আচ্ছা তবে থাক। টুনু তুমি আগে ভয় পেতে কেন?"

"মা যখন গলায় ফাঁস দিল, আমি তখন ছোট ছিলাম। নানারকম আজগুবি চিন্তা হত। বাড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেতাম। মায়ের পায়ের আওয়াজ।"

"তুমি একজন লেখাপড়া করা, বুদ্ধিমতী মেয়ে হয়েও এসব বিশ্বাস করো? মারা যাওয়ার পর কেউ ঘরে হেঁটে বেড়াতে পারে?"

"পারে না। আমি ছোটবেলাতেও জানতাম, 'পারে না। কিন্তু সমস্যাটা তো ছিল অন্য জায়গায়। আমার মনে হত মা মারা যায়নি।"

"কীভাবে ভয় কাটল তোমার? বড় হয়ে?"

"বড় হতে-হতে তো বটেই। তার চেয়েও বড় কথা অভ্যেসে। একা থাকাটা অভ্যেস হয়ে গেল। একা থাকা মানে তো শুধু বাইরে একা থাকা নয়। ভিতরেও একা থাকা। তখন তেরো বছর বয়স। ওই বয়সে একটা মেয়ের কাছে মা যে সব তা নিশ্চয়ই তুমি জানো। পড়ার স্কুলে, নাচের স্কুলে, পাড়ায় যতই তোমার বন্ধু থাকুক, মা ছাড়া তোমার চলবে না। তার উপর আমার দাদা ছিল আমার চেয়ে অনেকটা বড়। কাছাকাছি বয়সের দিদি বা বোন থাকলে না হয় কথা ছিল। কিন্তু দাদার সঙ্গে ভাব আমার পরে হয়েছে। মা মারা যাওয়ার পর ধীরে-ধীরে। ফলে মা'র কাছেই যত গল্প, বায়না, মান অভিমান করতাম। মা আমাকে অতিরিক্ত ভালবাসত। তখন অতটা বুঝতাম না, এখন মনে হয়। সম্ভবত আমি মায়ের বেশি বয়েসের সন্তান বলে। আমাকে মোটেও বকাঝকা করত না। মনে আছে, একবারই শুধু কঠিন শাস্তি দিয়েছিল।'

'কেন? কী করেছিলে?'

'দুষ্টুমি করেছিলাম। বিছানায় জল ঢেলে দিঘি বানিয়েছিলাম। মা বারণ করেছিল, শুনিনি। সেই বিছানা দিঘিতে সাঁতারও কেটেছি।'

বাঃ! ভারী মজার দুষ্টুমি তো। তারপর কী হল? মা পিটুনি দিয়েছিল?'

'মা আমাকে কোনওদিন মারধর করেনি। দু'দিন আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিল। এটাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি। স্কুলের গল্প, টিচারদের গল্প, বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া ভাবের গল্প কার সঙ্গে করব? পেট ফেটে

BanglaBook.org

যাওয়ার জোগাড়। আমি তো কেঁদেকেটে একসা। এখন ভাবলে হাসি পায়। আশাকরি বুঝতেই পারছ মা আমার কাছে কতটা জরুরি ছিল। তাই মুশকিলে পড়েছিলাম, প্রথমদিন শরীর খারাপের সময়। মা মারা যাওয়ার অল্প কিছু পরের ঘটনা। বাথরুমে অত রক্ত দেখে প্রথমে অবাক, তারপর ভয় পেয়ে গেলাম। সব মেয়েই পায়। তাদের পাশে মা, বোন, দিদি থাকে। আমার পাশে তো কেউ ছিল না। নিজেকে শিখতে হয়েছে।'

"মায়ের ওপর তোমার রাগ হয় না টুনু? এরকমভাবে তোমাকে ছেড়ে চলে গেল।"

"হয়। খুব হয়। মনে হয়, মা স্বার্থপরের মতো কাজ করেছে। দাদা বোঝায়। মা তো নিজের ইচ্ছেতে এই কাজ করেছে। নিশ্চয়ই ভাল বুঝেছিল। পরে অবশ্য অন্যরকম জেনেছি।"

"পরে কী জেনেছিলে?"

"বলব না।"

"বলতে হবে না। আচ্ছা, তোমার মা কেন সুইসাইড করেছে, তুমি জানো?"

"হ্যাঁ জানি।"

"জানো? কী কারণ?"

"বলব না। এখন যাও, আর তোমাকে ভাল লাগছে না।"

দিব্যাঙ্গনা তার পড়ার টেবিলে বসে আছে। সামনে রাখা বইখাতা বন্ধ। সে পড়ার বই খুলে কখনও অন্য কথা ভাবে না। শুধুই পড়ে। আবার যখন অন্য কথা ভাবে, তখন বইখাতা বন্ধ রাখে। এতক্ষণ দিব্যাঙ্গনা পড়ছিল না। টুনুর সঙ্গে কথা বলছিল। ভিতরের টুনু। এটা তার একটা খেলা। ভিতরে আর একটা টুনুকে এনে হাজির করে। তারপর গল্প করে। বেশিরভাগই প্রশ্ন-উত্তর। এই খেলা যে তার সবসময় ভাল লাগে এমন নয়, বরং কোনও-কোনও সময় খারাপই লাগে। ভিতরের টুনু এমন সব কথা বলে, প্রশ্ন করে যে, রাগ হয়। তখন তাকে কঠিন উত্তর দিতে হয়। সেই উত্তর দিতে তার ভাল লাগে না। কান্না পায়। খেলা শেষে কাঁদেও। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করে আর কোনওদিন এই খেলা খেলবে না। ভিতরের টুনুকে কখনও কথা বলতে দেবে না। কিন্তু দিব্যাঙ্গনা নিজেকে ঠেকাতে পারে না। ভিতরের টুনু আবার হাজির

BanglaBook.org

হয়, তার সঙ্গে কথা বলে। বিরক্ত করে, ঝগড়া করে, আবার ভালওবাসে। দুটো মানুষই যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

এই অদ্ভুত খেলাটা শুরু হয়েছে মা মারা যাওয়ার ষোলো দিনের মাথায়। তখন সবাই পুরুলিয়ায়। জায়গাটার নাম মনে নেই, শুধু মনে আছে বাবার বন্ধুর বাড়িটা ছিল শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে। একতলা বাড়ির ছাদে উঠলে দূরে ছায়ার মতো পাহাড় আর জঙ্গল দেখা যেত। বিকেলবেলা পাঁচিলে হেলান দিয়ে বসে দিব্যাঙ্গনা সেই ধূসর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকত। একদিন ওইভাবে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মায়ের জন্য খুব মন কেমন করতে লাগল। কান্না পেল। নিঃশব্দে কাঁদছিল দিব্যাঙ্গনা। আর ঠিক এমন সময়ই কে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে ডাক দিয়েছিল, "অ্যাই টুনু, অ্যাই।"

চমকে উঠেছিল দিব্যাঙ্গনা, গলাটা যেন চেনা ঠেকছে! ছোটো মেয়ে কোনও। মেয়েটা আবার ডাকল।

"টুনু আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

দিব্যাঙ্গনা এবার গলা চিনতে পারল। এ তার নিজের গলা। অবাক হল ভীষণ!

"বাইরে কোথায় খুঁজছ? আমি তো তোমার ভিতরের মানুষ। ভিতরের টুনু।"

ছোটো দিব্যাঙ্গনা সেদিন ভেবেছিল, বাঃ মজার ব্যাপার তো! সে নিজে টুনু, তার ভিতরের একটা টুনু আছে নাকি? এমনটাও হয়?

"চিনতে পেরেছ?"

দিব্যাঙ্গনা থতমত খেয়েই বলে, "মনে হচ্ছে পেরেছি।"

ভিতরে টুনু বলল, "ব্যস তা হলেই হবে। এসো টুনু আমরা গল্প করি। আমি তোমার বন্ধু। এবার থেকে একলা থাকলে আমায় ডেকে নেবে।"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "তোমার সঙ্গে গল্প করব কী করে? তোমাকে তো দেখতেই পাচ্ছি না।"

ভিতরের টুনু মনে হল সামান্য হাসল। "না দেখলে বুঝি গল্প করা যায় না? আমি আর তুমি মনে-মনে গল্প করব। কেউ শুনতে পাবে না। তোমার সব গোপন কথা আমাকে বলবে।"

দিব্যাঙ্গনা মজা পেল। ছোটো ছিল বলেই নিজের কল্পনা দিয়ে তৈরি করা

BanglaBook.org

ভিতরের টুনুকে সেদিন তার সত্যি বলে ভাবতে ভাল লেগেছিল। ঠিক ভাল নয়, কেমন যেন একটা ঘোরের মতো।

"তোমাকে আমি আমার সব কথা বলব কেন?"

ভিতরের টুনু বলল, "তোমার বলবার মতো আর কেউ নেই বলে। তুমি কি তোমার মায়ের জন্য কাঁদছ?"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "হ্যাঁ। মন কেমন করছে।"

ভিতরের টুনু বলল, "আচ্ছা কাঁদো। মন কেমন করলে কাঁদতে হয়।"

এটাই সবচেয়ে ভাল লেগেছিল দিব্যাঙ্গনার। মা মারা যাওয়ার পর, যতবারই সে কান্নাকাটি করেছে, কেউ না কেউ তাকে শান্ত হতে বলেছে। এই প্রথম একজন কেউ তাকে কাঁদতে বলল। যতই হোক সে কল্পনার। এরপর থেকে ভিতরের টুনু রয়েই গেল। আজ এত বড় হয়েছে, আজও তাকে ছাড়তে পারেনি দিব্যাঙ্গনা। তবে আজকাল ভিতরের মেয়েটার সঙ্গে কথা বললে মন খারাপ হয়ে যায়। তার মতো মেয়েটাও বড় হয়েছে। অনেক বিশ্রী প্রশ্ন সামনে টেনে আনে। তার মধ্যে মারাত্মক প্রশ্নগুলো দেবার্ঘ স্যারকে নিয়ে। খুব লজ্জা করে। আবার না শুনে পারেও না।

"টুনু তুমি দেবার্ঘ্য স্যারকে ভালবাসো কেন?"

'উনি খুব ভাল বলে। কী সুন্দর করে আমাদের পার্টিকল ফিজিক্স পড়ান। আমাদের ক্লাসের অনেকেই তাঁকে পছন্দ করে।"

ভিতরের টুনু মুচকি হেসে বলে, "আমি পছন্দ করার কথা বলিনি টুনু, আমি ভালবাসার কথা বলেছি।"

দিব্যাঙ্গনা লজ্জা পায়। বলে, "মোটেও না। ওসব কিছু নয়।"

"আচ্ছা মেনে নিচ্ছি। তা হলে ওঁর যেদিন ক্লাস থাকে, ঝড়-জল, শরীর খারাপ থাকলেও, তুমি কলেজে যাও কেন? কেউ তোমাকে আটকাতে পারে না! গত মাসে তোমার পা মচকে গিয়েছিল। তোমার দাদার চাপে তুমি এক্স-রে করিয়েছিলে। ডাক্তারও দেখানো হল। ডাক্তারবাবু রেস্ট নিতে বললেন। তুমি পরদিন কলেজে ছুটলে। সবাই জানে, সেদিন নাকি তোমার জরুরি নোটস নেওয়ার ছিল। কিন্তু কারণটা তো দেবার্ঘ্যস্যার। কেন? গত সপ্তাহে ছুটির পর বিকেলে কলেজ গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলে কাকে দেখার জন্য? আচ্ছা এগুলো না হয় তেমন কিছু নয়। এবার বলো তো টুনু, মাঝে-মাঝে তুমি বেশি রাতে স্যারের বাড়ির ল্যান্ডফোনে ডায়াল করো কেন?

BanglaBook.org

কেউ ফোন ধরলেই তো ফোন কেটে দাও। শুধু স্যার ধরলে চুপ করে কানে রিসিভার ধরে রাখো। কেন?”

দিব্যাঙ্গনার চোখ মুখ লাল হয়ে যায়। বলে, “আমাকে কেন এসব জিজ্ঞেস করছ?’

ভিতরের টুনু হেসে বলে, “বোঝার চেষ্টা করছি দেবার্ঘ্য স্যারের প্রতি তোমার পছন্দটা ঠিক কতখানি?”

“কেন? স্যারকে কি ভাল লাগতে নেই? সব ভাল লাগাকেই ভালবাসার চোখে দেখতে হবে?”

টুনু বলল, “স্যারকে কেন, সবাইকে ভাল লাগার অধিকার আছে। একজন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, সুদর্শন মানুষকে তোমার মতো মেয়ের ভাল লাগাটাই স্বাভাবিক টুনু। স্যারের তো বয়সও বেশি নয়। কত হবে, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ? সে যাই হোক, মানুষটাকে দেখতে সত্যিই সুন্দর। প্রেমে পড়ার মতোই। এলোমেলো চুল, হালকা দাড়ি। চোখ দুটো মনে হয় একটু মায়া-মায়া। তাই না? দেখলে মনে হয় ফিজ়িক্স পড়ানোর মাস্টার নয়, কবিতা লেখে। চোখগুলো যেমন মায়াভরা, তেমন আবার বুদ্ধিতে জ্বলজ্বল করছে।”

দিব্যাঙ্গনার শুনতে ভাল লাগে। তারপরেও বিরক্তির ভান দেখিয়ে বলে, “আমাকে এসব বলবে না।”

কিন্তু ভিতরের টুনু বলে চলে, “সমস্যাটা কী জানো? এই প্রেমে সুখ নেই, শুধুই কষ্ট। তোমার স্যার তোমার প্রেমের কথা কিছু জানেন না। ভবিষ্যতেও কোনওদিন জানবেন কিনা সন্দেহ। জানলেই বা কী? তিনি তো বিবাহিত! তাঁর একজন সুন্দর বউ আর ফুটফুটে মেয়ে আছে।”

আজও টুনুর জন্য মন খারাপ হয়ে গেল। মন ঠিক করার জন্য দিব্যাঙ্গনা সামনের রাখা ম্যাথেমেটিক্যাল ফিজ়িক্সের বইটা খুলে ফেলল। কয়েকটা প্রবলেম দেখে নেবে। অঙ্কগুলো তার জানা। তারপরেও আর একবার ঝালাই করে নিচ্ছে। নিজের জন্য নয়, করছে তিয়াসার জন্য। একটু পরে তিয়াসা আসবে অঙ্কগুলো শিখতে। ক্লাসে ফিজ়িক্সের প্রবলেম সমাধানে দিব্যাঙ্গনা এক নম্বর।

তিয়াসা দিব্যাঙ্গনার বন্ধু। প্রিয় বন্ধু? না, এই বয়সে এসে আর ‘প্রিয়’ কথাটা বলা যায় না। অন্তত দিব্যাঙ্গনার মতো মেয়ের জন্য তো নয়ই। দিব্যাঙ্গনার হাজার একটা বন্ধু নেই যে, তার মধ্যে ভাগাভাগি করবে। বলা

BanglaBook.org

উচিত, তিয়াসার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বেশি। দু'জনেরই দু'জনকে পছন্দ। তিয়াসার চরিত্র একেবারে ভিন্ন। ফিজিক্সের মতো কঠিন বিষয় নিলেও, লেখাপড়া মোটেই করতে চায় না। শেষপর্যন্ত অনার্স রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ। ছটফটে, চঞ্চল এই মেয়ের প্রিয় বিষয় সিনেমা, সাজগোজ আর প্রেম। এই তিন কাজের মধ্যে মিথ্যে বলা, ক্লাস ফাঁকি দেওয়া, টিউশন ফি চুরি করার মতো অপরাধ অতি অনায়াসে সে করতে পারে এবং নিয়মিত করেও থাকে। মা একটি স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। অত্যধিক রাগী। মেয়েকে কড়া শাসনে রাখেন। এত বয়স হয়েছে, তারপরেও নাকি মারধর করেন। তিয়াসা সেই শাসনের ভালই 'জবাব' দেয়। এই মেয়ের সঙ্গে দিব্যাঙ্গনার গাঢ় বন্ধুত্ব হওয়াটা একটা রহস্যের ব্যাপার। সে তিয়াসার মতো লেখাপড়ায় ফাঁকিবাজ নয়। সাজগোজের বালাই নেই। তিয়াসা বলে, "বুঝলি একেই বলে অলওয়েজ় অপোজ়িট অ্যাট্রাক্টস।"

দিব্যাঙ্গনা হেসে বলে "তাই নাকি!"

তিয়াসা বলে, "অবশ্যই। তুই ভাল, আমি খারাপ। তুই ফার্স্ট আমি ফেল। তুই শান্ত আমি চঞ্চল। আমাদের দু'জনের চরিত্র দু'মেরুর বলেই আমাদের এত বন্ধুত্ব।"

হয়তো তাই। কিন্তু দিব্যাঙ্গনা এত কিছু ভাবে না। তিয়াসা তার বন্ধু এটাই যথেষ্ট। বন্ধু হওয়ার পিছনে আবার কারণ লাগে নাকি? মেয়েটার সোজাসাপটা ফুর্তিবাজ জীবন তার ভাল লাগে। মেয়েটার মধ্যে এক ধরনের ম্যাচিয়োরিটি পায় দিব্যাঙ্গনা। এই বয়সের আর পাঁচটা মেয়ের তুলনায় অনেক পরিণত। সে নিজেও তাই। কঠিন পরিস্থিতি তাকে বয়সের তুলনায় বড় করে দিয়েছে। যদিও তিয়াসা নিজের শখ আহ্লাদের জন্য যেসব অন্যায়গুলো করে, তাতে তার সায় নেই। কিন্তু মজা আছে। যারা ভাল, তাদের মনের মধ্যেও কি অন্যায়ের প্রতি এক ধরনের চাপা আকর্ষণ থাকে? থাকে মনে হয়। তিয়াসাই একথা বলেছে।

"কলেজের ক্লাস কেটে একদিন সিনেমা দেখবি। দারুণ লাগে। এক টিকিটে ডবল উত্তেজনা।"

দিব্যাঙ্গনা অবাক হয়ে বলেছিল, "ডবল উত্তেজনা! সেটা কীরকম?"

"বাঃ, ডবল নয়? সিনেমার উত্তেজনা প্লাস ক্লাস কাটার উত্তেজনা। একদিন চল, নিজেই বুঝতে পারবি।"

BanglaBook.org

দিব্যাঙ্গনা হাত নেড়ে বলেছিল, "যা ভাগ। আমাকেও খারাপ করার প্ল্যান করছিস।"

তিয়াসা বলেছিল, "ভেগেই তো আছি। আমি কি ভালর দলে ঢুকতে পেরেছি? চল, ফুচকা খাই। নাকি খারাপ মেয়ের সঙ্গে ফুচকা খাওয়াও বারণ?"

তিয়াসা ছাড়া আর কোনও বন্ধুকে বাড়িতে অ্যালাও করে না দিব্যাঙ্গনা। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর দাদা একদিন বলেছিল, "বাড়িতে সবসময় গোমড়া মুখে বসে থাকিস আর বই পড়িস। বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যেতে পারিস তো টুনু।"

দিব্যাঙ্গনা বলেছিল, "কোথায় যাব? আমার রাস্তায় ঘুরতে ভাল লাগে না।"

দাদা বোনের চুল ঘেঁটে বলেছিল, "আচ্ছা, তা হলে বন্ধুদের বাড়িতে ডেকে নে। দুপুরে বাড়িতে তো কেউ থাকে না। গল্পগুজব, গান-টান করবি। কম্পিউটারে সিনেমা দেখবি। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আমার। একদিন লাঞ্চে ডাক। বেশ পিকনিকের মতো হবে।"

দিব্যাঙ্গনা বলেছিল, "বাড়িতে পিকনিক! খেপেছিস? দাদা তুই তো জানিস, হই-হট্টগোল আমার ভাল লাগে না। আমি একা আছি, এই ভাল। আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।"

তারপরেও একরকম জোর করেই কয়েকজন এসেছিল। বেশি নয়, জনা চার-পাঁচ। লিডার ছিল অপালা। সে পরীক্ষার পর পালা করে বন্ধুদের বাড়িতে হানা দিচ্ছিল। এই হানার মূল উদ্দেশ্য ভালমন্দ খাওয়াদাওয়া। মেয়েটা খেতে ভালবাসে। একটু গল্প করার পর দিব্যাঙ্গনা বলেছিল, "তোরা বোস, আমি চট করে স্নানটা সেরে আসি। তারপর খেতে বসব।"

দিব্যাঙ্গনা বাথরুমে ঢুকতে অপালা বাকিদের ফিসফিস করে বলেছিল, "চল এই ফাঁকে ঘরটা দেখে আসি।"

"কোন ঘর?"

অপালা গলা নামিয়ে বলেছিল, "যে-ঘরে দিব্যাঙ্গনার মা গলায় দড়ি দিয়েছিল।"

কয়েকজন বলেছিল, "ওরে বাবা, আমাদের ভয় করবে।"

"দুর। দিনদুপুরে ভয় পাওয়ার কী আছে? মাসিমা তো ভূত হয়ে আমাদের গলা টিপে ধরবে না।"

BanglaBook.org

"দিব্যাঙ্গনা যদি বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে?"

অপালা উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "এই তো গেল। খানিকটা সময় তো লাগবেই। তার মধ্যে দেখা হয়ে যাবে।"

"কিন্তু কোন ঘরটা বুঝব কী করে?"

"আমার মনে হয় ডাইনিং রুমের পাশের বড় ঘরটা। জল খেতে যাওয়ার সময় দেখলাম দরজায় তালা। ফাঁক রয়েছে। ওখান দিয়ে উঁকি মারব।"

মেয়েরা আর দেরি করেনি। পা টিপে বেডরুমে গিয়েছিল। তালা দেওয়া দরজার ফাঁক দিয়ে একজন করে উঁকিও মেরেছিল। হঠাৎ-ই অপালা চিৎকার করে ওঠে, "ভূত-ভূত! ওই তো মাসিমা খাটে বসে!"

নিমেষে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। দু'দিন পরেই সব জেনে ফেলে দিব্যাঙ্গনা। নিষ্ঠুর মজা করেছে বন্ধুরা। মাকে ভূত হিসেবে দেখেছে। একা ঘরে বসে কান্নাকাটি করেছিল খানিকটা। প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর কোনওদিন কোনও বন্ধুকে বাড়িতে আনবে না। অনেকদিন আনেওনি। নামী কলেজে ঢোকার পর তিয়াসাই সেই প্রতিজ্ঞা ভেঙেছে। তার সঙ্গে ভাব হয়েছে খুব। তিয়াসা গায়ে পড়ে ভাব করেছে। একদিন অফ টাইমে ধরল। ফাঁকা ক্লাসে বসে বই পড়ছিল দিব্যাঙ্গনা।

"তুমি একা-একা থাকো কেন?"

দিব্যাঙ্গনা অবাক হয়ে বলেছিল, "একা কোথায়! ক্লাসে তো এত ছেলেমেয়ে। সবার সঙ্গেই বসি।"

তিয়াসা ঠোঁট সরু করেছিল, "পড়াশোনায় ভাল বলে অহংকার?"

মেয়েটার কথা বলার ভঙ্গি দেখে দিব্যাঙ্গনা হেসে ফেলেছিল, "একটুখানি তো বটে।"

"গুড। স্পষ্ট কথা। স্পষ্ট কথা আমার ভাল লাগে। আমারও অহংকার আছে। লাস্ট হই বলে অহংকার।"

"লাস্ট হওয়ার মধ্যে কীসের অহংকার," দিব্যাঙ্গনার প্রশ্ন ছিল।

"বাঃ, অহংকার হবে না? ভাল কলেজে পড়ি। বাবা অফিসার, মা টিচার। তারা শনিবার করে থিয়েটার দেখতে যায়, রবিবার করে বাড়িতে সাহিত্যচর্চার আসর বসায়। আমাকে নিয়ে তাদের কত আশা। গাদাখানেক কোচিং টিউশনের ব্যবস্থা করেছে। জানো, রোজ সকালে আমাদের বাড়িতে লো ভলিউমে রবীন্দ্রসংগীত বাজে, 'আমার মুক্তি আলোয়-আলোয়...'। আর আমি যাতে

BanglaBook.org

চলকে না পড়ি, তার জন্য হাজারটা রেস্ট্রিকশন। চলকে পড়া কী বলো তো? কাপ থেকে যেমন চা চলকে পড়ে, সেরকম। শিক্ষা রুচি, সংস্কৃতি, অভিজাত পরিবার থেকে যেন মেয়ে চলকে না পড়ে," এত পর্যন্ত বলে দম নিতে থেমেছিল তিয়াসা। তারপর বলেছিল, "এত আশা, এত বাধা, এত চাপ, এত নজরদারির পরেও যে লাস্ট হতে পারি, সেটা কি কম? কোনও ক্রেডিট নেই?"

কথা শেষ করে মেয়েটা আরও জোরে হেসে উঠেছিল। হাসতে-হাসতে সম্বোধন পালটে বলেছিল, "ওরে লাস্ট হওয়া কি মুখের কথা রে পাগল?"

দিব্যাঙ্গনা মেয়েটাকে পছন্দ করে ফেলেছিল। বুঝেছিল, আর যাই হোক এই মেয়ের বুদ্ধি খুব। মনটা খোলামেলা। 'ভাল'দের মতো মিনমিনে নয়। 'বড়' হওয়ার জন্য যারা 'ছোট' কাজ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না, তাদের মতোও মন্দ নয় মোটে। খুব দ্রুত তিয়াসার সঙ্গে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। ছুটিছাটা থাকলে মাঝে-মাঝেই চলে আসে। কখনও ফোন করে বা মেসেজ পাঠিয়ে জানায়। কখনও আবার তাও জানায় না। দুম করে এসে বলে, "কিছু খেতে দে দিব্যাঙ্গনা। খুব খিদে পেয়েছে মাইরি।"

দিব্যাঙ্গনা প্রথম কয়েকবার তার এই দুমদাম আসাটা আটকাতে গিয়েছিল। পারেনি। তিয়াসা বলেছিল, "তোর সমস্যাটা কী? তোকে তো আমি বিরক্ত করতে যাচ্ছি না। তুই গুড গার্ল, তুই তোর মতো লেখাপড়া করবি। আমি ব্যাড গার্ল, নিজের মতো থাকব।"

দিব্যাঙ্গনা হেসে ফেলে বলেছিল, "ব্যাড গার্ল কী করে?"

"যা ইচ্ছে তাই করে। তোর কী? মোবাইলে ব্যাড গান শোনে, ব্যাড বয়দের সঙ্গে চ্যাট করে, ব্যাড মুভি দেখে। তোর কোনও সমস্যা আছে? সমস্যা যদি থাকে তো থাকুক, আমি তোর বাড়ি যাবই।"

দিব্যাঙ্গনা বোঝে এই মেয়েকে ঠেকানো যাবে না। হাসতে-হাসতে বলে, "চলে আয়। হোম ডেলিভারি থেকে ফোন করে খাবার আনিয়ে নিচ্ছি।"

তিয়াসা বলে, "প্লিজ় তোকে আনতে হবে না। তোর খাবার মানে গুড গার্ল মার্কা খাবার। মাছের ঝোল, শুক্তো, পাঁপড়, চাটনি। আমার চলবে না। আমি বিরিয়ানি নিয়ে ঢুকব।"

তিয়াসার এই হইচই ভাল লেগে গেল দিব্যাঙ্গনার। সবচেয়ে বড় কথা

BanglaBook.org

মেয়েটা কখনও মায়ের সুইসাইড, বাবার আবার বিয়ে করে বাড়ি থেকে চলে যাওয়া নিয়ে কৌতূহল দেখায় না। ঘনিষ্ঠতার একটা পর্যায়ে দিব্যাঙ্গনা নিজে থেকেই বলেছিল, "মায়ের ফোটো দেখে তো প্রণাম করলি তিয়াসা। আমার মা কীভাবে মারা গিয়েছে জানিস? নিশ্চয়ই জানিস। ক্লাসের মেয়েদের কাছ থেকে শুনেছিস..."

তিয়াসা নির্লিপ্তভাবে বলেছিল, "শুনেছি অল্পস্বল্প। কিন্তু তাতে আমার কিছু এসে যায় না। মানুষ যেভাবেই মারা যাক, সেটা দুঃখের।"

দিব্যাঙ্গনা মলিন হেসে বলেছিল, "এই ধরনের মৃত্যু নিয়ে মানুষ আলোচনা করতে পছন্দ করে। গসিপ করে। আমি ছোটবেলা থেকে প্রশ্নে-প্রশ্নে পাগল হয়ে যেতাম। একটাই কথা, 'তোর মা কেন মরল?' আরে বাবা, মা কি আমার সঙ্গে কথা বলে মরেছে?"

তিয়াসা বলল, "নিশ্চয়ই ভদ্রলোকেরাই এই ধরনের প্রশ্ন বেশি করেছে?"

"আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, স্কুলের বন্ধু, দিদিমণিদের ভদ্রলোক ছাড়া আর কী বলব?"

তিয়াসা আড়মোড়া ভেঙে বলেছিল, "কেন? ছোটলোক বলবি। ছোটলোক বলতে তোর সমস্যা কোথায়? আমি হলে কাঁচা খিস্তি দিতাম। ভদ্রলোক, ছোটোলোক কোনওটাই বলতাম না, বলতাম আপনি একটা বাল। আপনারা সব বালের লোক। আমার মা কীভাবে মরেছে, কীভাবে বেঁচেছে, তাতে আপনার কী? আপনার কী ছেঁড়া যাবে? ছোট একটা মেয়ের মুখে বাল শুনলে কী হত বল তো? ভদ্রলোকরা অজ্ঞান হয়ে যেত। দ্বিতীয়দিন আর তোর ধারেকাছে ঘেঁষত না। যদিও তোর মুখে এসব স্ল্যাং মানায় না।"

দিব্যাঙ্গনা নিস্তেজ গলায় বলেছিল, "আমার মুখে কিছুই মানায় না। শুধু তো মায়ের সুইসাইড নয় তিয়াসা, আমার বাবাও আবার বিয়ে করেছে।"

সেদিন তিয়াসা চেয়ারে বসে আধখানা মুখ ঘুরিয়ে কথা বলছিল। এবার পুরো ঘুরে বসল। দিব্যাঙ্গনার চিবুকে হাত রেখে দিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বলেছিল, "অ্যাই শোন, অনেকক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করেছিস। এবার থাম। মেসোমশাই আবার বিয়ে করেছেন, বেশ করেছেন। ওঁর ইচ্ছে হয়েছে, বিয়ে করেছেন। বিয়ে না করে এদিক ওদিক করে বেড়ালে ভাল লাগত? উনি বুক ফুলিয়ে বিয়ে করেছেন, আর তুই লজ্জায় মরে যাচ্ছিস? ছিঃ! এই সব কথা আমাকে

BanglaBook.org

বলতে আসিস না টুনু। আমি অনেক একটা বিয়ে করা ভদ্রলোক দেখেছি। মেয়েমানুষ দেখলেই বুকে হাত দেওয়ার জন্য ছোঁক-ছোঁক করে। বয়স, সম্পর্ক বিচার করে না। বন্ধুর মেয়ে, তার পিঠেও হাত দিচ্ছে।"

এরপরেও এই মেয়েকে পছন্দ না করে উপায় আছে?

আজ খানিক আগে ফোন করেছিল। ফিজ়িক্সের অঙ্ক বুঝতে হবে। পড়া বুঝতে সে আগেও বেশ কয়েকবার এসেছে। ফাঁকিবাজ হলে কী হবে, মাথা খুব পরিষ্কার। যে-কোনও কঠিন জিনিস চট করে বুঝে ফেলে। দিব্যাঙ্গনা অবাক হয়ে বলে, "তুই চাইলেই তো সব বুঝতে পারিস। মন দিয়ে লেখাপড়া করিস না কেন তিয়াসা?"

তিয়াসার গলা নির্লিপ্ত, "ইচ্ছে করে না।"

"তুই পড়, ঠিক ভাল রেজ়াল্ট করবি।"

"ওই জন্যই তো করি না। আমি ভাল রেজ়াল্ট করলে তোদের মতো মেয়েদের কী হবে? ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরবি। আমার তো সাজগোজ, স্কুল পালানো, সিনেমা, বয়ফ্রেন্ড সব আছে। তোদের জীবনে ভাল রেজ়াল্ট ছাড়া কিছুই নেই। সেটাও যদি কেড়ে নিই, জলে পড়ে যাবি তো।"

তিয়াসা এল আধঘণ্টা পর। ঘরে ঢুকেই কাঁধের ভারী ব্যাগটা ছুড়ে ফেলল ডেস্কে। মাথায় বাঁধা ব্যান্ডটাকে খুলে দিল এক টানে। খাটের উপর শুয়ে পড়ল ধপাস করে।

দিব্যাঙ্গনা অবাক হয়ে বলল, "কী রে শুয়ে পড়লি যে বড়!"

সাদা টপ আর জিন্‌স পরা তিয়াসাকে বিধ্বস্ত লাগছে। মেয়েটাকে দেখতে সুন্দর। গায়ের রং ফরসা। ফ্যাটফ্যাটে ফরসা নয়, উজ্জ্বল ফরসা। চোখে মুখে টলটলে ভাব। হাসলে দু'গালে হালকা টোল পড়ে। চুল কাঁধ পর্যন্ত কিন্তু ঘন। কলেজে মেকআপ করুক বা না করুক, কিন্তু অন্য সময় সাজগোজের মধ্যেই থাকে। কলেজের ফাংশন-টাংশন থাকলে সবাই ওকে দেখে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। আজও অল্প সাজগোজ করেছে। তারপরেও কেমন যেন লাগছে। চোখের নীচে কালি।

দিব্যাঙ্গনা আবার বলল, "কী রে পড়বি তো?"

তিয়াসা চিত হয়ে শুয়ে রইল চোখ বুজে। দিব্যাঙ্গনা নরম গলায় বলল, "কী হয়েছে রে?"

BanglaBook.org

তিয়াসা বলল, "কিছু হয়নি। আমার পড়তে ভাল লাগছে না। তুই পড়।"

দিব্যাঙ্গনা চোখ পাকিয়ে বলল, "বাঃ! তোর জন্য প্রবলেমগুলো সব ঝালিয়ে রাখলাম, এখন বলছিস পড়বি না? আমাকে ফালতু খাটালি?"

"ভালই তো, তোর রিভিশন হয়ে গেল। এতদিন ফার্স্ট হতিস, এবার ফার্স্টেরও উপরে থাকবি।"

দিব্যাঙ্গনা রেগে গেল, "বাজে কথা বলিস না। উঠে আয়। প্রবলেমগুলো বুঝে নে। এগুলো খুব দরকারি।"

তিয়াসা উঠে বসল। হাত তুলে ছোট চুলে খোপা বাঁধতে-বাঁধতে বলল, "আমি ক'টা দিন তোর এখানে থাকব রে টুনু।"

দিব্যাঙ্গনা হেসে বলল, "আচ্ছা থাকিস।"

তিয়াসা থমথমে গলায় বলল, "আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি। আমি আর কোনওদিনই বাড়ি ফিরব না। তোর এখানে থেকে বাইরে কোথাও একটা অ্যারেঞ্জ করব। তারপর পাকাপাকিভাবে চলে যাব। তুই আমাকে থাকতে দে।"

দিব্যাঙ্গনা আবার হেসে বলল, "আমিও ইয়ার্কি করছি না। থাক না যতদিন খুশি। বাড়িতে কী হয়েছে, ঝগড়া?"

তিয়াসা একথার জবাব না দিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ল। বলল, "আমি স্নান করে একটু শোব। তোয়ালে, সাবান আর ঘরে পরার জামা কাপড় দে। আমি কিছু আনিনি। এই ঘেমোগুলো কেচে দিচ্ছি।"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "আচ্ছা তাই হবে। তোকে কিছু কাচতে হবে না। বাথরুমে ফেলে রাখ। পরে দেখা যাবে।"

আলমারি থেকে কাচা তোয়ালে, নিজের পায়জামা, টি-শার্ট বের করে আনল দিব্যাঙ্গনা। বলল, "নে ধর। বাথরুমে নতুন সাবান রাখা আছে। কিন্তু কী হল, সেটা তো বলবি।"

তিয়াসা এবারও কোনও জবাব না দিয়ে বাথরুমে চলে গেল। এই বাড়ির সবই তার চেনা। দিব্যাঙ্গনা চুপ করে বসে রইল। একটা ঝিম ধরা দুপুর। এই ঘরটার পাশেই রাস্তার ওপর একটা আকাশমণি গাছ রয়েছে। সেখানে নানারকম পাখি এসে বসে। ডাকাডাকি করে। এখন একটা ঘুঘু ডাকছে। কলকাতা হলেও এদিকটা ফাঁকা-ফাঁকা। কারও-কারও বাড়িতে বাগান আছে।

BanglaBook.org

বাবা যখন বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিয়েছিল, তখনও বিয়ে হয়নি। বাবা তখন যুবক। প্রথমে ঠিক করেছিল, বাড়ির সামনে একটা বাগান থাকবে। ছোট বাগান। মাপ নিয়ে দেখা গেল, বাগান করতে গেলে ঘর কমে যাবে। বাবা রাজি হয়নি। পরে মা খুব বলত। আফশোস করত। এমনকী ওরা দু' ভাই-বোনও শুনেছে।

"ঘর না হয় একটা কমই হত। তা বলে বাড়িতে একটু বাগান থাকবে না? দোতলা করার পর ঘর তো এমনিই বেড়ে যাবে। ইস, নিজের হাতে বাগান করার আমার কী শখ!"

হয়তো মায়ের শখ মেটাতেই বাইরের আকাশমণি ঝাপসা হয়ে ঝুঁকে পড়েছে ঘরের উপর। গাছটার জন্য ঘরে বসেই প্রকৃতিকে অনেকটা বোঝা যায়। হাওয়া বেশি দিলে ডালপালা নিয়ে হইহই করে ওঠে। ঝড় হলে ভয়ও করে, ভেঙে পড়বে না তো? বৃষ্টিতে গাছের পাতায় ঝপঝপ করে জল পড়ে। টুনু যে কতবার বাজনার মতো একটানা এই আওয়াজ শুনতে-শুনতে ঘুমিয়েছে! শীতের সময় বাতাস বইলে শন-শন করে আওয়াজ হয়। কোনও-কোনওদিন জানলা দিয়ে গাছটার দিকে এমনিই তাকিয়ে থাকে টুনু।

মন ফেরাল দিব্যাঙ্গনা। তিয়াসা যে বাড়িতে রাগারাগি করে এসেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন কী হল যে, একেবারে বাড়ি ফিরবেই না বলছে? অবশ্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে তো সবসময় রাগ লাগে না। তার বাবারই লাগেনি। বাবা গিয়েছিল খুব শান্তভাবে। একদিন রাতে ছেলেমেয়েকে ড্রইংরুমে ডেকে পাঠিয়েছিলেন অমরনাথ,

"বসো। তোমাদের একটা কথা বলতে ডেকেছি।"

দিব্যাঙ্গনার একটুও বসার ইচ্ছে ছিল না। তার পড়া বাকি। কিন্তু তার পরেও বসেছিল। অঙ্কুর হাতে অফিসের কাগজ নিয়েই দাঁড়িয়েছিল।

অমরনাথ বলেছিলেন, "কথাটা কঠিন। ভেবেছিলাম যতদিন সম্ভব চেপে রাখব। কিন্তু পরে বুঝলাম, কাজটা ঠিক হবে না। তোমরা যদি বাইরে থেকে জানো, তা হলে আঘাত পাবে।"

"কী বলছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না," অঙ্কুর বলেছিল।

অমরনাথ বলেছিলেন, "তোমরা কি আমার সম্পর্কে বাইরে কিছু শুনেছ?"

দিব্যাঙ্গনা মাথা নেড়ে অস্ফুটে বলেছিল, "কই না তো! কী শুনব?"

BanglaBook.org

কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। সে শুনেছে। ক্লাসের মেয়েরাই বলেছে। অপালা আর সৌমী। তারা নাকি বাবাকে একজন মহিলার সঙ্গে দেখেছে। একজন না আলাদা-আলাদা করে দু'জন, সেটা বলা কঠিন। দু'জন তো একসঙ্গে দেখেনি। তবে দু'জনই টুনুকে রিপোর্ট করেছে। অপালা দেখেছে শপিংমলে। সৌমী গাড়িতে। অপালা চোখ বড় করে বলেছিল, "হ্যাঁরে, তোদের আত্মীয়া-টাত্মীয়া কেউ? মেসোমশাইকে দেখলাম শাড়ি বেছে দিচ্ছেন। মা-ই প্রথম দেখাল। আমার কনুইয়ে টিপে দেখাল, 'হ্যাঁরে অপা, দিব্যাঙ্গনার বাবা না?'"

সৌমী বলেছিল মাসখানেক পরে। সে পার্কস্ট্রিট মোড়ে বাবার সঙ্গে গাড়িতে করে যাচ্ছিল। তখনই দেখে ট্র্যাফিক সিগনালে পাশে দাঁড়ানো একটা ট্যাক্সির পিছনের সিটে দিব্যাঙ্গনার বাবা একজন মহিলার সঙ্গে হাত নেড়ে কথা বলছে। সৌমী মহিলার পোশাক, চেহারার বর্ণনাও দিয়েছিল। ওই বয়সের কৌতূহল... দিব্যাঙ্গনা সেবারও বুঝতে পারেনি। মনে হয়েছিল, বাবাকে কোনও মহিলার সঙ্গে দেখা গেলে কী হয়েছে।

অমরনাথবাবু একটু চুপ করে থেকে সেন্টার-টেবিলে রাখা ক'টা কাগজ এলোমেলোভাবে সরাতে-সরাতে বলেছিলেন, "বাইরে যখন আমার সম্পর্কে কিছু শোনোনি, তখন তো ভালই। আমি নিজেই বলি। অঙ্কুর যথেষ্ট বড় হয়েছে। টুনুও বড় হচ্ছে। তাকে বুঝতে হবে... আমি আবার বিয়ে করছি।"

কথাটা শুনে অঙ্কুর, দিব্যাঙ্গনা এতটাই অবাক হয়েছিল যে, কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারিনি। দিব্যাঙ্গনা শুধু ডান হাতটা মুঠো করে ফেলেছিল। মায়েরা মৃত্যুর খবরেও তার একইরকম হয়েছিল। হাত মুঠো হয়ে গিয়েছিল।

অমরনাথ কৈফিয়ত দেওয়ার ঢঙে নিচু গলায় বলছিলেন, "তোমাদের মা মারা যাওয়ার পর আমি এক ধরনের অস্থিরতার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলাম। এরকম দুর্ঘটনার পর বহু পুরুষমানুষই এই সমস্যায় পড়ে। ডাক্তার বলেন, 'আপনি বন্ধু খুঁজে নিন। স্মৃতি, বিশেষ করে ভয়ংকর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা এক ধরনের শাস্তি। প্রপার বন্ধু পেলে আপনি এই অস্থিরতা থেকে বেরিয়ে আসবেন।' আমি এই অ্যাডভাইসে বিশ্বাস করিনি। ভেবেছিলাম, নতুন করে আমার বন্ধু কে হবে? আর হলেও কোনও লাভ হবে না। অদ্ভুত ব্যাপার,

BanglaBook.org

আমাকে বন্ধু খুঁজতে হয়নি। মেধা নামের এক মহিলার সঙ্গে আমার হঠাৎই আলাপ হয়। সেই আলাপ বাড়ে। সে আমাকে দুঃসহ স্মৃতি থেকে অনেকটা বের করে এনেছে। একটা সময় মনে হয়, এখানেই থেমে যাই। পরক্ষণেই মনে হয়, তা হলে মেধার সঙ্গে বঞ্চনা করা হবে। আবার মনে হল, এই ভাবেই সম্পর্কটা চলুক। নতুন করে বিয়ে-টিয়ের প্রয়োজন কী? কথা হয়, দেখা হয়। এই যথেষ্ট। এরকমই চলতে থাকুক। তখন আবার তোমাদের কথা মনে পড়ল। বাবা একজন মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছে, এই খবর যখন তোমরা জানবে, তোমাদের খারাপ লাগবে।"

দিব্যাঙ্গনা শান্তভাবে বলেছিল, "বাবা আমি কি এবার উঠতে পারি? নেক্সট উইকে আমার পরীক্ষা।"

অমরনাথবাবু অপরাধীর গলায় বলেছিলেন, "আর একটু মা। আমি বুঝলাম, বিয়ে করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই। সেটাই একমাত্র পথ। সবার জন্যই ভাল। কাউকেই ফাঁকি দেওয়া হল না, গোপন করাও হল না। আমি যদি মেধার কাছ থেকে সরে যেতাম তা হলে নিজেকে ফাঁকি দিতাম। আর গোপনে বিয়ে করলে তোমাদের। জানতে পারলে, তোমরা লজ্জার মধ্যে পড়তে। এমনিতেই তোমাদের মায়ের জন্য তোমাদের অনেক অশান্তি, অপমান সহ্য করতে হয়েছে। সব ভেবেই আমি আবার বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই সপ্তাহে আমরা রেজিস্ট্রি করছি।

"এত কথা বলছ কেন? তুমি যা বুঝেছ, করেছ," এবার কথা বলে উঠেছিল অঙ্কুর।

অমরনাথ খানিকটা অসহায় ভঙ্গিতে বলেছিলেন, "তুই রাগ করলি?"

"আমি রাগ করব কেন?"

"আমি জানি করছিস। বাবা নতুন বিয়ে করছে শুনলে পৃথিবীর কোনও সন্তানই খুশি হয় না।"

দিব্যাঙ্গনা অল্প হেসে বলেছিল, "বাবা, সন্তানদের সম্পর্কে তোমার ধারণা সবসময় ঠিক না-ও হতে পারে।"

অমরনাথ বলেছিলেন, "এই তো তোর রাগের কথা।"

দিব্যাঙ্গনা বলেছিল, "বাবা এই বিষয়টা নিয়ে আর কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না। আমার পড়া বাকি আছে। শুধু একটাই কথা, ইনি এ বাড়িতে কবে আসবেন? আমার পরীক্ষার আগে না পরে?"

BanglaBook.org

অমরনাথবাবু শুকনো হেসে বলেছিলেন, "চিন্তা নেই টুনু, তোমার পড়াশোনার কোনও সমস্যা হবে না। মেধা এবাড়িতে কখনওই আসবে না। এই বাড়ি তোমাদের যেমন ছিল, তেমনই থাকবে। তোমার আর তোমাদের মায়ের বাড়ি।"

"মানে!"

অমরনাথবাবুর গলায় এবার যেন খানিকটা স্বস্তি, "মেধাকে এবাড়িতে আমি আনব না। সে-ও আসতে চায় না। আমরা থাকার আলাদা ব্যবস্থা করব।'

"সে কী!"

অমরনাথ নরম গলায় বলেছিলেন, "সেটাই তো ভাল। সবার জন্য ভাল। তোমাদের অসুবিধে হবে? আমি মাঝে-মাঝে আসব। খবর নেব।"

সেদিন রাতে শোওয়ার পর ভিতরের টুনু এল।

"কী টুনু, মনখারাপ?"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "হ্যাঁ মন খারাপ। মা চলে গিয়েছে, এবার বাবাও চলে যাবে।"

"মন খারাপ হওয়ারই কথা। তবে তোমার বাবা কিন্তু ঠিক কাজই করেছেন। বন্ধু খুঁজে নিয়েছেন। বাকি জীবনটা একা থাকবার থেকে একজন বন্ধুর সঙ্গে থাকা অনেক ভাল।"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "একা কেন থাকবে? আমরা তো আছি।"

"দুর বোকা, তোমরা কি সারাজীবন থাকবে? তোমার দাদার বিয়ে হবে, তোমার একদিন বিয়ে হবে।"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "আমি বিয়ে করব না। বিয়ে খুব খারাপ।"

ভিতরের টুনু হেসে বলল, "অমন কথা সবাই বলে।"

"বাবা অন্যায় করল। নিজের কথা ভাবল। আমাদের কথা ভাবল না।'

ভিতরের টুনু বলল, "কেউ কারও কথা ভাবে না টুনু। তোমার মা তোমার কথা ভেবেছে? সেও তো তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। যায়নি?"

"ঠিকই। সবাই স্বার্থপর।"

দিব্যাঙ্গনা কাঁদতে থাকে। ভিতরের টুনু ফিসফিস করে বলে, "কাঁদো টুনু, কাঁদো। তোমাকে কাঁদতে-কাঁদতে বড় হতে হবে।"

নিজের দরজা বন্ধ করে কান্নাকাটি যাই হোক, বাবার বাড়ি ছাড়ার সময় রাগারাগি কিছু হয়নি। বাবা কাজটা করেছেও ধাপে-ধাপে।

BanglaBook.org

পাড়া-প্রতিবেশী, কাজের লোক চট করে বুঝতে পারেনি। প্রথমে একরাত, তারপর দু'রাত, তারপর এক সপ্তাহ রাতে ফেরেননি। সবাই জেনেছিল, অফিসের কাজে বাইরে ঘুরতে হচ্ছে। কৌতূহল কমে গেল। যখন আসল ঘটনা সামনে এল, তখন সকলে অনেকটা ধাতস্থ হয়ে গিয়েছে। যদিও অমরনাথ চৌধুরীর বেলায় 'পুরোপুরি বেরিয়ে গিয়েছে' বলাটাও ঠিক নয়। সপ্তাহে রবিবার করে আসেন। সকালের চা এই বাড়িতেই খান। গোটা দিনটা থাকেন। বাড়ির কাজকর্ম সারেন। জলের কল, দরজার লক, ইলেকট্রিক সুইচ, জানলার ভাঙা কাচ মেরামতের ব্যবস্থা করেন। বাজার-টাজার কী আছে, খোঁজ নেন। বাড়ি ছাড়ার সময় বলেছিলেন ফিক্সড সুদ থেকেই রোজকার খরচখরচা হয়ে যাবে। দরকার হলে বাকিটা দিয়ে দেওয়া যাবে। তিনমাসও এই ব্যবস্থা মানা হয়নি। নিজেই মানেননি। মাস পড়লে যেখানে যা পেমেন্ট বাকি থাকে, সেগুলো মিটিয়ে দেন। টুনুর টিউশন ফি, ইলেকট্রিক বিল, দুধ, লন্ড্রি, জমাদার, কাজের লোকেদের বেতন... খবরের কাগজ পড়েন। টিভিতে নিউজ় শোনেন। দুপুরে ভাত খেয়ে খানিকটা ঘুমোন। শান্ত স্বাভাবিক। কে বলবে, মানুষটার আরও একটা সংসার আছে!

টাকাপয়সার ব্যাপারে অঙ্কুর আপত্তি করেছিল। ঠান্ডাভাবেই বলেছিল, "এসব তো তোমার দেওয়ার কথা নয়। ব্যাঙ্কের সুদ থেকেই সামলানো যাবে। তারপর আমি রোজগার করছি।"

অমরনাথ মাথা নিচু করে খামের উপর নাম লিখতে-লিখতে বলেছিলেন, "ওরকম একটা কথা বলেছিলাম ঠিকই, কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, জমানো টাকায় হাত দেওয়ার দরকার নেই। ওটা টুনুর বিয়ের জন্য তোলা থাক। আমি যতদিন পারছি, ততদিন তো দেখি।"

অঙ্কুর বলেছিল, "ঠিক আছে, জমানো টাকা টুনুর জন্য তোলা থাক। আমি না হয় আমারটা স্যালারি থেকে খরচ করব।"

অমরনাথ মুখ তুলে বলেছিলেন, "আমার টাকা নিতে তোমার ঘেন্না করছে?"

অঙ্কুর বলেছিল, "এসব কথা কেন বলছ? আমরা তো তোমার বাড়িতে আছি। ঘেন্নার কি প্রশ্ন ওঠে? তোমার যা খুশি তাই করবে।"

সেইদিন থেকে অমরনাথ নিজের মতোই টাকাপয়সার ব্যবস্থা করেছেন।

BanglaBook.org

অন্য কোনও বাড়ি হলে এই নিয়ে হয়তো গোলমাল পাকত। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। আলাদা সংসার করে চলে যাওয়া বাবার কাছ থেকে হাত পেতে নিজেদের খরচ নিতে অভিমান, রাগ, ঘেন্না সব হত। অঙ্কুর আর দিব্যাঙ্গনা ঠিক করেছে, বাবার বিষয়টা নিয়ে তারা কোনওরকম উত্তেজনা দেখাবে না। যেটুকু বিচলিতও হবে, তা মনের ভিতরেই থাকবে। এটা যে ভাই বোনে বসে আলোচনা করে ঠিক করেছে এমন নয়। নিজেরাই আলাদা ভাবে জেনে নিয়েছে যেন, এভাবেই চলতে হবে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মতো, শান্তিপূর্ণ আলাদা থাকা।

তিয়াসা বাথরুম থেকে বেরোল ভেজা চুলে। তার চেহারা বড়সড়। দিব্যাঙ্গনার টি-শার্ট গায়ে চেপে বসেছে! তিয়াসা তোয়ালে দিয়ে চুল ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, "টুনু, পাঞ্জাবি নেই? রিল্যাক্সড হয়ে ঘুমোনো যেত। অবশ্য তুই যদি কিছু মনে না করিস, জামা খুলেই ঘুমোতে পারি। গরমকালে বাড়িতে তো আমি সব খুলেই শুই। একদম নুড..."

তিয়াসার বলার কায়দায় দিব্যাঙ্গনা হেসে ফেলল। সত্যিই মেয়েটা অদ্ভুত। কথাবার্তা শুনলে কে বলবে এই মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

দিব্যাঙ্গনা বলল, "এটা তোমার বাড়ি নয় বাপু, আমার বাড়ি। এখানে এসব চলবে না।"

"কেন চলবে না? তোর বাড়িতে তো আরও সুবিধে। সবসময়ই জামাকাপড় খুলে ন্যাংটো থাকা যায়। কেউ নেই। ন্যাংটো হয়ে থেকে দেখেছিস কখনও?"

দিব্যাঙ্গনা কানে হাত চাপা দিয়ে চোখ মুখ কুঁচকে বলল, "উফ, অক্ষে কর। তুই থামবি? খালি খারাপ কথা।"

তিয়াসা এগিয়ে গিয়ে বন্ধুর থুতনি ছুঁয়ে বলল, "নেকু, খারাপ কথা! চোখমুখ এমন করেছেন, যেন জীবনে উনি কখনও জামাকাপড় খোলেননি। মারতে হয় এক চড়। স্নান করে কী পরে চাঁদু, হাউজকোট? শোন, বাড়িতে চান্স পেলেই জামাকাপড় ছাড়া থাকবি। নিজেকে ফ্রি মনে হবে। ফ্রি ফ্রম এভরিথিং। কোনও বন্ধন নেই। নারীত্বের বোকামি নেই। নো ফল্‌স সভ্যতা। মনে হবে, আমিই সব! আমি কাউকে ভয় পাই না।"

BanglaBook.org

দিব্যাঙ্গনা হাসতে-হাসতে বলল, "এক কাজ কর তিয়াসা। তুই বরং জঙ্গলে গিয়ে থাক।" তারপর চলে গেল পাঞ্জাবি আনতে।

দিব্যাঙ্গনার এনে দেওয়া পাঞ্জাবি হাতে নিয়ে তিয়াসা বলল, "এক মিনিট। একটা জিনিস তোকে দেখাই।" তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত হাতে টি-শার্ট খুলে ফেলল সে। খালি গা। চমকে উঠল দিব্যাঙ্গনা। মেয়েটার নগ্ন ফরসা পিঠে সরু-সরু লাল দাগ। লম্বা হয়ে নেমেছে।

"কী ভয়ংকর! কীসের দাগ?"

তিয়াসা বলল, "মারের। বেল্ট দিয়ে মার। মা কাল রাতে মেরেছে।"

দিব্যাঙ্গনার শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। এত বড় মেয়েকে বেল্ট দিয়ে মেরেছে! "কী বলছিস! মাসিমা...? বানিয়ে বলছিস?"

উলটো মুখ করে দাঁড়িয়েই তিয়াসা সামান্য হাসল। বলল, "বিশ্বাস হচ্ছে না তো? আমারও হচ্ছে না। সেই জন্যই আর বাড়িতে ফিরব না ঠিক করেছি।"

তিয়াসা পাঞ্জাবি পরতে গেলে দিব্যাঙ্গনা বলল, "দাঁড়া আমি ওষুধ লাগিয়ে দিই।"

তিয়াসা বলল, "ছেড়ে দে, কিছু লাগবে না। ঠিক হয়ে যাবে। জামা টামা পরতে গেলে লাগছে।"

দিব্যাঙ্গনা ধমক দিয়ে বলল, "চুপ কর। সব বিষয়ে পাকামি করবি না। জামা পরবি না।"

তিয়াসা খালি গায়ে খাটের উপর পা গুটিয়ে বসল। দিব্যাঙ্গনা টিউব থেকে ক্রিম বের করে লাগিয়ে দিতে লাগল সাবধানে। একেবারে কাঁধ পর্যন্ত রক্ত ফুটে উঠেছে।

"আমি ইচ্ছে করলে বেল্টটা মায়ের হাত থেকে কেড়ে নিতে পারতাম। চিৎকারও করতে পারতাম। কিছুই করিনি। চিৎকার করলে আশেপাশের বাড়িতে শুনত। আমাদের দু'জনের পক্ষেই লজ্জার হত। আর বেল্ট কাড়লে মা বুঝত না, কী অন্যায় সে করছে। পরে আক্রোশসও করতে পারবে না। তাই চুপ করে মার খেয়েছি।"

দিব্যাঙ্গনা ধীরে-ধীরে বলল, "ছি-ছি... এত বড় মেয়েকে এভাবে কেউ মারে!"

খালি গায়ে তিয়াসাকে অন্যরকম লাগছে। অন্যরকম সুন্দর। চওড়া কাঁধ,

BanglaBook.org

পিঠ হলেও, কোমর তত ভারী নয়। নগ্ন হাতদুটো কোলের উপর রাখা। রূপচর্চা করা শরীরে বেল্টের দাগ যেন তার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই সৌন্দর্য উগ্র নয়, মায়ায় মাখা। মেয়েটার জন্য দিব্যাঙ্গনার কষ্ট হল।

দিব্যাঙ্গনা বলল, "নিশ্চয় বড় কোনও অপরাধ করেছিস?"

তিয়াসা হেসে বলল, "হ্যাঁ বড় অপরাধ। বাকুদার সঙ্গে মোটরবাইকে যাচ্ছিলাম। মা স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখেছে। তবে তার চেয়েও বড় অপরাধ বাকুদাকে একেবারে চেপে ধরেছিলাম, যাকে বলে জাপটে। পিঠে বুক ঠেকিয়ে।"

তিয়াসা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরার ভঙ্গি করল। দিব্যাঙ্গনা বলল, "আচ্ছা হয়েছে। আর দেখাতে হবে না। বাকুদাটা কে?"

তিয়াসা কাঁধ নাচিয়ে বলল, "আমিও ঠিক জানি না। পাড়ার মস্তান-টস্তান হবে। আসলে মাসখানেকের বেশি তো কোনও ছেলের সঙ্গে থাকা হয় না, তাই পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাই না। মায়ের এটাও একটা আপত্তি। মাসদু'য়েক আগে আর একজনের সঙ্গে ট্যাক্সিতে দেখেছিল কিনা। কলেজের বন্ধু যে বলব, তার উপায় ছিল না। লোকটা বয়সে অনেক বড়।"

দিব্যাঙ্গনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এরপরেও মাসিমা রাগবে না?"

তিয়াসা নিঃসংকোচে শরীরটা আধখানা ঘুরিয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, "অবশ্যই রাগবে। তবে রাগার আরও কারণ আছে।"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "উফ্, আবার কী? থাক, আর শুনতে চাই না। আমার ভাল লাগছে না। ইস্, এই ঘা শুকোতে কত সময় নেবে বল তো! রক্ত জমে-জমে গিয়েছে। কেন এমন করিস তিয়াসা?"

তিয়াসা একথার উত্তর না দিয়ে বলল, "মা আসলে কেন রেগে গেল জানিস? ইন্টারেস্টিং কারণ। কেচ্ছা টাইপ। আমাদের বাড়িতে সৌম্যকাকু বলে এক ভদ্রলোক আসেন। বাবার বন্ধু। সাদা চুলের ষাট ছুঁই-ছুঁই বয়স। রবিবার-রবিবার বাড়িতে যে-ইন্টেলেকচুয়াল আড্ডা বসে, ভদ্রলোক সেখানে গান করেন। মায়ের প্রতি ভদ্রলোকের একটু ইন্টুমিন্টু আছে। হালকা শরীর খেলা চলে। মা-ও খেলে। সৌম্যকাকু অ্যালাও করেন।"

দিব্যাঙ্গনা কানে হাত দিয়ে বলে, "তুই থামবি তিয়াসা? ছি-ছি। নিজের মাকে নিয়ে..."

তিয়াসা পাত্তা দেয় না। বলতেই থাকে, "আমার নজর এড়ায়নি। লোকটা

BanglaBook.org

মায়ের কাঁধে, পিঠে হাত দেয়। আমি একবার হারমোনিয়ামের আড়ালে মায়ের হাত কচলাতেও দেখেছি।”

দিব্যাঙ্গনা বলে, “স্টপ ইট।”

তিয়াসা ডান হাত তুলে তর্জনী দেখিয়ে বলে, “আর একটুখানি। এক রবিবার আমি টিউশন করে বাড়িতে ঢুকতে যাব, বাবা-মায়ের গানের আসর সবে ভেঙেছে। দেখি সিঁড়ির মুখে সৌম্যকাকু। নীচে নামবেন। পিছনে মা একেবারে গায়ের উপর দাঁড়িয়ে গদগদ মুখে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে কী যেন বলছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে সরে গেলেন। কাল রাতে মা যখন আমার ঘরে দরজা বন্ধ করে রাগে হিসহিস করে বলল, ‘বাইরের একজন পুরুষ মানুষের গায়ে বুক ঠেকিয়ে যেতে তোর লজ্জা করল না? এই শিক্ষা তোকে আমি দিয়েছি? এরপর তো যার তার সঙ্গে শুয়ে পড়বি!’ আমি শান্তভাবে বললাম, ‘কেন মা? তুমিও তো সৌম্যকাকুর গায়ে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়াও। তুমিও কি ওর সঙ্গে শুয়ে পড়বে? ব্যস, মা দরজায় ঝোলানো বেল্ট টেনে আমাকে পেটাতে লাগল।”

কথা শেষ করে তিয়াসা খুব হাসতে লাগল। হাসতে-হাসতে একসময় ঝুঁকে মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদতে শুরু করল। দিব্যাঙ্গনা মাথায় হাত বোলানোর জন্য হাতটা বাড়িয়েও ফিরিয়ে নিল। মেয়েটা নিজের মতো কাঁদছে, কাঁদুক। দিব্যাঙ্গনা দরজা টেনে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাঁচ

দুপুরে অফিসেই মিনিটচল্লিশ বিশ্রাম নেন অমরনাথ চৌধুরী।

ঠিক বিশ্রাম নয়। ঝিম মেরে থাকেন। ডাক্তার বলেছে, ঝিম হলেই চলবে। ব্রেন আর নার্ভ রিল্যাক্সড রাখার জন্য। উত্তেজিতও না হওয়ার পরামর্শ আছে। অমরনাথ চেষ্টা করেন। ভাবনা বা উত্তেজনা নিজের হাতে নেই। প্রথম-প্রথম অসুবিধে হত। চোখ বুজলেই ব্যাবসার হাজার সমস্যা চোখের সামনে ভিড় করে আসত। সংসারের বিপর্যস্ত অবস্থা, স্ত্রীর মৃত্যু, ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ... এখন অনেকটা সামলেছেন। প্র্যাকটিসের মতো।

ঝিম বিশ্রামের জন্য অফিসের ঘরেই ব্যবস্থা আছে। সোফা টানলে ছোট

BanglaBook.org

ডিভান বেরিয়ে আসে। নীচের বক্সের ভিতর রাখা পাতলা বালিশ আর চাদরও। ঘরের বাইরে বলা আছে, এই সময় কেউ যেন বিরক্ত না করে। তিনটে মোবাইলের দুটো অফ থাকে। তৃতীয়টা ব্যক্তিগত। মেধা আর ছেলেমেয়েরা শুধু নম্বর জানে। মজার বিষয় হল, তিনজনের কেউই কখনও এতে ফোন করে না। ভিতর থেকে ছিটকিনি তোলা থাকে। পিয়ন দিনুকে বলা আছে ভয়ংকর এমার্জেন্সি না হলে ডাকা যাবে না।

আজ দিনু বন্ধ দরজায় টোকা দিয়ে চাপা গলায় ডাকল, "স্যার... স্যার।"

অমরবাবু ঝিমের বদলে হালকা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দিনুর টোকার আওয়াজে ঘুম ভেঙে ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। পুরো চল্লিশ মিনিট হয়নি, আধ ঘণ্টার সামান্য বেশি হবে। অমরনাথ ডিভান থেকে নেমে পায়ে চটি গলালেন। কয়েক পা এগিয়ে দরজার লক ঘোরাতে-ঘোরাতে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

দিনু চাপা এবং ভীত গলায় বলল, "স্যার, পুলিশ এসেছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। বললাম, 'স্যার বিশ্রাম নিচ্ছেন।' বলল, 'ঠিক আছে আমি অপেক্ষা করছি। বিশ্রাম নেওয়া হলে আমাকে বোলো।' লোকটা গেস্টরুমে বসে আছে।"

অমরনাথবাবু একটু যেন থমকালেন। বললেন, "চা জল দিয়েছিস?"

"জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, 'তোমার স্যারের সঙ্গে খাব।'"

অমরনাথবাবু আবার থমকালেন। তিনি দিনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। ঘরটা ঠিক করে ডেকে নিয়ে আয়। তুই ঘাবড়াচ্ছিস কেন?"

দিনু দ্রুত হাতে ডিভান গোছাতে-গোছাতে নিচু গলায় বলল, "পুলিশ খুব খারাপ হয় স্যার। ভয় লাগে।"

"বোকার মতো কথা বলিস না। তুই কি চোর ডাকাত? তোর কেন ভয় লাগবে?"

দিনু কাঁপা গলায় বলল, "চোর ডাকাত না হলেও ধরে নিয়ে যায়। আমার পাশের গ্রামের মাধবকে মিথ্যে ডাকাতির কেস ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বেচারি ভোলাভালা ছেলে। পুলিশ এমন পিটিয়েছিল দশ দিন ঠিকমতো বসে পায়খানা করতে পারেনি।"

অমরনাথ চাপা গলায় ধমক দিলেন, "চুপ কর। যা লোকটাকে ডেকে আন।"

BanglaBook.org

অমরনাথ নিজের টেবিল ঠিকঠাক করতে-করতে ভাবতে লাগলেন, পুলিশ কেন? টুনু, অঙ্কুরের কোনও সমস্যা হয়নি তো? তা ছাড়া পুলিশে জড়িয়ে পড়ার মতো বা কোনও ঝামেলা করার ছেলেমেয়ে ওরা নয়। তবে কি ব্যাবসার কোনও গোলমাল? হতে পারে। বিজ়নেসে মাঝে-মাঝে ঝামেলা হয়।

ইনস্পেক্টর বি সাহা চেয়ারে খানিকটা গুছিয়ে বসলেন। হাসি-হাসি মুখ। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "কাজের কথা পরে হবে। আগে এক কাপ চা খাব মিস্টার চৌধুরী। হালকা লিকার সঙ্গে হাফ চামচ চিনি। আর বলবেন, জলটা যেন গরম থাকে। চায়ের নেশা আছে, কিন্তু ঠান্ডা চা আমি মুখে তুলতে পারি না। আপনি তো আবাঁর চিনি খান না!"

ইনস্পেক্টরের এত সহজ ভঙ্গি অমরনাথকে সর্তক করল। পুলিশের হাসিতে ভোলার বয়স তাঁর পেরিয়ে গিয়েছে। তার উপর এই অফিসার একটু বেশি গায়ে পড়া। চোখে লাগছে। লোকটা কী চায়?

ইন্টারকম তুলে চায়ের কথা বললেন অমরনাথবাবু। তারপর মৃদু হেসে বললেন, "কেন? আমার তো সুগার নেই।"

ইনস্পেক্টর বি সাহা চোখ বড় করে অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "তাই নাকি! আপনি তো লাকি পার্সন। এই বয়সে সুগার ফ্রি মানুষ দেখা যায় না। তার উপর আপনার মতো যাঁরা টেনশনের মধ্যে থাকেন। আই মিন বিজ়নেসের টেনশন।"

অমরনাথবাবু বললেন, "তা একটু আছে। তবে ব্যাবসা তো ছোট। বেশি টেনশনের দরকার নেই।"

ইনস্পেক্টর মাথা নেড়ে বললেন, "একেবারে ছোট বলবেন না মিস্টার চৌধুরী। মার্বেল মোজ়াইকে এত বড় ডিলার কি ছোট ব্যাপার হল? পাশে আবার ট্রান্সপোর্ট আছে... মার্বেলটাই তো আপনার মূল ব্যাবসা, তাই না?"

অমরনাথবাবু নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি যা ভেবেছিলেন, লোকটা সেরকমই। হাসিখুশির ভান দেখিয়ে সহজ হওয়ার চেষ্টা করছে। আসলে পুলিশের মতোই। সব খবর নিয়ে এসেছে। বললেন, "সেকেন্ড হ্যান্ড, থার্ড হ্যান্ড গাড়ি কেনাবেচা করি। ওটা একটা বিজ়নেস হল? বন্ধ করে দিতাম, নেহাত চার-পাঁচটা ছেলে জড়িয়ে আছে, তাই চালিয়ে যাচ্ছি।"

BanglaBook.org

বি সাহা মাথা নেড়ে বললেন, "ওতে ঝামেলা বেশি, টেনশন বেশি। কোন গাড়িতে ডিসপিউট আছে, কোন গাড়ি ডাকাতির মামলায় ফেঁসে আছে, খবর রাখতে হয়। তাই তো বলছি, আপনার বিজ়নেসে টেনশন থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে আপনার চকচকে অফিসের মধ্যে এক ধরনের কর্পোরেট লুক আছে। আপনার এই ঘরটাও চমৎকার। আপনার মূল বিজ়নেসে তো টেনশন নেই।"

কথাটা ঠিক। অমরনাথের মূল ব্যাবসা মার্বেল ও মোজ়াইকের। কোম্পানির নাম 'চৌধুরী মার্বেল অ্যান্ড টাইল্‌স'। অফিসের পিছনেই অনেকটা জায়গা নিয়ে মূল গোডাউন। বছরদু'য়েক আগে বাইপাসের পাশে একটা শোরুম করা হয়েছে। বিজ়নেস চলেও ভাল। রিয়েল এস্টেটের ব্যাবসা যত বাড়ছে, এই ব্যাবসা তত সার্পোট পাচ্ছে। আগে ঘরবাড়িতে মার্বেল বসানো একধরনের বিলাসিতা ছিল। তবে টাকাপয়সা এলেও স্বামীর এই ব্যবসায় প্রতিমাদেবী খুশি ছিলেন না। বলতেন, "পাথর নিয়ে কারবার করতে-করতে তোমার মনটাই পাথরের মতো হয়ে গিয়েছে। সূক্ষ্ম কোনও জিনিস বোঝো না।"

অমরনাথ নিজেকে ডিফেন্ড করতে যেতেন, "পাথরে অনেক সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে প্রতিমা। ভিতরের স্টোনগুলো পালিশ হয়ে যখন বেরোয়, কত সুন্দর দেখায়..."

প্রতিমাদেবী বলতেন, "তোমার মতো পাথর মানুষের ভিতরে কোনও নকশা নেই। এই ক'দিন ঘর করেই বুঝেছি।"

অমরনাথ বলতেন, "ভিতরের জেল্লা বের করার জন্য কষ্ট করতে হয়। সেই চেষ্টা করেছ কখনও?"

প্রতিমাদেবী কখনও উঁচু গলায় স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করতেন না। ছেলেমেয়েকেও কখনও চিৎকার করে বকাঝকা করেননি। রাগ, অভিমান, কষ্ট... সবটাই ছিল তাঁর গোপনে। স্বামীর অভিযোগের উত্তরও দিতেন নিচু গলায়।

"চেষ্টা করার জন্যও সুযোগ দিতে হয়। সেই সুযোগ পেয়েছি? সন্তানের জন্ম দেওয়া ছাড়া তোমার কাছে আমার আর প্রয়োজন কী?"

অমরনাথবাবু ইনস্পেক্টরের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠিকই। মার্বেলের ব্যবসায় আমার টেনশন কম।"

BanglaBook.org

দিনু চা দিয়ে গেল। বি সাহা কাপে আলতো চুমুক দিয়ে বললেন, "একদম পারফেক্ট। অমরবাবু আপনার এই ছেলেটি তো দেখছি চা বানানোতে ওস্তাদ! বাই দ্য ওয়ে, আপনার বুটিক কেমন চলছে? ওখানে কি শুধু শাড়ি আর পোশাক পাওয়া যায়? নাকি অন্য কিছুও অ্যাড করেছেন?"

চায়ের কাপ হাতে ধরেই চশমার ফাঁক দিয়ে ইনস্পেক্টরের চোখের দিকে তাকালেন অমরবাবু। এই খবরটাও জেনে এসেছে!

বি সাহা চোখ নামিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "এখন তো বুটিক ইজ় আ ক্রেজ়। পাড়ায়-পাড়ায়, অলিতে-গলিতে বুটিক। আজকালকার মেয়েরা বুটিকের শাড়ি পোশাক বলতে তো পাগল! আমার মেয়েটাকেই দেখুন না, পারলে মাসে একবার করে বুটিকে হানা দেয়... আপনার বুটিকে কত জন কাজ করেন মিস্টার চৌধুরী?"

অমরনাথবাবু হাতের কাপ নামালেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। শান্তভাবে বললেন, "আপনি ভুল করছেন ইনস্পেক্টর, ওই বুটিক আমার নয়, আমার স্ত্রী মেধার। এই বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই। আমার স্ত্রী-ই দেখাশোনা করেন।"

কথাটা পুরো ঠিক নয়, আবার পুরো ভুলও নয়। 'মেধাজ় বুটিক' নামে এই শাড়ি, জামাকাপড়, জাঙ্ক জুয়েলারি, ব্যাগের বুটিক বিয়ের আগে থেকেই মেধা চালাচ্ছিল। তবে তখন এতটা বড় ছিল না। জিনিসও ছিল কম। এই বুটিকের সূত্র ধরেই মেধার সঙ্গে অমরনাথবাবুর পরিচয়। অমরনাথবাবুর মতো সাজপোশাক থেকে বহু দূরে থাকা মানুষের সঙ্গে এক বুটিক মালকিনের আলাপ হওয়াটা অদ্ভুত। প্রতিমাদেবীর মৃত্যুর আটমাস কেটে গিয়েছে তখন। দিব্যাঙ্গনা ছোট। ফলে তার সাজগোজের বালাই নেই। জামাকাপড় যেটুকু লাগে, অঙ্কুরই কিনে আনে। এরকম একটা সময় একদিন অফিসে এক মহিলা এলেন। খুব ব্যস্ততার মধ্যে ছিলেন অমরনাথ। সেদিন সকালেই দিল্লি রোডের উপর তাঁর একটা ট্রাক অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। একটা সাইকেলকে মেরেছে। জায়গাটা কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয়। সাইকেল চালাচ্ছিল স্কুলের একটা ছেলে। কাঁধে ব্যাগ ছিল। মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। সাইকেল দুমড়ে মুচড়ে গেলেও, ছেলেটার বেশি কিছু হয়নি। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই গুজব ছড়িয়ে পড়ে, ট্রাকের ধাক্কায় স্কুলের ছেলেটি মারা গিয়েছে। পাবলিক গেল খেপে। গাড়ি ভাঙচুর, রোড ব্লকেজ শুরু হয়।

BanglaBook.org

এদিকে অ্যাক্সিডেন্টের পরই ড্রাইভার, খালাসি গাড়ি ফেলে পালায়। ড্রাইভার কোনওরকমে কলকাতা অফিসে পৌঁছে যায়। সে-ই অমরনাথবাবুকে ঘটনা জানিয়েছে। এমন সময়ই রিসেপশন থেকে ইন্টারকমে ফোন করে জানায়, এক মহিলা দেখা করতে চায়। নাম বলেছে মেধা। মেধা নাগ। অমরনাথবাবু তেড়েফুঁড়ে ওঠেন, "আজ আর কারও সঙ্গে দেখা করব না।"

রিসেপশন থেকে বলে, "উনি বলছেন, জরুরি।"

অমরনাথবাবু বলেছিলেন, "কোনও জরুরি কথা শুনব না। আমি অনেক বেশি জরুরি কাজ করছি। পাথর কেনার ব্যাপার থাকলে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে বলো।"

আবার ইন্টারকম বাজে।

"কী হয়েছে সন্তোষ?"

"স্যার, মহিলা বলছেন, পাথর মোজ়াইক নয়, তিনি এসেছেন ম্যাডামের ব্যাপারে কথা বলতে। কথা বলেই চলে যাবেন।"

অমরনাথের ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল, "ম্যাডাম! কোন ম্যাডাম? প্রতিমা?"

সন্তোষ ভয়ে-ভয়ে বলেছিল, "হ্যাঁ স্যার।"

অমরনাথ থমকে গিয়েছিলেন। খানিকটা অন্যমনস্কভাবেই বলেছিলেন, "ওকে ঘরে নিয়ে এসো সন্তোষ।"

মেধা ঘরে এসেছিল। এইরকম এক বিরক্তি, দুশ্চিন্তার দিনে মেধার সঙ্গে দেখা হয়েছিল অমরনাথবাবুর। মেধার হাতে একটা কাগজের ব্যাগ ছিল।

"আমার নাম মেধা নাগ। খবর পেলাম আপনি খুবই ব্যস্ত, তারপরেও আপনার সঙ্গে দেখা করাটা আমাদের দু'জনের জন্যই খুব জরুরি। আশা করি আমার উপর বিরক্ত হবেন না।"

মহিলার কথার মধ্যে একধরনের সপ্রতিভ ব্যাপার ছিল। কত বয়স হবে? মহিলাদের বয়স বোঝা মুশকিল। কিন্তু একে দেখে অমরনাথবাবুর মনে হয়েছিল, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। চেহারা না মোটা, না রোগা। গায়ের রং ফরসা নয়, তবে চোখ মুখ উজ্জ্বল। অমরনাথবাবু বুঝেছিলেন, যেসব মানুষের ভিতরে তেজ আর দৃঢ়তা থাকে, তাদের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়। তার মেয়েটার মুখেও মাঝে-মাঝে এরকম আলো দেখতে পান। মেধার চোখ

BanglaBook.org

দুটো শান্ত। হালকা কাজল দেওয়ায় আরও শান্ত লাগছে। মাথায় খোঁপা। সব মিলিয়ে উপস্থিতিটাই অন্যরকম।

"বসুন।"

মেধা বলেছিল, "না বসব না। আমি আপনাকে এইটা দিতে এসেছি।"

কথা শেষ করে একটা বড়সড় কাগজের ব্যাগ এগিয়ে দিল। ব্যাগের গায়ে লেখা 'মেধাজ় বুটিক'।

অমরনাথ হাত বাড়িয়ে ব্যাগ নিয়ে অবাক হয়ে বলেছিলেন, "কী এটা?"

"এটা আপনার জিনিস। আমার কাছে অনেকদিন পড়েছিল। আমার একটা ছোটখাটো বুটিক আছে।"

অমরনাথ চৌধুরী তখন বুটিক ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তাঁর অবাক চোখ দেখে মেধা বলেছিল, "ওই মেয়েদের শাড়ি জামাকাপড়ের দোকান বলতে পারেন। ছেলেদের টি-শার্ট, পাঞ্জাবিও বানাই। আর্টিস্ট, কারিগর, সেলাইবোনার লোক দিয়ে কাস্টমারের পছন্দ মতো নকশা বানিয়ে দেওয়া হয়। আজ থেকে ঠিক ন' মাস আগে মিসেস চৌধুরী আমার বুটিকে এসেছিলেন। আমার এক পরিচিতর কাছ থেকে খবর পেয়ে। স্যাম্পেল দেখে একটা পাঞ্জাবির অর্ডার দিয়ে যান। গায়ে সুতোর কাজ করে দিতে হবে।"

অমরনাথবাবু নিচু গলায় বললেন, "ও। আপনি বসে কথা বললে আমি খুশি হব।"

মেধা বলেছিল, "আজ থাক, আপনি খুবই ব্যস্ত। আমি কথাটুকু বলে চলে যাই।"

"ঠিকই। কিন্তু তা-ও... আপনি অনুগ্রহ করে বসে বলুন।"

মেধা নাগ বসে ফের বলতে শুরু করেছিল, "আমরা সাধারণত অর্ডার নেওয়ার সময় ফুল দাম নিই। কিন্তু মিসেস চৌধুরীর অ্যামাউন্টটা খুব বড় ছিল না। দু'হাজার চারশো টাকার মতো। রেফারেন্সে এসেছিলেন বলে আরও দেড়শো টাকার মতো ডিসকাউন্ট পেতেন। মিসেস চৌধুরী জানান, ডিসকাউন্ট উনি নেবেন না। কাজটা ভাল হওয়া চাই এবং সময়মতো জিনিসটা পাওয়া গেলেই হবে। সামনের কোনও এক অনুষ্ঠানে উনি পাঞ্জাবিটা স্বামীকে উপহার দেবেন বলে ঠিক করেছেন। ডিসকাউন্ট নিতে রাজি না হওয়ায় মিসেস চৌধুরীকে আমার মনে ধরে যায়। এই ধরনের কাস্টমার রেয়ার। সুন্দর

BanglaBook.org

ব্যবহার করেছিলেন। দশ দিন পর সুতোর কাজ হয়ে কাপড়ও চলে আসে। আমরা আপনার মিসেসকে ফোন করে জানাই, জিনিসটা রেডি। উনি আসবেন জানান। কিন্তু তারপরেও এক মাস কেটে যায়। উনি আসেননি। আমিও ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার বুটিকের একটি মেয়ে খেয়াল করিয়ে দেয়। আমি সঙ্গে-সঙ্গে আবার ফোন করি। মোবাইল বন্ধ। পরের দু'-তিন মাসে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। লাভ হয়নি। উনি যে-ঠিকানাটা দিয়েছিলেন, সেটাও অসম্পূর্ণ। যেহেতু আমরা আগেই ফুল পেমেন্ট নিয়ে নিই, আমাদের তো একটা দায়িত্ব এসে যায়। তা ছাড়া উনি প্রেজেন্ট করার জন্য একটা জিনিস নিয়েছিলেন...”

অমরনাথবাবু খানিকটা ঘোরের মধ্যেই বলেছিলেন, “আমার ঠিকানা পেলেন কী করে?”

“সামান্য একটা পাঞ্জাবি নিয়ে আমি হয়তো বেশি বলছি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আপনাকে জানানো প্রয়োজন।”

“চা খাবেন?”

মেধা মাথা নাড়ে, “না, আমি চা খাই না। তা ছাড়া আজ ঠিক চা খাওয়ার দিন নয়।”

কথাটা অমরনাথের ভাল লেগেছিল। বলেছিলেন, “আচ্ছা ঠিক আছে, পরে যদি কোনওদিন সুযোগ হয়, দেখা যাবে।”

মেধা বলতেই থাকল, “কয়েকমাস আগে আমার সেই পরিচিত আমার বুটিকে এসেছিলেন। তাঁকে দেখে আমার পাঞ্জাবির কথা মনে পড়ে যায়। জিজ্ঞেস করি, মিসেস চৌধুরী ফোনের নম্বর বদলেছেন কি না। উনি ঘটনাটার কথা বলেন। ওঁর কাছ থেকেই আপনার বাড়ি এবং অফিসের ঠিকানা পাই। আমি ওঁকে অনুরোধ করেছিলাম, জিনিসটা যদি পৌঁছে দেওয়া যায়। উনি রাজি হননি। ভেবেছিলাম, কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু মনে হল সেটাও ভাল দেখাবে না। অনেক আনক্লেম্‌ড জিনিস দোকানে থাকে। ফলে সমস্যাটা হয়তো মিটে যেত। কিন্তু আমাকে বুটিকটা বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। আর কয়েকদিন মাত্র। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, নিজে এসে জিনিসটা দিয়ে যাব। সেটাই আজ দিয়ে গেলাম।”

অমরনাথবাবু কী বলবেন, ঠিক বুঝতে পারেননি। মেধা নাগ উঠে পড়েছিল।

BanglaBook.org

গোটা ব্যাপারটা এতটাই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, অমরনাথবাবু কেমন যেন হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রতিমা তাঁর জন্য পাঞ্জাবি বানাতে দিয়েছিল! এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাঁর এবং ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়ের ব্যবস্থা প্রতিমাই করত। কিন্তু কোন অকেশনে দেবে বলে ভেবেছিল প্রতিমা? জন্মদিন? তখন তো জন্মদিন ছিল না! নাকি ছিল? অমরনাথ মনে করার চেষ্টা করেন। মনে পড়ে না। গুলিয়ে যায়। তবে কি বিবাহবার্ষিকী? সেও তো ঘটনার দিনসাতেক আগে ছিল! বাইরে কোথাও খেতে যাওয়ার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত খুব মাথা ধরেছে বলে প্রতিমাই বাতিল করে।

মেধা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন অমরনাথবাবু। অথচ সেই সময় অফিসে যা পরিস্থিতি, তাতে এক মুর্হূতও চুপ করে বসে থাকার নয়।

দু'দিন পরই অমরনাথ চৌধুরী 'মেধাজ় বুটিক'-এ পৌঁছে গিয়েছিলেন। পাঞ্জাবির প্যাকেট থেকে ঠিকানা পেতে সমস্যা হয়নি। মেধা নাগ এগিয়ে এসেছিল। সেদিন তাকে আরও ঝকঝকে, আরও আকর্ষণীয় লাগছিল। হালকা গেরুয়া রঙের শাড়ি। রং মিলিয়ে স্লিভলেস ব্লাউজ়। টেনে চুল বাঁধা। ঠোঁটে অল্প লিপস্টিক। কপালে বড় কালো টিপ। অমরনাথবাবু হেসে বলেছিলেন, "আপনার অফিস দেখতে এলাম।"

মেধা নাগ ব্যস্ত হয়ে একটা মোড়া এগিয়ে বলেছিল, "অফিস কোথায়? সামান্য দোকান বলুন। তাও আর ক'টাদিন, সামনের মাস থেকে তো বন্ধ!"

নিচু মোড়াটা দেখতে অন্যরকম। গায়ে কাঠের পুতুল বসানো। অমরনাথবাবু মোড়াটায় না বসে বলেছিলেন, "আপনার তো সাজানো গোছানো একটা ঘর আছে মিসেস নাগ। সেখানে সুন্দর-সুন্দর জিনিস আছে। আর্টিস্টদের হাতের কাজ আছে। আমার তো রসকসহীন কিছু কঠিন পাথর, হাইওয়েতে অ্যাক্সিডেন্ট করা খানকয়েক ট্রাক আর সেকেন্ড হ্যান্ড বা থার্ড হ্যান্ড ক'টা গাড়িই সম্বল। সারাক্ষণ গোলমাল আর ছাঁচড়ামো। ভদ্রলোকের মতো অফিস গুছিয়েছি, কিন্তু কাজটা করি খারাপ। কাউকে বলতেও পারি না কীসের ব্যাবসা করি!" মেধা হেসে বলল, "ছি-ছি, এসব আপনি কী বলছেন মিস্টার চৌধুরী? সব কাজই ভাল খারাপ মেশানো। ট্রান্সপোর্ট বিজ়নেসে বাইরে ঝামেলা বেশি, আমাদেরটায় ঝামেলা ভিতরের। ভেবেছিলাম, কম

BanglaBook.org

ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে শুরু করে পেরে যাব। পারলাম না। টাকার ঝামেলায় পড়লাম। আজকাল কম ইনভেস্টমেন্টে কোনও বিজ়নেস হয় না। ভাবনাটাই ভুল হয়েছিল। কী খাবেন বলুন, চা?"

অমরনাথবাবু মুগ্ধ হয়েছিলেন। মেয়েটি বুদ্ধিমতী এবং সহজভাবে কথা বলতে পারে, তা প্রথমদিনই বুঝেছিলেন। আজ মনে হচ্ছে, তার চেয়েও বেশি। কত অল্প কথায় ব্যাবসার মূল কথাটা বলে দিল!

"অবশ্যই চা খাব। আপনি সেদিন আমার কর্মস্থল থেকে চা না খেয়ে চলে এসেছেন বলে আমিও একই ব্যবহার করব? মোটেও ভাববেন না।"

কথা শেষ করে একটু হেসেছিলেন অমরনাথবাবু। তারপরই মনে হয়েছিল, বহুদিন পর হাসছেন। আটমাস পর? নাকি তার চেয়েও বেশি? প্রতিমার সঙ্গে সহজ হাসির সম্পর্ক তাঁর কোনওদিনই খুব একটা হয়নি। একটা ঘটনা অদৃশ্য বেড়ার মতো তাঁদের দু'জনের মধ্যে সবসময়ই থেকেছে। মেধার হাসি, বুদ্ধিমত্তা অমরনাথের কোনও অজানা, অচেনা জায়গা স্পর্শ করল। বেজে উঠল কি?

মেধা হেসে বলেছিল, "আচ্ছা, তাই। আপনি বসুন। আমি চা বলছি।"

"না। আমি বরং আপনার বুটিকটা ভাল করে দেখি। এই ধরনের জায়গায় আমার কখনও ঢোকার সুযোগ হয়নি।"

মেধা নাগ খানিকটা লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতে বলেছিল, "আবার ওই কথা! এইটুকু তো জায়গা মোটে, কী দেখবেন? জিনিসপত্র সব সরিয়ে ফেলছি। কম দামে বিক্রিও করে দিচ্ছি। বাইরে 'সেল' লেখা বোর্ড দেখেননি?"

সব মিলিয়ে আধ ঘণ্টার মতো 'মেধাজ় বুটিক'-এ ছিলেন অমরনাথবাবু। মাটির কাপডিশে চা-ও খেয়েছিলেন। ওঠার আগে বলেছিলেন, "আমি কি আপনাকে দুটো প্রশ্ন করতে পারি?"

"এভাবে বলছেন কেন মিস্টার চৌধুরী? অবশ্যই করতে পারেন।"

একটু চুপ করে থেকে অমরনাথ বলেছিলেন, "আপনি খুবই পরিশ্রম করে আমার স্ত্রীর পছন্দ করে বানানো পাঞ্জাবিটা আমাকে দিয়ে এসেছেন। শুধু একজন বিক্রেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, এমনটা আমি বিশ্বাস করি না। আমিও জিনিস বিক্রি করি। আপনি কেন এত কষ্ট করলেন, এটা নিয়ে আমি ভেবেছি। মনে হয় বুঝতেও পেরেছি। আপনি কি বলবেন, আমি ঠিক বুঝেছি কিনা?"

BanglaBook.org

মেধা নিচু গলায় বলেছিল, "আপনি বেশি কথা বলছেন মিস্টার চৌধুরী। এতটা ভাবার মতো কিছু আমি করিনি। তারপরেও যদি বলতে চান বলুন।"

অমরনাথবাবু বললেন, "আমার স্ত্রীর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর আপনার মনে হয়েছিল, জিনিসটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে আমার কাছে থাকা উচিত। মৃত্যুর খবর না পেলে আপনি হয়তো এত ব্যস্ত হতেন না। তাই তো?"

মেধা মাথা নিচু করে টেবিলে রাখা মাটির কাপ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল অল্পক্ষণ। তারপর বলেছিল, "না, ঠিক স্মৃতির কথা আমি ভাবিনি। আপনার স্ত্রী-র খবরটা শোনার পর আমার মনে হয়েছিল, এটা আপনার কাছে পৌঁছোনো জরুরি।"

অমরনাথবাবু চুপ করে ছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন, এই মেয়ের কথা তাঁকে শুধু মুগ্ধ করছে না, খানিকটা মোহাচ্ছন্নও করে ফেলছে। তিনি ফের বলেছিলেন, "আচ্ছা এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটা করি। আপনার কথা শুনে আমার মনে হয়েছে, অর্থের জন্য আপনি এই বুটিকটা তুলে দিচ্ছেন। আমি যদি প্রস্তাব দিই, এই বুটিকে আমি ইনভেস্ট করব, আপনি এটাকে এক্সপ্যান্ড করুন, আপনি রাজি আছেন?"

একটুও সময় না নিয়ে মেধা বলেছিল, "না আমি রাজি নই। আমি কারও হেল্প নিই না।"

"এটা হেল্প ভাবছেন কেন? বিজ়নেসে কেউ না কেউ তো ইনভেস্ট করে।"

মেধা নাগ ঠোঁটের কোণে আলতো হেসে বলেছিল, "ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী। আমার পক্ষে কারও কাছ থেকে টাকাপয়সা নেওয়া সম্ভব নয়। আমি নিজে সামান্য ছবি আঁকি। সেলাই, হাতের কাজ ভাল লাগে... ওই শখের মতো। ভেবেছিলাম, অন্যের চাকরি না করে যদি নিজের শখ দিয়ে উপার্জনের একটা পথ বের করা যায়। পুঁজি বেশি ছিল না। অনেক কষ্ট করে বুটিকটা বানিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি সেটা কন্টিনিউ করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।"

অমরনাথবাবু উঠে পড়েছিলেন, "নমস্কার, চললাম। ভাল থাকবেন।" দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে যাওয়ার পর থমকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন

BanglaBook.org

অমরনাথ। বলেছিলেন, "এই রে! আসল কাজটাই ভুলে গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রীর কেনা জিনিসটা যেভাবে আপনি আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন, তার জন্য সেদিন ঠিক করে ধন্যবাদ দিতে পারিনি। খুব ঝামেলায় ছিলাম। ধন্যবাদ জানবেন। আর আমার এই কার্ডটা রাখুন। যদি কখনও কোনও প্রয়োজন হয়... আমি অবশ্য জানি, আপনার প্রয়োজন হবে না... তা-ও, আমার অফিসে গিয়ে এক কাপ চা খাওয়া বাকি রইল।"

মেধা নাগ নিস্পৃহ ভঙ্গিতে অমরনাথবাবুর হাত থেকে ভিজ়িটিং কার্ডটা নিয়ে টেবিলে অবহেলায় রেখে দিয়েছিল।

পরের ক'টাদিন মেধা নাগকে ভুলতে পারেননি অমরনাথ চৌধুরী। মহিলার চেহারা, কথাবার্তা চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছিল। একটা সময় লজ্জাও হয়েছে। এই বয়সে এমন কেন হবে?

ঠিক দু'দিন পর মেধা নাগ ফোন করল। দু'-একটা সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পর জানাল, সে মত বদলেছে। 'মেধাজ় বুটিক' বন্ধ করবে না। বরং বড় করে, নতুনভাবে শুরু করতে চায়। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেবে। ঘরটা নিজের। ফলে বন্ধকের সমস্যা নেই। কিন্তু তারপরেও খানিকটা ক্যাশ টাকা লাগবে। সেই টাকার জন্য নিজের গাড়িটা বেচে দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অমরনাথবাবু গাড়ি কেনাবেচার ব্যাবসার সঙ্গে জড়িত বলেই তাঁকে ফোন করা। এই ব্যাপারে তিনি যদি কোনওরকম ব্যবস্থা করেন ভাল হয়। অচেনা কারও কাছে গেলে সে ঠকিয়ে দিতে পারে।

মেধা নাগের ফোন আসায় অমরনাথবাবু খুশি হলেন। আবার সতর্কও হলেন, "আপনি যে বুটিকটা রাখার ডিসিশন নিয়েছেন, এটা খুব ভাল মিসেস নাগ। আপনাকে ধন্যবাদ। তবে আমি তো আর সেভাবে এখন গাড়ির ব্যাবসা করছি না। আপনি বরং এক কাজ করুন, আপনার হ্যাজ়ব্যান্ডকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলুন। আমি একজনের কাছে পাঠিয়ে দেব। সে নিশ্চয় সাহায্য করবে।"

ওপাশে মেধা একটু চুপ করে থেকে কঠিন গলায় বলেছিল, "আমার হাজ়ব্যান্ড নেই অমরনাথবাবু। আমি বিয়ে করিনি। আমার কাজ করে দেওয়ার মতো কেউ নেই, প্রয়োজনও নেই। আমি নিজের কাজ নিজে করতে জানি।"

অমরনাথবাবু নিজের মনেই জিভ কাটলেন। আবার গোলমাল করে

BanglaBook.org

ফেললেন! স্বামীর কথাটা বলার কোনও দরকার ছিল না। 'কাউকে পাঠিয়ে দেবেন' বললেই মিটে যেত।

"সরি আমি জানতাম না। কিছু মনে করবেন না। আমি আপনাকে একজনের নম্বর দিয়ে দিচ্ছি। তার সঙ্গে কথা বলে নিন।"

মেধা নাগ একটু থেমে বলেছিল, "আমি কি আবার আপনার সঙ্গে কথা বলব?"

"আমার সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই। আপনি নিজেই পারবেন।"

"আমি যদি গাড়িটা আপনার কাছে রেখে কিছু টাকা লোন হিসেবে নিই? পরে না হয় ফেরত দিয়ে...।"

অমরনাথবাবু মৃদু হাসলেন। বঁলেছিলেন, "আমি ধার দেওয়ার ব্যাবসা করি না। আপনি চিন্তা করবেন না।"

"ধন্যবাদ। আপনি সেদিন যেভাবে বললেন... খুব উৎসাহ পেলাম... ভাবলাম আর একবার চেষ্টা করে দেখি না..."

অমরনাথবাবুর শরীর যেন কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। মেধা নাগ তাঁর কথা শুনেছে। নিজেকে সামলে কোনওরকমে বলেছিলেন, "খুব ভাল। বেস্ট অফ লাক।"

সামনে আর পিছনে জায়গাটাকে বাড়িয়ে, বেশি-বেশি জিনিস এনে 'মেধাজ় বুটিক' নতুনভাবে শুরু হল। ঘরোয়াভাবে অনুষ্ঠান হল। অমরনাথ নিমন্ত্রণও পেলেন। কিন্তু গেলেন না। গেলেন পরদিন। অবাক হলেন। এ তো পুরোটাই বদলে গিয়েছে! মেধা নাগ জানাল, শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক লোন জোটেনি। গাড়িও বিক্রি করেনি। নিজের গয়না বাঁধা দিয়েই টাকা জোগাড় হয়েছে, "তবে আপনার উৎসাহ ছাড়া হত না। সেদিন যদি আমাকে ওভাবে না বলতেন, আমি সত্যিই এটা বন্ধ করে ফেলতাম।"

ক'দিন পর অমরনাথ চৌধুরী আবার 'মেধাজ় বুটিক'-এ গিয়েছিলেন। গিয়ে অস্বস্তি বেড়েছিল। এভাবে হুট করে আসাটা নির্লজ্জের মতো হওয়ায় আমতা-আমতা করে বলেছিলেন, "আমি একটা গিফ্‌ট নেব। বিয়েতে দিতে হবে। এখন তো আর কোথাও যাই না। আগে ওসব প্রতিমাই দেখত। আমাকে একটা কিছু যদি বেছে দেন।"

মেধা নাগ মুখ টিপে হেসে বলেছিল, "থাক আপনাকে কিছু নিতে হবে না। আপনি বসে আগে এক কাপ চা খান।"

BanglaBook.org

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর এক দুপুরে মেধা অমরনাথের বুকের উপর থুতনি রেখে বলেছিল, "সেদিন টাকাটা আমার খুব দরকার ছিল। বুটিকটা বাঁচানোর জন্য ভিতরে একটা জেদ কাজ করছিল। তোমার কাছে গাড়ি রেখে টাকাটা পেলে কাজটা সহজ হত। কিন্তু তোমার প্রত্যাখ্যানে আরও ভাল ঘটনা ঘটল। আমি বুঝতে পারলাম, তোমাকে আমি পছন্দ করে ফেলেছি।"

মেধার নগ্ন বুকে হাত রেখে অমরনাথবাবু বলেছিলেন, "আমি প্রথমবার ইনভেস্ট করবার প্রস্তাবে তুমিই তো না বলেছিলে। হয়তো ভেবেছিলে অন্য কোনও অভিসন্ধি আছে। আমার মতো বুড়ো বয়সের বহু পুরুষমানুষের যা থাকে। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম তোমার তেজ। আমি তো আজও তোমার ব্যবসায় একটা পয়সাও দিই না। আমি জানি, আমার সাহায্য তুমি মন খুলে নিতে পারবে না। এতেই তুমি অভ্যস্ত হয়েছ। এটাই আমাকে মুগ্ধ করে মেধা।"

অমরনাথবাবুর কানের পাশের পাকা চুলে বিলি কাটতে-কাটতে মেধা বলেছিল, "তুমি কি আরও লেকচার দেবে, নাকি আদর করবে? যদি আদর না করো, তা হলে এবার কিন্তু আমি তেজ দেখাব। বুড়ো মানুষের আদর আমার পছন্দ। তোমার বুড়িকে পছন্দ?"

অমরনাথ মুখ কঠিন করে বললেন, "এই বুটিকে আমার কানাকড়িও নেই।"

ইনস্পেক্টর বি সাহা খানিকটা অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, "ও হো। আমি ভেবেছিলাম... যাক, আপনার অনেক সময় নষ্ট করেছি। এবার আপনার সঙ্গে কাজের কথা সেরে নিই। বেশি কিছু নয়। অল্প ক'টা কথা। আপনি তো আপনার ছেলের কাছ থেকে সব শুনেছেন।"

ভুঁরু কোঁচকালেন অমরনাথবাবু। অঙ্কুরের কাছ থেকে 'সব শুনেছেন' মানে? কই সে তো কিছু বলেনি!"

"কী শুনব বলুন তো?"

ইনস্পেক্টরও যেন অবাক হলেন। বললেন, "আপনার ছেলে আপনার কাছে আসেনি?"

অমরনাথবাবু বললেন, "না, কেন?"

BanglaBook.org

ইনস্পেক্টর একটু চুপ করে ভাবলেন। চোখ সরু করে বললেন, "ফোন করেনি?"

অমরনাথবাবু উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, "কেন! কী হয়েছে অঙ্কুরের?"

ইনস্পেক্টর স্থির চোখে অমরনাথবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন, উদ্বেগটা সত্যি কিনা। তারপর হাত তুলে বললেন, "না না, তার কিছু হয়নি। আপনি চিন্তা করবেন না। আসলে তার সঙ্গে আজ সকালে আমার কথা হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম, এতক্ষণে উনি আপনাকে জানিয়েছেন... আশ্চর্য লাগছে... "

বি সাহা থমকে গিয়ে আবার কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থাকলেন, "যাক, হয়তো সময় পাননি। আমরা বরং কথা সেরে নিই। আপনারও কাজ আছে, আমাকেও থানায় ফিরতে হবে। ইন ফ্যাক্ট, আজ আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতাম না। পরে একটা সময় করে নিতাম। কোর্টে গিয়েছিলাম। কাজ হল না। ফেরার পথে ভাবলাম একবার ঘুরে যাই।"

"বলুন।"

ইনস্পেক্টর বি সাহা হাতের হলুদ ফাইলটা টেবিলে রেখে দড়ি খুলতে শুরু করলেন। বললেন, "আপনার পুত্র যদি আপনাকে ইতিমধ্যে ফোন করে নিত, তা হলে আমার কাজের সুবিধে হত। বেসিক বিষয়টা আপনি জেনে রাখতেন। যাক, আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর কেসটা রি-ওপেন হয়েছে মিস্টার চৌধুরী। একজন কোর্টে নালিশ করেছে, এই মৃত্যু সুইসাইড নয়। ইট ওয়াজ় আ মার্ডার। কোর্ট রিপোর্ট চেয়ে বিষয়টা থানায় পাঠিয়েছে। তাই রুটিন ইনভেস্টিগেশন।"

অমরনাথবাবু চমকে উঠলেন। নিজেকে সামলে স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, "লোকটা কে?"

ইনস্পেক্টর বি সাহা অল্প হেসে বললেন, "একই প্রশ্ন আপনার পুত্রও করেছিলেন। তাকে বলেছি, আপনাকেও বলছি, ওর পরিচয় অবশ্যই জানতে পারবেন। কিন্তু কোর্ট এখন এই বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষার আদেশ দিয়েছে। যেহেতু মামলাটা খুনের, নিরাপত্তার কারণেই অভিযোগকারীর নাম বলা যাবে না। পরে যদি কোর্ট পর্যন্ত বিষয়টা গড়ায়, তা হলে তো অবশ্যই তার নাম জানতে পারবেন। যদিও আমার মনে হয় না, অতদূর পর্যন্ত এই ঘটনা যাবে। আমি নিশ্চিত, ইট ওয়াজ় আ সিম্পল কেস অফ সুইসাইড।

BanglaBook.org

নেহাত অর্ডার হয়েছে, তাই একটা রুটিন রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। কমপ্লেনারের যোগাযোগ ভাল। জেদও আছে। শুধু কোর্টে গিয়েই হাত গুটিয়ে বসে পড়েনি। থানা যাতে দ্রুত অ্যাক্ট করে তার জন্য ওপরমহলে চাপ দিয়েছে।"

অমরনাথবাবু বিড়বিড় করে বললেন, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমার স্ত্রী পাঁচ বছর হল মারা গিয়েছেন। নিয়ম মেনে পোস্টমর্টেম হয়েছিল। আপনাদের থানা থেকে পুলিশও এসেছিল।"

ইনস্পেক্টর হাত নেড়ে বললেন, "সব জানি। সেই ফাইলই তো সঙ্গে এনেছি। আমি সব পড়ে নিয়ে তবে ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছি। এভরিথিং ইজ় অলরাইট। তারপর বোঝেন তো... উপর থেকে প্রেশার। যাক, বেশি নয় দু'-চারটে প্রশ্ন করব।"

অমরনাথবাবু চোয়াল শক্ত করে সোজা হয়ে বসে বললেন, "করুন।"

ইনস্পেক্টর সহজভাবে বললেন, "মেধা নাগের সঙ্গে আপনার পরিচয়টা ঠিক কবে থেকে যেন? মিসেস চৌধুরীর মৃত্যুর কতদিন আগে তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়?"

"না, অনেক পরে। প্রতিমা মারা যাওয়ার প্রায় আটমাস পরে।"

বি সাহা মাথা নেড়ে খানিকটা নিজের মনেই বললেন, "ও হো আমি ভেবেছিলাম... আচ্ছা, মিস্টার চৌধুরী আপনার স্ত্রী গলায় শাড়ি পেঁচিয়ে ঝুলে পড়েছিলেন তো! পাখার রডের সঙ্গে?"

"হ্যাঁ।"

বি সাহা বললেন, "কে প্রথম দেখতে পায়?"

অমরনাথবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আমার ছেলে, অঙ্কুর। সে-ই শাড়ির প্যাঁচ খুলে তার মাকে নামায়।"

বি সাহা মুখে 'চুক চুক' আওয়াজ করে মাথা নাড়েন, "ভেরি স্যাড। খুব দুঃখের। আরও বেশি দুঃখের কী জানেন মিস্টার চৌধুরী, এরকম একটা দুঃখের ঘটনা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা। কী করব বলুন? এমন একটা বিশ্রী চাকরি করি... যাক যত দ্রুত সম্ভব কাজটা শেষ হলে, রিপোর্ট প্লেস করতে হাত ধুয়ে ফেলব। মিস্টার চৌধুরী, ফাইলে যা আছে, সেটা আপনার কাছে একবার ঝালিয়ে নিতে পারি?"

অমরনাথবাবু বুঝতে পারলেন, মুখে যতই সহানুভূতি দেখাক, এই

BanglaBook.org

লোকটা সিরিয়াসভাবেই তদন্তে নেমেছে। হোমওয়র্কও করে এসেছে। ভান করছে, কিছুই নয়, যেমন-তেমন ভাবে একটা রিপোর্ট লিখে দেবে, আসল ঘটনা তা নয়। এই লোক জল ঘোলা করবার লোক। অমরনাথবাবু বিচলিত বোধ করলেন। যে-লোক কোর্টে গিয়েছে সে-ই বা কে? কোর্টের অর্ডারটা একবার দেখতে চাইবেন নাকি? থাক, এখন নয়। এখনই চ্যালেঞ্জ করা ঠিক হবে না। বিষয়টা সরাসরি রাগের মধ্যে চলে যাবে। আর একটু দেখা যাক। সেরকম হলে লিগ্যাল অ্যাডভাইস নিতে হবে।

"বলুন আপনার ফাইলে কী লেখা আছে?"

ইনস্পেক্টর একটা তাচ্ছিল্যভঙ্গি করে বললেন, "রুটিন ইনভেস্টিগেশন। সেই সময় যিনি আই ও ছিলেন, তিনি করেছেন। সব অ্যানন্যাচারাল ডেথ কেসেই করতে হয়। কিছুই নয়, তাও একবার আপনাকে জানিয়ে নিই। কোথাও ভুল-টুল থাকলে বলবেন। এই রিপোর্টটা আমাকে আবার জমা দিতে হবে কিনা।"

অমরনাথবাবু আরও সতর্ক হলেন। এই লোকের একটা কথাও তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না। অঙ্কুর এটা কী করল? তার তো একটা ফোন করে জানানো উচিত ছিল! মানসিকভাবে তৈরি থাকা যেত। মায়ের মৃত্যু নিয়ে পুলিশ তার সঙ্গে কথা বলেছে, অথচ তাঁকেই জানাবে না? ছেলেটা চিরকাল বোকাই রয়ে গেল। কে জানে হয়তো ইচ্ছে করেই জানায়নি। অমরনাথ চৌধুরী ঝামেলায় পড়লেই সে খুশি হয়।

ইনস্পেক্টর ফাইল দেখে ঘটনা বলতে শুরু করলেন, "দিনটা ছিল সোমবার। সপ্তাহের শুরু। অমরনাথ চৌধুরী ছুটির পরদিন তাড়াতাড়ি অফিস যান। অফিসেই লাঞ্চ করেন। সেদিনও গেলেন। অঙ্কুর কাজকর্মের খোঁজে বেরোল এগারোটা নাগাদ। দিব্যাঙ্গনা স্কুলে গেল পরীক্ষা দিতে। প্রতিমাদেবী জানিয়েছিলেন, দুপুরে কেনাকাটার জন্য বেরোবেন। দিল্লি থেকে আসা এক পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে গড়িয়াহাটে ঘুরবেন। কেনাকাটা করবেন। বাইরে খেয়ে ফিরবেন। ফিরতে সন্ধে হবে। এই বাড়ির সবার কাছেই একটা করে সদর দরজার চাবি থাকে। এমনকী, ছোট মেয়ে দিব্যাঙ্গনার কাছেও..." বি সাহা হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, "কেন? সবার কাছে চাবি থাকত কেন?"

অমরনাথ নড়েচড়ে বসলেন। লোকটা চাবিতে এসে থেমে গেল কেন? রিপোর্টে লেখা নেই? তখন থানা থেকে যে-অফিসার এসেছিল, তাকে তো

BanglaBook.org

বলা হয়েছিল! খুব ডিটেলসে না বললেও মূল কথাটা তো বলা হয়েছিল। সেই অফিসার রিপোর্টে লেখার প্রয়োজনবোধ করেনি? অমরনাথবাবুর মনে হয়, তিনি একটু ঘামছেন। এসিটা কি গোলমাল করছে?

বি সাহা শান্ত অথচ একটু কঠিন গলায় বললেন, "কী হল বললেন না? আপনার ফ্যামিলির সবার কাছে কেন বাড়ি ঢোকার চাবি থাকত?"

অমরনাথবাবু বড় করে শ্বাস টেনে বললেন, "যেহেতু বাড়িতে সবসময়ের কাজের লোক ছিল না, তাই এই ব্যবস্থা। সবার কাছে চাবি না থাকলে কাউকে না কাউকে বাড়িতে আটকা পড়ে যেতে হত। সবচেয়ে বেশি আটকা পড়ত প্রতিমা। সে বেরোতেই পারত না। জরুরি দরকার হলেও নয়। দরজা খোলবার জন্য তাকে বাড়িতে থাকতে হত। একবার প্রতিমার মাসিশাশুড়ি তাঁর দমদমের বাড়িতে পড়ে যান। মাথায় আঘাত পান। বৃদ্ধা একা মানুষ। তিনি কোনওরকমে আমাদের বাড়িতে ফোন করেন। প্রতিমাকে ডাকেন। কিন্তু প্রতিমা যেতে পারেনি। বাড়িতে কেউ ছিল না। মেয়ে স্কুল থেকে ফিরবে। ছেলে কলেজ থেকে ফিরবে। বিকেল নাগাদ যখন প্রতিমা দমদমে পৌঁছোয়, তখন বৃদ্ধা জ্ঞান হারিয়েছেন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত মারাও যান। এরপর থেকে প্রতিমাই সবার জন্য চাবির ব্যবস্থা করল। তালা নয়, দরজার গায়ে বসানো লক। টানলে দরজা আটকে যায়। বাইরে থেকে চাবি দিলে খুলবে। এখনও সেই ব্যবস্থা চলছে।" এত পর্যন্ত বলে একটু থামেন অমরনাথ। টেবিলে রাখা জলের গ্লাস থেকে জল খান। ফের বলেন, "আমি মেয়েকে চাবি দেবার ব্যাপারে গাঁইগুই করেছিলাম। ছোটো মেয়ে যদি হারিয়ে ফেলে। প্রতিমা শোনেনি। বলেছিল, 'তা হলে বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য লোক রাখো। আমি সর্বক্ষণের পাহারাদার হতে পারব না।' আমি রাজি হইনি। পাহারাদার নিজেই চুরিচামারি করে পালাবে। আর প্রতিবেশী কারও বাড়িতে চাবি রাখা আমাদের পছন্দ নয়। সুতরাং সকলের জন্য চাবি করা ছাড়া কোনও বিকল্প ছিল না। যদিও এরপরেও প্রতিমা খুব অল্পই বাড়ি ফাঁকা করে বেরিয়েছে। বেরোলেও বিনা নোটিশে তো নয়ই। সকলকে জানিয়ে দিত।"

বি সাহা উৎসাহ নিয়ে বললেন, "খুবই ভাল সিস্টেম। আজকালকার ফ্ল্যাটে তো এমনটাই হয়। সবাইকে কাজে যেতে হয়। যাক, বাকিটুকু সেরে নিই।

BanglaBook.org

"ঘটনার দিন বিকেল চারটে নাগাদ অঙ্কুর চৌধুরী ফেরে। চাবি দিয়ে দরজা খোলে। সে জানত, আজ বাড়িতে কেউ নেই। তবু ঘরে ঢোকার পর তার কেমন যেন অস্বস্তি হয়। মনে হয়, বাড়িতে কেউ আছে। তবে কি বোন দিব্যাঙ্গনা বাড়ি ফিরে এসেছে? সে বোনের ঘরে যায়। ঘর ফাঁকা। তারপর অমরনাথ চৌধুরী এবং প্রতিমা চৌধুরীর ঘরের সামনে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে দরজা টানা। ঠেলা দেয়, দরজা খুলে যায়। দেখতে পায়, মিসেস চৌধুরী গলায় শাড়ির ফাঁস দিয়ে সিলিং থেকে ঝুলছেন। তিনি রয়েছেন খাটের উপর। পায়ের কাছে একটা টুল কাত হয়ে পড়ে আছে। মানে, মিসেস চৌধুরী টুলে উঠে গলায় শাড়ি পেঁচান। তারপর পা দিয়ে টুলটাকে ফেলে দেন। অঙ্কুর চৌধুরী ছুটে গিয়ে খাটে ওঠে। মাকে জড়িয়ে ধরে। বুঝতে পারে, মা মারা গিয়েছেন। অঙ্কুর চৌধুরী তারপরেও গলার ফাঁস খুলতে বেগ পেয়েছিল। তাকে কাঁচি জোগাড় করতে হয়। মাকে খাটের উপর শুইয়েই অঙ্কুর চৌধুরী তার বাবাকে ফোন করে। একটু পরেই তিনি চলে আসেন। বোনও বাড়ি ফেরে। অমরনাথ চৌধুরী পুলিশে ফোন করেন।" এবার বি সাহা থামলেন। ফাইল থেকে মুখ তুলে অমরনাথবাবুকে বললেন, "এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে তো?" অমরনাথবাবু ঘাড় কাত করলেন। লোকটা কী জানতে চাইছে?

ইনস্পেক্টর বলেন, "এরপর আমার আই ও পুলিশি ভাষায় যা লিখেছেন তার সহজ বাংলা হল, এটি একটি নরমাল সুইসাইডাল কেস। মিসেস চৌধুরীর ডায়েরির পাতা খাটের উপর পাওয়া গিয়েছে। ছেঁড়া পাতা। পাতায় লেখা, 'আমি আর পারছি না। আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমি যে-কোনওদিন সুইসাইড করতে পারি।' এটাকে সুইসাইডাল নোট হিসেবে ধরা হয়েছে। মিলিয়ে দেখা গিয়েছে, এটি প্রতিমা চৌধুরীর হাতের লেখা। তদন্তে দেখা গিয়েছে, মিসেস প্রতিমা চৌধুরী গলায় ফাঁস দেওয়ার জন্য দুটি শাড়ি ব্যবহার করেছেন। যাতে কোনওভাবেই চেষ্টা ব্যর্থ না হয়। বডি পোস্টমর্টেমে পাঠানো হয়। রিপোর্ট আসে, ঘাড়ের হাড় ভেঙে শ্বাসনালিতে ঢুকে গিয়েছে।"

ফাইল বন্ধ করে দড়ি দিয়ে বাঁধতে-বাঁধতে ইনস্পেক্টর বি সাহা বললেন, "এবার আমি উঠব। আপনি আমাদের পুরোনো রিপোর্ট শুনলেন। ফাউল প্লে-র কোনও ব্যাপারই নেই। রিপোর্টের সঙ্গে আপনার স্ত্রীর ডায়েরির

BanglaBook.org

পাতাটা আর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আটকানো আছে। তারপরেও যদি মনে হয়, কিছু বাদ পড়ে গিয়েছে, আমাকে দয়া করে জানাবেন মিস্টার চৌধুরী। আমি লিখে নেব।" অফিসার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

অমরনাথবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চা খাবেন না?"

ইনস্পেক্টর হেসে বললেন, "আর না।"

ইনস্পেক্টর পকেট থেকে ভিজ়িটিং কার্ড বের করে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "নিন, রাখুন। এখানে আমার মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে। বাই দ্য ওয়ে, একটা খারাপ খবর দিয়ে যাই। আমাদের থানার যে-ছেলেটি আপনার স্ত্রীর কেসটার ইনভেস্টিগেটিং অফিসার ছিল, বেচারিকে ভিজিলেন্স ধরেছে, নানা কেসে ঘুষ খাওয়ার অভিযোগে। সাসপেন্ড করা হয়েছে। আমি অবশ্য বিশ্বাস করি না। নিশ্চয় ক্লিন হয়ে বেরিয়ে আসবে। ও থাকলে আমাকে আর এতে জড়াতে হত না।"

হালকা হেসে অফিসার ঘর থেকে চলে গেলেন। অমরনাথ চৌধুরী বুঝলেন, তিনি ঘামছেন। ফোন টেনে ছেলের নম্বর ডায়াল করলেন। ফোন বন্ধ।

ছয়

অঙ্কুর বসের গাড়িতে যেতে চাইছিল না। অফিসের সবাই দেখবে। এই নিয়ে কথা হবে। এমন নয় যে, দিবাকর বণিক তার কর্মীদের কাউকে কখনও নিজের গাড়িতে লিফ্‌ট দেন না। কিন্তু তাও...

দিবাকর বণিক অফিস থেকে বেরোনোর সময় অঙ্কুরকে ঘরে ডেকেছিলেন, "চলো, এবার বেরিয়ে পড়ি।"

অঙ্কুর বলেছিল, "স্যার আপনি এগোন। আমি কাজ সেরে যাচ্ছি।"

দিবাকর বণিক হাত ঘুরিয়ে ঘড়িতে সময় দেখলেন। ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, "এখন আবার কী কাজ?"

অঙ্কুর একটু দোনোমোনো করে বলেছিল, "আপনি যে ক্লিন ইয়োর লোকালিটি প্রজেক্টের কথা বললেন, তার জন্য খানিকটা হোমওয়র্ক করছিলাম। কার সঙ্গে কথা বলতে হবে খোঁজখবর নিচ্ছি।"

BanglaBook.org

দিবাকর বণিক বলেছিলেন, "ঠিক আছে। আবার কাল থেকে শুরু কোরো। এখন চলো, আমি গাড়ি বের করতে বলেছি।"

"স্যার আপনি এগোন না..."

দিবাকর বণিক থমকে গিয়ে বলেছিলেন, "কেন? আমার গাড়িতে যেতে তোমার কোনও সমস্যা আছে?"

অঙ্কুর আমতা-আমতা করে বলেছিল, "না, ঠিক তা নয় স্যার... আসলে অফিসে তো এখনও অনেকে আছে... তারাও বেরোবে...।"

দিবাকর একটু চুপ করে থেকে ঠোঁটের কোনায় সামান্য হেসে বলেছিলেন, "ওহো বুঝেছি, কোলিগরা বসের গাড়িতে দেখলে গসিপ করবে? ঠিক আছে, তুমি এসো তোমার মতো। আমি চাই না, তুমি কোনওরকম অস্বস্তিতে পড়ো। তবে দেরি কোরো না। বাড়িতে সবাই অপেক্ষা করছে।"

অঙ্কুর স্বস্তি বোধ করল। যাক বুঝেছে। "আমি ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসছি। স্যার, বাঘাযতীনের মুখটা থেকে কোনদিকে ঘুরব?"

দিবাকর বণিক বাড়ির ঠিকানা বুঝিয়ে দিয়েছেন। অঙ্কুর নিজের টেবিলে ফিরে ড্রয়ার থেকে মোবাইলটা বের করল। ফোন সাইলেন্ট করা। বাবার তিনটে, আশাবরীর একটা মিস্‌ড কল এসেছে। নতুন কাজটা নিয়ে সত্যি সারাদিন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বাবার নম্বর টিপল অঙ্কুর।

ওপাশ থেকে অমরনাথ চৌধুরী উদ্বিগ্ন এবং বিরক্ত গলায় প্রায় ধমক দিয়ে বসলেন, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

যতদিন যাচ্ছে এই মানুষটার প্রতি অনীহা বাড়ছে অঙ্কুরের। ধমক-টমক বরদাস্ত হয় না। বরং রাগ হয়। এসবের অধিকার মানুষটার নেই। এই লোকের কাছে ধমক বা স্নেহ, কোনওটাই তার আর টুনুর চাই না। কিন্তু তারা মুখে কিছু বলে না। সম্পর্কটা একেবারেই ফর্মাল হয়ে গিয়েছে। বাবা বাড়িতে এলে টুনু তা-ও দু'-একটা কথা বলে। শরীরের খোঁজখবর নেয়। কী খাবে, জিজ্ঞেস করে। কিন্তু সে এড়িয়ে চলে। কিছুদিন আগেও টাকাপয়সার হিসেব বুঝে নিত, এখন টুনু নেয়। বাবা বিরক্ত হয়েছিল।

"কেন? তুমি কি এমন রাজা হয়েছ যে, সামান্য হিসেবটা দেখে নিতে পারবে না? এমন তো জটিল কিছু নয়। আমি তো খামে-খামে সব বুঝিয়েই দিচ্ছি।"

অঙ্কুর নিস্পৃহ গলায় বলল, "টুনু বড় হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে ও-ই এসব পারবে।"

BanglaBook.org

অমরনাথবাবু রাগী গলায় বলেন, "টুনু যে বড় হয়ে গিয়েছে, আমি জানি না ভেবেছ? এইটুকু কাজ তোমার নিজেরই করা উচিত। খামগুলো নিয়ে গুছিয়ে রাখবে। তাও তো অধিকাংশ পেমেন্ট আমি করে যাচ্ছি। বাড়ির বড় হিসেবে বাকিটুকু তুমি দেখো।"

অঙ্কুর শান্তভাবে বলেছিল, "বাড়ির বড়-ছোটর হিসেব আমি জানি না। আমি আর টুনু যেভাবে চলেছি, তাতে এ বাড়িতে ছোট-বড় বলে কিছু হয় না। টুনু সংসারের ব্যাপারে আমার চেয়ে অনেক বেশি মাথা ঠান্ডা। ওই তো সামলাচ্ছে।"

অমরনাথবাবু এরপরেও শোনেননি। টাকাপয়সার কথা তিনি ছেলের সঙ্গেই বলতে চাইতেন। অঙ্কুর এবার অন্য পন্থা নিল। রবিবার করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত। সারাদিন টইটই করে ঘুরত। বাইরেই খাওয়া-দাওয়া সারত। ফিরত বেশি রাত করে। বাবা শুয়ে পড়বার পর। নিজের কাছে রাখা চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঢুকে যেত। কয়েক সপ্তাহ এভাবে চলবার পর দিব্যাঙ্গনা অমরনাথবাবুকে বলে, "বাবা সংসারের হিসেব তুমি এবার থেকে আমাকেই বুঝিয়ে দাও। জটিল তো কিছু নয়, আমি পারব।"

অমরনাথবাবু রেগে গিয়ে বললেন, "তোমার দাদার কী হল? আমি এলেই দেখি উনি বেরিয়ে যান। সারাদিন টইটই করে বাইরে ঘুরে রাতে ফেরেন। কেন? আমার সঙ্গে দশ মিনিট বসতে কি ওঁর সম্মানে বাধে?"

দিব্যাঙ্গনা শান্তভাবে বলে, "থাক না, সবার সব কাজ যে ভাল লাগবে এমন তো কোনও নিয়ম নেই।"

অমরনাথবাবু আরও রেগে যান। বলেন, "ভাল না লাগলেও করতে হয়। সংসারের একটা নিয়ম আছে।"

দিব্যাঙ্গনা ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হেসে বলেছিল, "সংসারের নিয়ম সবাই মানে না বাবা। আর সেটা তুমি সবচেয়ে বেশি জানো।"

মেয়ের এই কঠিন কথায় সেদিন থমকে গিয়েছিলেন অমরনাথ চৌধুরী। দিব্যাঙ্গনা হাত বাড়িয়ে বলেছিল, "থাক, ওসব কথা। দাও কী হিসেব দেবে বলো। আর যদি মনে করো এসব ব্যাপারে আর যাবেই না, সেটাও বলতে পারো। দাদার তো চাকরি আছে, আমি না হয় দুটো টিউশন ধরে নেব।"

অমরনাথবাবু খানিকটা চুপ করে থেকে থমথমে গলায় বললেন, "এসব

BanglaBook.org

প্রশ্ন আজ নতুন করে আসছে কেন টুনু? আমি তো গোড়াতেই বলে নিয়েছিলাম, সংসারের খরচ আমি দেখব। সংসারটা কি আমার নয়?"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "অবশ্যই তোমার বাবা। সেই জন্যই তো দাদা তোমার কথা মেনে নিয়েছিল। তোমার উচিত তারও কিছু-কিছু ইচ্ছে-অনিচ্ছের মূল্য দেওয়া। তাই না? সেও তো এই সংসারের একজন।"

অমরনাথ আর কথা বাড়াননি। তারপর থেকে মেয়ের সঙ্গেই বেশি যোগাযোগ রেখেছেন। আজ বহুদিন পর ছেলেকে টেলিফোনে ধমক দিলেন।

অঙ্কুর শান্তভাবে বলল, "এই তো অফিসে আছি।"

অমরনাথবাবু আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন, "একবার ফোন বন্ধ করছ, একবার বেজে যাওয়ার পরও ধরছ না। ব্যাপারটা কী?"

"বললাম তো অফিসে আটকে গিয়েছি।"

অমরনাথ চৌধুরী চাপা গলায় বললেন, "তোমায় থানায় ডেকেছিল?"

অঙ্কুর বলল, "হ্যাঁ, আজ সকালে গিয়েছিলাম। তুমি কোথা থেকে জানলে?"

অমরনাথ দাঁত চেপে বললেন, "আমি কোথা থেকে জানলাম, সেটা জেনে তুমি কী করবে? কথাটা আমাকে জানাওনি কেন?"

বাবা রেগেছে। অঙ্কুর মনে-মনে এই রাগ অবজ্ঞা করল। মুখে শান্তভাবে বলল, "'রাতে ফোন করতাম।"

অমরনাথ ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "কেন? রাতে কেন? তোমার কি মনে হল না, এটা সঙ্গে-সঙ্গে জানাবার মতো কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা?"

অঙ্কুরের মাথায় চড়াৎ করে রক্ত উঠলেও নিজেকে সামলাল, "বাবা আমি এখনও অফিসে। পরে এ বিষয়ে কথা বলি?"

অমরনাথ চৌধুরী পাত্তা দিলেন না। আবার গলা নামিয়ে বললেন, "পুলিশ কী বলল?"

অঙ্কুর চারপাশে তাকাল। ঘরে মালব্য আর মন্দার ছাড়া কেউ নেই। দু'জনেই কম্পিউটার খুলে ব্যস্ত। তা-ও অঙ্কুর টেবিল ছেড়ে দরজার কাছে এল, "একটা ফল্‌স কেস।"

অমরনাথ দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, "ফল্‌স না ট্রু, তোমাকে বলতে হবে না। কী বলল, সেটা জানাও।"

BanglaBook.org

অঙ্কুর বলল, "মায়ের সুইসাইডের বিষয়টা নাকি রি-ওপেন হয়েছে। কেউ একজন নাকি কোর্টে নালিশ করেছে। সেখান থেকে থানায় এসেছে। বাকিটা বাড়ি গিয়ে বলছি। এখানে কথা বলতে সমস্যা আছে।"

অমরনাথবাবু একটু চুপ করে বললেন, "তোমার বাড়ি ফিরতে কতক্ষণ? এক ঘণ্টা, নাকি তার থেকে বেশি? আমি বাড়ি যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে কথা বলে যাদবপুর ফিরব।"

অঙ্কুর বলল, "আমার আজ ফিরতে দেরি হবে।"

অমরনাথবাবু আবার বিরক্ত গলায় বললেন, "কেন?"

মানুষটা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে! এত বড় ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে কেন দেরি হবে? চুপ করে থাকা মানে প্রশ্রয় দেওয়া। টুনু যদি না থাকত, এই বাড়ি ছেড়ে, যাবতীয় সম্পর্ক ছেড়ে কবে সে বেরিয়ে যেত! এখনও পারে। টুনুকে নিয়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া করতে থাকতে পারে। মেয়েটার লেখাপড়া, কেরিয়ার গোলমাল হয়ে যাবে বলে পারছে না। টুনুর কলেজটা পেরিয়ে যাক, এই লোকটার মুখদর্শনও করবে না। এই সব ভাবতেই পুলিশের কথাটা ফের মনে পড়ে গেল অঙ্কুরের। এ এক নতুন ফ্যাকড়া হল। কতদিন এরা পিছনে পড়ে থাকবে, কে জানে।

অমরনাথবাবু আবার বললেন, "কী হল বললে না? ফিরতে দেরি হবে কেন?"

অঙ্কুর ঠান্ডা গলায় বলল, "কাজ আছে আমার। আমি এখন ফোন রাখব। যদি মনে করো, কাল কথা বলতে পারি।"

অমরনাথ বুঝলেন অঙ্কুর জেদ করছে। এখন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। অথচ পুলিশ ওকে কী-কী জিজ্ঞেস করেছে জানা দরকার। বললেন, "কাল সকালে অফিস যাওয়ার আগে একবার যাদবপুর ঘুরে যাও।"

কথাটা বলেই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন অমরনাথ। অঙ্কুর, টুনু কখনও যাদবপুরের ফ্ল্যাটে যায় না। মেধাও কখনও তাদের বাড়িতে আসে না। কথাটা আশ্চর্যের হলেও, ছেলেমেয়ে তাদের সৎমাকে কখনও চোখে দেখেনি। অমরনাথ গোড়ায় চেয়েছিলেন দু'পক্ষের দেখা হোক। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেকথা বলেওছিলেন।

কিন্তু তারা কেউই রাজি হয়নি। রাজি হয়নি মানে, উদাসীনতা দেখিয়েছে। অমরনাথও আর এ প্রসঙ্গ তোলেননি। ফের বিয়ে করার পর তিনি অস্বস্তির

BanglaBook.org

মধ্যে ছিলেন। এই বাড়িতে ছেলেমেয়ের কোনওরকম অধিকার, স্বাধীনতায় তিনি ব্যাঘাত করবেন না, সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মেধাকে প্রথম যেদিন বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, মেধাও তাঁকে একই কথা বলেছিল। ছুটির দিন ছিল একটা। তবু অফিসে গিয়েছিলেন অমরনাথ। শরীর খুব খারাপ না হলে তিনি অফিস যাওয়া বাদ দেন না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর আরও বেশি করে যেতেন। বাড়িতে থাকতে ভাল লাগত না। বিকানির থেকে মার্বেল পাথর আসা নিয়ে একটা গোলমাল চলছিল। ফোন করে সেটা সামলালেন। তারপর খানিকক্ষণ বসেছিলেন চুপ করে। ছুটির দিনে অফিস ফাঁকা। একজন কর্মচারী থাকে। সেই দরজা খোলে, চা এনে দেয়। প্রতিমাদেবীর মৃত্যুর পর ছুটির দিন বাড়ি গিয়ে দুপুরে ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেতেন। সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অঙ্কুর, দিব্যাঙ্গনা কাউকে একসঙ্গে পাওয়া যায় না। তারপর থেকে অমরনাথ অফিসেই লাঞ্চ সারেন। মেধার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর সে মাঝে-মাঝে বাড়িতে ডাকে। ছিমছাম, পরিপাটি করে সাজিয়ে খেতে দেয়। মমতায় নিজের হাতে পাতে ভাত তুলে দেয়। অমরনাথ মেধার মধ্যে প্রতিমাকে খোঁজেন। বিয়ের পর প্রথম ক'টা বছর প্রতিমা এমনই ছিলেন। পরে যত দিন গিয়েছে, দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করছেন, কিন্তু মমতা, ভালবাসা ছিল না। অমরনাথ বুঝতে পারতেন। হয়তো এটাই স্বাভাবিক ছিল। ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছিল। স্বামীকে নিয়ে পড়ে থাকার সময় সুযোগ ছিল না। বয়স তো মানুষকে বদলায়। দিব্যাঙ্গনার জন্ম নিয়ে সমস্যা হয়েছিল। একটু বেশি বয়সেই কনসিভ করেছিলেন প্রতিমা। প্রতিমা চেয়েছিলেন অ্যাবরশন। বেশি বয়সে মা হতে লজ্জা পেয়েছিলেন। কিন্তু অমরনাথবাবু রাজি হননি। টুনুর জন্ম হল। যাই হোক, সেই ছুটির দিনে ব্যাবসার ঝামেলা চুকিয়ে অফিসে চুপ করে বসে থাকতে-থাকতে একটা সময় নিজেকে ভীষণ একা মনে হতে লাগল অমরনাথের। গাড়ি নিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলেন যাদবপুরে। মেধা বাড়িতে ছিল।

"লাঞ্চ করবে?"

অমরনাথ মৃদু হেসে বলেছিলেন, "চারটে বাজতে চলল। এখন কী লাঞ্চ? শুধু চা খাব।"

চা খেতে-খেতে অমরনাথ স্পষ্ট উচ্চারণে বলেছিলেন, "মেধা, আমাকে বিয়ে করবে?"

BanglaBook.org

মেধা নাগ চায়ের কাপ নামিয়ে বলেছিল, "কথাটা কি ভেবে বলছ? নাকি, হঠাৎ কোনও আবেগ?"

"অবশ্যই। এরকম একটা প্রায় বুড়ো মানুষ যখন বিয়ের কথা বলে, ভেবেই বলে।"

"আমিও বুড়ি হয়ে গিয়েছি। তোমার চেয়ে ছোট হলেও, বয়স তো কম হল না। কেন বিয়ে করতে চাইছ?"

"আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই মেধা। আই ফিল লোনলি। এই বয়সে তোমাকে পেয়ে আমি অনেকটা শান্তি অনুভব করছি। প্রতিমা চলে যাওয়ায় আমার মধ্যে যে-অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল, সেটা তুমি শান্ত করেছ। তা ছাড়া... তা ছাড়া মেধা, তোমার শিল্পীমন আমাকে টানে। প্রতিমা একজন ভাল গৃহিণী ছিল। ব্যস, ওইটুকুই। মাঝে-মাঝে আমার অবাক লাগে। মনে হয়, আমি তো তোমার মতো মানুষের সঙ্গে মেশার যোগ্য নই, তার পরেও তুমি আমাকে গ্রহণ করেছ..."

অমরনাথ এতটা বলে চুপ করেছিলেন। সম্ভবত একটু সংকুচিতই হয়েছিলেন।

মেধা চুপ করে কয়েক চুমুক চা খেয়ে নিচু গলায় বলেছিল, "ব্যস, এইটুকুই? আর কিছু না? আমার শরীর? আমার শরীর তোমাকে টানে না?"

অমরনাথ অনেক ভেবে বলেছিলেন, "টানে। পুরুষ মানুষ হিসেবে শরীরের চাহিদা অনুভব করি তো বটেই। তবে সে চাহিদা মেটানোর জন্য অন্য উপায় আছে! তার জন্য বিয়ের প্রয়োজন হয় না। এই বয়সে তো নয়ই। আমি আমার এই শান্ত হওয়া মনটাকে একটা স্বীকৃতি দিতে চাই।"

"তোমার ছেলেমেয়ের কী হবে?"

অমরনাথ বলেছিলেন, "তারা তাদের মতো থাকবে। আমি তো তাদের কোনও সমস্যায় ফেলছি না।"

মেধা বলেছিল, "এই বিয়ে তারা মেনে নেবে?"

অমরনাথ বলেছিলেন, "বোধহয় মানবে না। কিন্তু আমাদের এই সম্পর্ক কি তারা মেনে নেবে? যদি কখনও জানতে পারে, তাদের বাবা একজন মহিলার সঙ্গে মেলামেশা করছে! সেটা তাদের পক্ষে মেনে নেওয়া আরও কঠিন।"

BanglaBook.org

মেধা বলেছিল, "শেষ একটা প্রশ্ন করব।"

অমরনাথ হেসে বলেছিলেন, "ইন্টারভিউ?"

"কী বলব বলো? বিয়ের প্রস্তাব শুনে চমকে ওঠার বয়স আর নেই। তাই বাধ্য হয়ে প্রশ্ন করেই ক্লিয়ার হতে চাই।"'

অমরনাথবাবু বলেছিলেন, "বলো। যত খুশি প্রশ্ন করো।"

"আমি এতদিন বিয়ে না করে আছি। প্রস্তাব কম আসেনি। বাড়ির চাপও ছিল একটা সময় পর্যন্ত। দু'-তিনবার এগিয়েও ছিলাম। এক পাত্রপক্ষ বলেছিল, কাজ করা চলবে না, পুরোদস্তুর সংসার করতে হবে। আর এক পাত্রপক্ষ বলেছিল, ব্যাবসা থাকতে পারে, তবে সেটা তারা দেখবে। তাদের নিজস্ব কোম্পানির একটা উইং হবে। রাজি হইনি। কাজের জন্য নয়, আমার এই অ্যাটিটিউডটাই পছন্দ হয়নি। বিয়ের আগেই যদি এতটা পোজ়েসিভ হয়, তা হলে বিয়ের পর কী হবে? আমি সিঙ্গল থাকার পক্ষে। এই স্বাধীনতা আমাকে কেউ দেবে না। তারপরেও আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তোমার মনে হল কেন, এতদিন বিয়ে না করে থাকা একটা স্বাধীনচেতা মেয়ে বেশি বয়সে বিয়েতে রাজি হবে?"

অমরনাথবাবু হেসে বলেছিলেন, "তুমি রাজি হবে না বলেই প্রস্তাবটা দিলাম মেধা। থাক, সবদিক থেকে ভাবতে গেলে সত্যিই এটা একটা অসম্ভব ভাবনা। আমরা দু'জনে কেউ ছেলেমানুষ নই। ঠিক আছে, যেমনভাবে আছি তেমনই থাকি।"

মেধা চুপ করে চা খাওয়া শেষ করল। তারপর চাপা গলায় বলেছিল, "তুমি কি আজ রাতে আমার কাছে থাকবে? থাকতে পারো। আমার খাটটা বড়। আমার সঙ্গে শোওয়ার অধিকার বিয়ে না করেই তুমি অর্জন করেছ।"

অমরনাথ চৌধুরী বেতের সুন্দর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। এমন একটা ভয়ংকর কথা কত সহজভাবে মেধা বলল তা ভেবে অবাক হওয়ার বদলে খুশি হলেন। মেয়েটা অন্যরকম। আর এই অন্যরকম বলেই হয়তো তিনি এই বয়সেও প্রেমে পড়েছেন। নিজেকে কতবার সামলাতে চেয়েছেন। টানা দশ-বারো দিন দেখা করেননি। ফোন করেননি। তাতেও লাভ হয়নি। আবার যোগাযোগ হয়েছে। কখনও মেধা করেছে, কখনও তিনি।

মেধা আরও গলা নামিয়ে, হালকা হেসে বলেছিল, "কী হল, রাজি? থাকবে আজ?"

BanglaBook.org

"না। এতদিন যখন থাকিনি, বাকি দিনগুলোও থাক।"

মেধা ঠোঁট উলটে বলেছিল, "বাপ রে, কী জেদ!"

অমরনাথ এই কথার উত্তরে মৃদু হেসে বলেছিলেন, "ঠাট্টা করছ? করাই উচিত। আমি হলেও করতাম। ছেলেমানুষের মতো বিয়ের কথাটা বলে এখন নিজেরই লজ্জা করছে। যাক, ওসব মনে রেখো না।"

মেধা নির্লিপ্ত গলায় বলেছিল, "আচ্ছা, মনে রাখব না।"

সেদিনই রাতে ফোন করে মেধা বলেছিল, সে বিয়ে করতে রাজি। তবে ওই বাড়িতে উঠবে না। যাদবপুরেই থাকবে। অমরনাথ চৌধুরী সবদিক ভেবে আলাদা বাড়ির কথা মেনে নিয়েছিলেন। ওঁদের বিয়ের কথা যেমন ফাঁস করা হয়নি, তেমন জোর করে গোপন করবার চেষ্টাও হয়নি। বাড়ির কাজের লোকেরা খানিকটা ছড়িয়েছে, খানিকটা মেধা নাগের বুটিক থেকেও বেরিয়েছে। বাকিটা জানাজানি হয়েছে অমরনাথের অফিস থেকে। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিমার মৃত্যুর পরেই ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, বিয়ের পর তা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। অমরনাথ কখনই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ বিশেষ করেননি। সেখানে কারও কৌতূহল নেই। ফলে মেধার সঙ্গে কাউকে পরিচয় করবার দায় ছিল না। একমাত্র অঙ্কুর আর দিব্যাঙ্গনা। তবে মেধা এ বাড়িতে না এলেও অঙ্কুর, দিব্যাঙ্গনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য ব্যস্ত ছিল। কিন্তু অঙ্কুরের আপত্তির প্রসঙ্গটা অমরনাথবাবু এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু একদিন বলতেই হল। খানিকটা ঢোঁক গিলেই বলতে হল, "ছেলেমেয়েরা মনে হয়, এই পরিচয়ের ব্যাপারে উৎসাহী নয় মেধা। টুনু মুখে কিছু বলেনি, তবে অঙ্কুর... থাক, ওরা বড় হয়েছে..."

মেধা একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, "ঠিকই। আমার বুঝতে ভুল হচ্ছিল। আমাদের সকলেরই অস্বস্তি হবে। আমাদের না দেখা হওয়াই ভাল। সব কাজেরই একটা প্রতিক্রিয়া থাকে। সেটা মেনে নিতে হবে।"

অমরনাথ জানেন মেনে নিতে হবে। মেনেও নিয়েছেন। ছেলেকে যাদবপুর আসার কথা বলেও থমকে গেলেন।

বললেন, "ঠিক আছে। তোমাকে আসতে হবে না, কাল সকালে অফিসে যাওয়ার আগে বাড়ি যাব। সব শুনব।"

অঙ্কুর বলল, "আচ্ছা। তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না। অফিস থেকে নতুন প্রজেক্টের কাজ দিয়েছে।"

BanglaBook.org

অমনরাথবাবু আবার ধমক দিতে গিয়ে নিজেকে সামলালেন, "আমার সঙ্গে কথা না বলে বেরোবে না। থানা-পুলিশের কথা তোমার অফিসের চেয়ে কম জরুরি নয়।"

অঙ্কুর একটু চুপ করে থেকে বলল, "তা হলে টুনু কলেজে বেরোনোর পর... আমি থাকব।"

অমরনাথবাবু বললেন, "কেন? টুনু বাড়িতে থাকলে কী হবে?"

অঙ্কুর বলল, "ও ছোট মানুষ, থানা-পুলিশের কথা ওর জেনে কী লাভ? পড়াশোনার অসুবিধে হবে।"

ফোন কেটে অঙ্কুর নিজের টেবিলে এল। চিন্তা হচ্ছে। পুলিশের এইসব ঘটনা টুনু পর্যন্ত যাবে না তো?

সাত

বসের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না, আশাবরীর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছে।

নিজের টেবিলে বসে কাগজপত্র এদিক-সেদিক করতে লাগল অঙ্কুর। আশাবরীর সঙ্গে কালই দেখা হয়েছে। তারপরেও কেন জানি না মনে হচ্ছে, অনেকদিন হয়ে গেল।

তবে এই মেয়ের সঙ্গে দেখা করা একটা সমস্যা। এনজিওর কাজ করা ছাড়াও দুটো ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে চেম্বার। পেশেন্টরা ভিড় করে, কাউন্সেলিং হয়। তার উপর আবার বাইরে ক্যাম্প আছে। মাঝে-মাঝে এনজিও থেকে দল নিয়ে জেলা-টেলায় বেরিয়ে যায়। খুব ব্যস্ত। অঙ্কুরের মনে হয়, এই ব্যস্ততার খানিকটা আশাবরী নিজে থেকে বানিয়ে নিয়েছে। একা থাকতে ভাল লাগে না। কাজের মধ্যে জড়িয়ে থাকতে চায়। কথাটা একদিন বললে কেমন হয়? এত পরিশ্রমের কোনও মানে আছে? কেউ বারণ করার নেই। একদিন বারুইপুরে অফিসের কাজ সারতে দেরি হয়ে গিয়েছিল অঙ্কুরের। ফেরার পথে নরেন্দ্রপুরে আশাবরীর ক্লিনিকে দুম করে চলে গিয়েছিল। ফোন-টোন কিছু করেনি। জানত, করে লাভ হবে না। আশাবরী যেতে বারণ করবে। মেয়েটা তো দেখাই করতে চায় না।

BanglaBook.org

ক্লিনিকে পেশেন্টের ভিড় ছিল। কাউন্টারের মেয়েটি বলেছিল, "পেশেন্টের নাম বলুন।"

এতটা ভেবে আসেনি অঙ্কুর। পেশেন্টের নাম বলতে হবে শুনে থতমত গিয়েছিল। মাথা চুলকে বলেছিল, "পেশেন্ট নয়, আমি ওঁর সঙ্গে এমনি দেখা করব... আমি ওঁর পরিচিত।"

কাউন্টারের মেয়েটির ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। ক্লিনিকে ডাক্তার, কাউন্সেলরের সঙ্গে কারও 'এমনি' দেখা করতে আসায় সে অভ্যস্ত নয়। তার উপর শুধু 'পরিচিত' মানে কী! বিড়বিড় করে বলেছিল, "ও! আপনার নাম?"

অঙ্কুর নাম বলতে মেয়েটি বলেছিল, "ম্যাডামের কাছে পেশেন্ট আছে। উনি বেরোলে আমি খবর দেব। আপনি ওখানে বসুন।"

নাম শুনেই সঙ্গে-সঙ্গে ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিল আশাবরী। টেবিলের উলটো দিকের চেয়ার দেখিয়ে শান্ত গলায় বলেছিল, "বসো।"

অঙ্কুর বোকা হেসে বলেছিল, "বারুইপুরে কাজে এসেছিলাম... হঠাৎ মনে হল, আজ তুমি নরেন্দ্রপুরের ক্লিনিকে... ভাবলাম একবার ঢুঁ মেরে যাই।"

"ও।"

আশাবরী কি রেগে গিয়েছে? অঙ্কুর বলেছিল, "তুমি আজ খুব বিজ়ি দেখছি।"

আশাবরী বলেছিল, "কাজের সময় সবাই বিজ়ি থাকে। তুমিও থাকো।"

অঙ্কুর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "দুর, আমি আর কী বিজ়ি! বিজ়ি হলেই বা? আমারটা কোনও কাজ হল? দোরে-দোরে ঘুরে ফেরি করা। এই তো সকাল থেকে কত ঘুরলাম, ক'টাকার বিজ়নেস হল, বলো?"

"অঙ্কুর, তোমার বিজ়নেস নিয়ে বরং আমরা আর একদিন কথা বলি, কেমন? পেশেন্টরা অপেক্ষা করে আছে। অনেক দূরে ফিরবে। আর এরা তো কেউ জেনারেল রোগী নয়, মানসিক রোগী। এদের স্পেশাল অ্যাটেনশন দিতে হয়।"

অঙ্কুর টেবিলের উপর রাখা ঢাউস ব্যাগটা টেনে নিয়ে বলেছিল, "সরি, সরি। আমি উঠছি। তোমার কাজের সময় এসে বিরক্ত করলাম।"

আশাবরী বলল, "আমিও সরি। তুমি ক্লান্ত হয়ে ফিরছ। তোমাকে আমার

BanglaBook.org

এক কাপ চা খাওয়ানো উচিত। কিন্তু সেটা করতে গেলে পেশেন্টদের প্রতি অবিচার করা হবে। আর একটা কাজ করা যায়। তোমাকে বাইরে চা দিতে বলতে পারি। সেটা ঠিক হবে না।"

অঙ্কুর লজ্জা পেয়ে বলেছিল, "না-না, চায়ের দরকার নেই। তবে তুমি যদি বলো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারি। কাজ হয়ে গেলে না হয় হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেব।"

আশাবরী উঠে দাঁড়িয়েছিল, "ধন্যবাদ, তার দরকার নেই। হাওড়া পর্যন্ত পৌঁছোনোর জন্য ক্লিনিক আমাকে গাড়ি দেয়। না দিলেও কিছু নয়। আমি একাই চলে যেতে পারি। যাক, তা হলে আমি আবার কাজে বসি?"

আশাবরী নিজে এসে চেম্বারের দরজা খুলে দিয়েছিল। নিচু গলায় বলেছিল, "কাজের জায়গায় এভাবে হুট করে না আসাটাই ভাল অঙ্কুর। এতে আমাদের দু'জনেরই সমস্যা হয়।"

কাউন্টারের মেয়েটির বিস্মিত চোখ টপকে ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে এসেছিল অঙ্কুর। পথে নেমে প্রথমে মনে হয়েছিল, এটা কি অপমান? সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে মনে হয়েছিল, দুর অপমান কেন হবে? আশাবরী তো ঠিকই বলেছে! কাজের সময় গেলে মানুষ বিরক্ত হবে না? বোকামিটা তারই হয়েছে।

আজ আশাবরী কোথায় আছে, ক্লিনিকে? নাকি ওর এনজিও-র অফিসে? বসের বাড়ির নেমন্তন্ন বাদ দিয়ে সেখানে চলে গেলে কেমন হবে? চাকরি চলে যাবে? এখন চাকরি চলে গেলে সমস্যা। উপার্জন বন্ধ করা চলবে না। টুনুটা আর একটু বড় হলে অমরনাথ চৌধুরীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। তার জন্য টাকা লাগবে।

অঙ্কুর মোবাইলে আশাবরীর নম্বর টিপল। দু'বার বাজতেই ফোন ধরল আশাবরী। সাধারণত এত তাড়াতাড়ি সে অঙ্কুরের ফোন ধরে না। পেশেন্ট নিয়ে থাকলে তো একেবারেই নয়।

"কী হয়েছে অঙ্কুর?"

অঙ্কুর বলল, "না কিছু হয়নি, তুমি কোথায়?"

আশাবরী এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "পুলিশ কী বলল?"

BanglaBook.org

বহুক্ষণ পর আবার পুলিশের কথা মনে পড়ল অঙ্কুরের। ইস্, এই উত্তরটা মাথায় নিয়ে ফোন করা উচিত ছিল। কথাটা যে আশাবরী জিজ্ঞেস করবে জানা কথা।

অঙ্কুর সামান্য ভেবে নিচু গলায় বলল, "ও কিছু নয়, পুরনো একটা মামলা।"

আশাবরী বলল, "কী পুরনো মামলা?"

আশাবরীর এই উদ্বেগ অঙ্কুরের ভাল লাগল, আবার অস্বস্তিও হল, "বাড়ির একটা ব্যাপার। বাবাকে না পেয়ে কথা বলতে আমাকে ডেকেছিল। তুমি কোথায় আছ?"

আশাবরী একটু চুপ করে রইল। বলল, "আমি এনজিও-র অফিসে।"

"একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি?"

আশাবরী চিন্তিত গলায় বলল, "কেন? কোনও সমস্যা হয়েছে?"

অঙ্কুর হেসে বলল, "আরে না-না, বললাম তো কোনও সমস্যা হয়নি। একটা নেমন্তন্ন বাড়িতে যাব, হাতে সময় আছে, ভাবছি দু'জনে কোথাও বসে একটু চা খেয়ে নিতাম।"

আশাবরী চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। বলল, "না, আমরা একটা মিটিং-এ বসব। জলপাইগুড়িতে আমাদের ক্যাম্প আছে। সেই নিয়ে..."

অঙ্কুর বাধ্য ছেলের মতো বলল, "আচ্ছা, তা হলে আর কোনওদিন হবে। আজ ছাড়ি।"

আশাবরী নিচু গলায় বলল, "এক মিনিট অঙ্কুর। সত্যি যদি কোনও প্রবলেম হয়ে থাকে, আমাকে জানিয়ো। অবশ্য যদি প্রবলেমটা আমাকে জানানোর মতো হয়।"

কলকাতা শহরের প্রথম তিনটে খারাপ জিনিসের একটা হল ট্যাক্সি। তারা যাবে কিনা বা গেলেও কোথায় যাবে, কত টাকা একস্ট্রা নেবে, পুরোটাই ড্রাইভারদের উপর নির্ভর করে। অঙ্কুরের অফিস এলাকায় ট্যাক্সি পাওয়া তো আরও কঠিন। তারপরেও একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল অঙ্কুর। ট্যাক্সিতে উঠেই মনে হল, সে একটা মস্ত ভুল করেছে। আশাবরীকে পুলিশের ঘটনাটা বলে দেওয়া উচিত ছিল। মেয়েটা সন্দেহ করেছে। সন্দেহ করলে কোনও সমস্যা ছিল না, কিন্তু সেটা যদি তাকে নিয়ে হয়? যদি মনে করে, অঙ্কুর বাজে কিছু ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে? মায়ের মৃত্যু নিয়ে পুলিশ যে তদন্ত শুরু

BanglaBook.org

করেছে, সেটা সবথেকে খারাপ ঠিকই। কিন্তু এটা অন্তত অঙ্কুরের ঘাড়ের উপর পড়ছে না। বোঝাই যাচ্ছে, অমরনাথ চৌধুরীকে ফাঁসাতে কেউ এই মিথ্যে অভিযোগ তৈরি করেছে। কিন্তু সেটা তো আর আশাবরী জানল না! সে জানল, অঙ্কুর এমন কিছু করেছে বা জড়িয়ে পড়েছে, যাতে থানায় তার ডাক পড়েছে। এই ভুল ধারণাটা ভাঙানো উচিত। কিন্তু তা হলে তো সব বলতে হয়। পরিবারের যাবতীয় ঘটনা। সেখানেও তো অনেক মিথ্যে বলা আছে। সেসবের কী হবে?

অঙ্কুর হতাশভাবে ট্যাক্সির সিটে হেলান দিল। ট্যাক্সি আটকেছে ট্র্যাফিক জ্যামে। জ্যাম মনে হচ্ছে জটিল। উলটোদিক থেকে কোনও গাড়ি-টাড়ি আসছে না।

'আপনি' থেকে 'তুমি' সম্বোধনের সূচনা আশাবরীই করেছিল। তবে সেটা কোনও গদগদ ব্যাপার ছিল না। নিজের মতো একটা থিয়োরি তৈরি করে নিয়েছিল, "অঙ্কুর, আপনার সঙ্গে বেশ কয়েকদিন আলাপ হয়ে গেল। মনে হয়, আপনি আমাকে খানিকটা চিনেছেন, আমিও আপনাকে খানিকটা চিনতে পেরেছি। কতদিন আমাদের এই দেখা-সাক্ষাৎ, কথা বলার ফেজ়টা থাকবে আমি জানি না। তবে যে-ক'দিনই থাকুক, আমি আর আপনি-টাপনিতে কথা চালাতে পারছি না। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, এবার থেকে আমরা 'তুমি' সম্বোধনেই কথা বলতে পারি। তা ছাড়া আমার ধারণা, আমি আপনার চেয়ে বয়সে খানিকটা বড়।"

অঙ্কুর উৎসাহের সঙ্গে বলেছিল, "অবশ্যই পারি। আমি কিছুদিন ধরে ভাবছি... আপনি-আজ্ঞে কেমন দূরের ব্যাপার হয়ে যায়। তাই না?"

সেদিন দু'জনে হাওড়া ব্রিজের উপর দিয়ে হাঁটছিল। লালবাজারের সামনে আশাবরীর সঙ্গে দেখা করেছিল অঙ্কুর। ফোন করার পর আশাবরীই ডেকেছিল, "চলে আসুন না, আপনার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। আপনার ছেলেমানুষি মিস করছি।"

'ছেলেমানুষি'র খোঁচা বুঝতে পারেনি অঙ্কুর, এমন নয়। গা করেনি। মেয়েটা এমনই। 'বোকা' না বলে 'ছেলেমানুষি' বলছে, এই তো। যাক, বলুক। দেখা করতে চাইছে, এটাই অনেক।

"কোথায় যাব? আপনার অফিসে না ক্লিনিকে?"

আশাবরী হেসে বলেছিল, "কোথাও নয়। রাস্তায় আসুন।"

BanglaBook.org

অঙ্কুর অবাক হয়ে বলেছিল, "রাস্তায় যাব মানে?"

আশাবরী বলেছিল, "আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে ছ'টায়। আমি বাড়ি ফিরব। পথে কোথাও আমরা দেখা করে নিই? আপনার অসুবিধে হবে?"

অঙ্কুর তাড়াতাড়ি বলেছিল, "না-না, অসুবিধের কী আছে? আমারও কাজ শেষ হল বলে। কোনও একটা রেস্তোরাঁয় বসি? কফিশপে বসবেন?"

আশাবরীর গলা সিরিয়াস হয়ে গিয়েছিল, "না-না, আমি বাইরে কোথাও বসা পছন্দ করি না। হাঁটতে-হাঁটতেই কথা হবে। আমি তো হাওড়া স্টেশন যাব। খানিকটা না হয় হেঁটেই যাব। সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের সামনে চলে আসুন। আচ্ছা থাক, আপনি বরং লালবাজারের মুখটায় থাকবেন। অবশ্যই যদি অসুবিধে না হয়।"

এই প্রস্তাবে অঙ্কুর খানিকটা থতমতই খেয়ে গিয়েছিল। এই বয়সে হাঁটতে-হাঁটতে কথা বলা! সেলসে কাজ করার সুবিধে 'পার্টি'র সঙ্গে বাইরে বহু জায়গায় বসতে হয়। রেস্তোরাঁ, কফিশপ, এমনকী বারেও। উপায় নেই। কাজটাই এমন। আশাবরী 'পার্টি' না হলেও, হাঁটতে-হাঁটতে কথা বলা একটা বিদঘুটে ব্যাপার। এই মেয়ের অনেক কিছুই বিদঘুটে। তবে নিজে থেকে দেখা করতে চেয়েছে, এটাই অনেক। আশাবরীর ফোন ছেড়ে কাজ গুটিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিল অঙ্কুর। লালবাজারের মূল গেটের পাশে দাঁড়িয়েছিল আশাবরী। মেয়েদের পক্ষে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সামনে অপেক্ষা করাটা নিরাপদ। অঙ্কুর পরে আসায় দুঃখ প্রকাশ করতে যাওয়ায় আশাবরী তাকে থামিয়ে বলেছিল, "চলুন হাঁটি। পারবেন তো?"

অঙ্কুর বীর বিক্রমে বলেছিল, "হাঁটাই তো আমার কাজ।"

আশাবরী ট্রামলাইন টপকাতে-টপকাতে বলেছিল, "কেন? আপনি কি পরিব্রাজক?"

অঙ্কুর হেসে বলেছিল, "একই হল।"

কথা বলতে-বলতে হাওড়া ব্রিজে উঠে পড়েছিল দু'জনে। বহু মানুষ হাঁটছে। গঙ্গার ঠান্ডা বাতাসে হাঁটতে চমৎকার লাগছিল অঙ্কুরের, "ভাবছি ফেরার সময়ও হেঁটেই ফিরব।"

আশাবরী হেসে বলেছিল, "খবরদার। ও কাজটিও করবেন না। পায়ে খুব ব্যথা হবে আর আমাকে মনে-মনে গাল দেবেন।"

BanglaBook.org

"গালাগাল কি শুধু আপনিই আমাকে দেবেন? আমারও তো অধিকার আছে।"

"ও মা! আমি আপনাকে কখন গালাগাল দিলাম!"

অঙ্কুর আবারও হেসে বলেছিল, "ছেলেমানুষি বলা কি গাল হল না?"

"সে কী! ছেলেমানুষি তো কমপ্লিমেন্ট। বুঝতে না পারলে অবশ্য অন্য কথা।"

"জানেনই তো আমি খানিকটা বোকা।"

আশাবরী স্মার্টভাবে উত্তর দিয়েছিল, "জানি না, যত মিশছি তত জানতে পারছি। তবে এতে আমার কোনও সমস্যা নেই। সারাক্ষণ এত বুদ্ধিমানের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয় যে, মাঝে-মাঝে বোকার মতো কথা শুনতে মন্দ লাগে না। যাক, ওসব বাদ দিন। আপনি কি এই প্রথম হাওড়া ব্রিজ দিয়ে হাঁটছেন? আমি কিন্তু মাঝে-মাঝেই হাঁটি। হাঁটার লোভে নয়, নদী দেখার লোভে। বাড়ির সামনে নদী তো, তাই নদীর জল সবসময় টানে।"

অঙ্কুর বলেছিল, "খুব ছোটবেলায় একবার হেঁটেছি। আমি একা নই, বাড়ির সবাই। বাবা, মা, টুনুও ছিল। কোথায় যেন একটা বেড়াতে যাচ্ছিলাম। ব্রিজে খুব জ্যাম। ট্রেন মিস হওয়ার জোগাড়। কুলিরাও ব্রিজে চলে এসেছিল। ওরা বুঝতে পারত। বাবা একজনকে ডেকে মালপত্র মাথায় তুলে দিল। তারপর দৌড়। মনে আছে টুনুর কী কান্না!"

"কান্না! কান্না কেন?"

অঙ্কুর বলেছিল, "ভয়ে। ব্রিজের উপর দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে, নীচ দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, এই ভয়। আমার মনে আছে, মা ওকে বলছিল, 'ওরে বোকা, মানুষকে সারাজীবনই ব্রিজের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়। একটু এদিক-ওদিক হলে ধপাস করে নীচে।' এতে টুনু আরও কেঁদে উঠছিল।"

আশাবরী হেসে ফেলেছিল। বলে, "ওইটুকু মেয়ে এসব গম্ভীর দর্শনের কথা কী বুঝবে?"

ব্রিজের শেষ মাথার কাছে এসে আশাবরী 'তুমি' সম্বোধনের প্রস্তাব দিয়েছিল। অঙ্কুর উৎসাহের সঙ্গে মেনে নেওয়ার পর খানিকক্ষণ চুপ করে হেঁটেছিল। ভিড়, গাড়ি, রাস্তার আবর্জনা সামলে এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে অঙ্কুরকে বলেছিল, "এবার তুমি যাও। ধন্যবাদ আমার সঙ্গে এতটা হাঁটার জন্য।"

BanglaBook.org

অঙ্কুর বলেছিল, "আমারও ভাল লাগল। ভাগ্যিস ডাকলে।"

আশাবরী ঠান্ডা গলায় বলেছিল, "এবার বাসে উঠে পড়ো। ওই যে স্ট্যান্ড। আর একটা কথা অঙ্কুর, তুমি হয়তো বোকা, কিন্তু 'তুমি' সম্বোধনের ডাকাডাকিকে প্রেম ভাবার মতো অত বোকা নিশ্চয়ই নয়। এই কথাটা মনে রাখলে সম্পর্কটা সহজ থাকবে। তোমাকে আমার পছন্দ বলেই নিঃসংকোচে ডেকে, এতটা পথ পাশে হাঁটতে পারি, বোকাও বলতে পারি। যখন মুড হবে না, ডাকব না। কথা বললে বিরক্ত হব। আশা করি এইটুকু বুঝবে। অতিরিক্ত ভেবে পরিচিতির সৌন্দর্যটাকে নষ্ট করবে না।"

অঙ্কুর সেদিন কিছু বলেনি। সবটা যে খুব ভাল করে বুঝতে পেরেছিল, এমনটাও নয়। চুপ করেই ফিরে গিয়েছিল। সবটাই আশাবরীর মুড, ইচ্ছে? তার কোনও ইচ্ছে নেই? যাক, এসব ভেবে লাভ কী? মাঝে-মাঝে এমন চমৎকার একটা মেয়ের সঙ্গ পাওয়াটাও তো যথেষ্ট! দুর, প্রেম-টেম কে ভাবে?

ট্যাক্সি এখনও জ্যামে আটকে। মনে হচ্ছে, সামনে কোনও গোলমাল হয়েছে। একদিক থেকে ভালই, বসের বাড়িতে যত কম সময় থাকা যায়... তবে এবার নিশ্চয়ই ফোন আসবে। অঙ্কুরের ক্লান্ত লাগছে। সে ট্যাক্সির সিটে মাথা রেখে চোখ বুজল।

আট

"এই যে টুনু, কেমন আছ?"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "তুমি আবার এসেছ?"

ভিতরের টুনু হাসল। বলল, "আসা-যাওয়ার কী আছে? আমি তো তোমার সঙ্গেই আছি।"

দিব্যাঙ্গনা বিরক্ত গলায় বলল, "তুমি এখন যাও, আমি কাজ করছি।"

ভিতরের টুনু বলল, "লেখাপড়া করছ?"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "না। তিয়াসাটা এসে সব ঘেঁটে দিয়েছে। নিজেও পড়ল না, আমাকেও পড়তে দিল না। আমি অন্য কাজ করছি।"

"কী কাজ?"

BanglaBook.org

দিব্যাঙ্গনা এবার বেশি বিরক্ত হল। বলল, "উফ্, খুব জ্বালাতন করছ তো!"

ভিতরে টুনু শান্তভাবে বলল, "রাগ করছ কেন টুনু? তুমিই তো আমাকে ডাকলে?"

দিব্যাঙ্গনা চোখ কটমট করে বলল, "আমি তোমাকে ডাকলাম!"

"দুর বোকা, বাইরের টুনু না ডাকলে ভিতরের টুনু কি কখনও আসতে পারে? তুমি হয়তো জানতেও পারোনি, বেখেয়ালে কখন আমাকে ডেকে ফেলেছ! মানুষের মন ব্যাপারটাই তো এরকম টুনু। সে কীভাবে, কখন যাতায়াত করে, বোঝার উপায় নেই।"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "আচ্ছা, অনেক লেকচার হয়েছে। এবার তুমি এসো। তিয়াসা ঘুমোচ্ছে, এই ফাঁকে কাজটা সেরে ফেলি। ও উঠলেই আবার হইচই শুরু করবে।"

ভিতরের টুনু বলল, "তুমি কী করছ, সেটা তো বললে না।"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "বলা যাবে না।"

ভিতরের টুনু ফিক করে হেসে ফেলল, "যতই তুমি আমার সামনে কাগজটা লুকোতে চেষ্টা করো না কেন, আমি জানি তুমি কী করছ! তুমি তোমার ডিবি, মানে দেবার্ঘ্য স্যারকে চিঠি লিখছ। তাই তো?"

ঘটনা তাই-ই। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে দিব্যাঙ্গনা ড্রয়িংরুমে বসে আছে। পড়ার বই নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর, সে একটা খাতা টেনে, পাতা উলটে দেবার্ঘ্য স্যারকে চিঠি লিখতে বসেছে। অনেকটা লেখা হয়ে গিয়েছে।

স্যার,

এখন আর কেউ হাতে চিঠি লেখে না। মেল বা মেসেজ করে। আমি তো আর আপনাকে মেসেজ করতে পারি না, তাই হাতেই লিখছি। এই চিঠি মেল বা মেসেজ করার মতো নয়।

একটা নালিশ জানানোর জন্য আপনাকে এই চিঠিটা লিখছি। নালিশটা আপনারই বিরুদ্ধে। বুধবার আপনার ক্লাসের পর, কতগুলো বিষয় নিয়ে আমাদের কনফিউশন হচ্ছিল। আমি বন্ধুদের বললাম, "চল স্যারকে দেখিয়ে আনি।" বন্ধুদের অনেকেই বলেছিল, বিষয়টা এমন কিছু জরুরি নয় যে, আজই বুঝতে হবে। দু'দিন পরে দেখালেও হবে। কিন্তু আমি নাছোড় ছিলাম,

BanglaBook.org

"মোটেই না, টাটকা-টাটকা জেনে নিলে অনেক ভাল।" বন্ধুরা তখন কেউ-কেউ আমার সঙ্গে ঠাট্টাও করল, "তুই ভাল মেয়ে, আমরা তো নই। তুই ডিবির কাছে চলে যা। বুঝে আয়। আমরা তোর কাছ থেকে পরে বুঝে নেব।" স্যার, আমি এটাই চাইছিলাম। আমি চাইছিলাম, আমি একা আপনার কাছে যাই। আপনি একা আমাকে নোটস বুঝিয়ে দেবেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মেহেলি আর দধিতি এগিয়ে এল। মেহেলি বলল, "চল, আমরাও তোর সঙ্গে যাই। ফার্স্ট গার্লকে ডিবি নিশ্চয়ই ভাল করে বোঝাবে।" দধিতি পাজি মেয়ে। খারাপ কথা সে অনায়াসে বলতে পারে। সে বলল, "আমি অবশ্য পড়া বুঝতে যাব না। দেবার্ঘ্য স্যারকে দেখতে যাব। এত হ্যান্ডসাম পুরুষমানুষ আমি খুব কম দেখেছি।" দধিতির উপর আমার খুব রাগ হল স্যার। কী করব বলুন, মেয়েটাই ওইরকম! তারপর আমরা তিনজন মিলে আপনার কাছে গেলাম। ফাঁকা টিচার্সরুমের একপাশে, জানলার ধারে চেয়ারে বসে আপনি বই পড়ছিলেন। জানলা থেকে বিকেলের আলো এসে আপনার মুখে পড়েছিল। আপনাকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল স্যার! আমার মনে হচ্ছিল, আপনি মানুষ নন! মানুষ এত সুন্দর হতে পারে না। আমার বুক ঢিপঢিপ করতে শুরু করেছিল।

স্যার, আপনি বোধহয় জানেন না, আমি খুব কঠিন একজন মেয়ে। আগে ছিলাম না। এখন হয়েছি। এইটুকু জীবনেই এত বাজে সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে... সহজে আমার আবেগ আসে না। কাউকে ভালবাসতে পারি না। আমি বাইরের সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চাই। আমার মনের জানলাগুলোকে বন্ধ রাখতে চাই। বিশ্বাস করুন, আপনি আমার সেই বন্ধ জানলা মাঝে-মাঝে খুলে দেন।

এতসব কথা বললাম বলে আপনি নিশ্চয়ই রাগ করছেন। আসলে কী জানেন, আবেগহীন মানুষ যখন আবেগের মধ্যে ঢুকে যায়, তখন চট করে বেরোতে পারে না। সেদিন আপনি আমাদের তিনজনকে নোটস বুঝিয়ে দেওয়ার পর মনে আছে আমরা বলেছিলাম, আপনি কী সুন্দর পড়ান? কিন্তু আপনি দধিতির মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বলেছিলেন, "সবাই ভাল পড়ান। এক-একজনেরটা এক-একরকম। সবাই যদি একই ভাবে শেখাতেন, তা হলে কি ভাল লাগত? সাতটা সুর মিলিয়েই তো সংগীত হয়। শিক্ষাও তাই। সব মিলিয়ে পুরোদস্তুর একটা চেহারা হয়। কখনও সহজ, কখনও

BanglaBook.org

কঠিন। বাইরের কাঠিন্য দেখে ভয় পেলে চলবে না। এরমধ্যে মিষ্টি জল, নরম শাঁস আছে। যে পারবে, ভেঙে বের করে নাও। জীবনও তাই। কঠিন আবরণ সরিয়ে রস খুঁজে নিয়ে হয়।”

সেদিন আমি আপনার কথা পুরোটা না বুঝলেও, অনেকটাই বুঝেছিলাম। পড়ানো নিয়ে বলতে গিয়ে কী দারুণ কথা বলেছিলেন! জীবনের কাঠিন্য কাটিয়ে ভিতরের স্নেহ, মমতা, ভালবাসা খুঁজে নেওয়ার কথা। এমন কথা শুধু আপনিই বলতে পারেন।

কিন্তু গোটা সময়টা আপনি শুধু মেহেলি আর দধিতির দিকে তাকিয়ে কথা বললেন কেন? আমাকে যেন দেখতেই পাচ্ছিলেন না। আমার খুব অভিমান হচ্ছিল, জানেন। মেহেলি, দধিতিকে খুব সুন্দর দেখতে। কিন্তু আমি কি একেবারেই তাকানোর মতো নই? আচ্ছা না হয় দেখতে খারাপই, কিন্তু লেখাপড়ায় তো আমি ওদের চেয়ে এগিয়ে থাকি। থাকি না? আপনার তো একটিবার আমার দিকে তাকিয়ে পড়া বোঝানো উচিত ছিল! খুব খারাপ লাগছিল স্যার।

এই রাগ, অভিমানের কথা আর কাকে বলব বলুন? এমন একজন মানুষকে ভালবেসে বসে আছি, যার কথা নিজেকেও বলা যায় না। লজ্জা করে, ভয় করে। আপনাকে ভালবেসে আমি যে অন্যায় করেছি। প্রথম যেদিন আপনার জন্য বুক দুরদুর করে উঠেছিল, ভেবেছিলাম ইনফ্যাচুয়েশন। মনে আছে আপনার? আমি জ্বরের জন্য তিনদিন আসতে পারিনি, আপনি ক্লাসে দাঁড় করিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী হয়েছে! বলেছিলেন, ডাক্তার দেখাতে আর পড়া বুঝে নিতে! না পারলে আপনার কাছে যেতে। আমার ক্লাস টেস্টের খাতা দেখে প্রশংসা করেছিলেন আপনি! আপনার ঝকঝকে চোখ দুটো খুব টানত আমাকে। তারপর যখন আমাকে এই কথাগুলো বলেছিলেন... আপনাকে তো আগেই বললাম, আবেগ আমাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু সেদিন আমার যে কী হল! ভালবেসে ফেললাম আপনাকে। গোপন অথচ পাগলের মতো ভালবাসা। গায়ে একশো দুই জ্বর নিয়েও আপনার ক্লাস করতে ছুটেছি। আপনি যেদিন ক্লাসের বোর্ডে বড়-বড় করে নিজের বাড়ির ফোন নম্বর লিখে বলেছিলেন, “আমার মোবাইল ফোন নেই। ছুটির সময় যদি তোমাদের মনে হয় ফিজিক্সের কোনও বিষয় বুঝতে পারছ না, নির্দ্বিধায়

BanglaBook.org

আমাকে ফোন করবে," আমি সেদিনই রাতে ফোন করেছিলাম। আপনি "হ্যালো" বলতেই ফোন কেটে দিই। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

আজ এই পর্যন্ত লিখেই চিঠি শেষ করব। আমি জানি, আমার এই ভালবাসা একতরফা। মাঝে-মাঝে মনে হয়, ছিঃ! একজন সংসারী মানুষকে এই কথা বলাটাও খারাপ... কিন্তু আমার বাবাও তো সংসারী মানুষ ছিলেন...

এই পর্যন্ত লেখার পরই ভিতরের টুনু এসে হাজির হয়েছে।

ভিতরের টুনু বলল, এইরকম চিঠি তুমি আগেও বেশ কয়েকবার লিখেছ। কোনওবারই দিতে পারোনি।"

দিব্যাঙ্গনা খানিকটা হতাশভাবেই বলে, "এইবার পারব।"

ভিতরের টুনু হেসে ফেলল, "একথা তুমি প্রতিবারই ভাবো। শেষপর্যন্ত চিঠি কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দাও। আসলে এটা তো চিঠি নয়।"

দিব্যাঙ্গনা অবাক হয়ে বলে, "চিঠি নয়! তা হলে এটা কী?"

ভিতরের টুনু হেসে বলে, "এটা তোমার ভালবাসার মানুষের সঙ্গে লুকিয়ে-লুকিয়ে কথা বলা। এরকম কথা তুমি আবার বলবে, বলতেই থাকবে। কিন্তু চিঠি কোনওদিন পাঠাতে পারবে না। তুমি বরং একটা কাজ করো। তোমার প্রাণের বন্ধু তিয়াসাকে ঘটনাটা বলে ফেলো। তার অ্যাডভাইস শোনো।"

দিব্যাঙ্গনা তেড়েফুঁড়ে বলল, "অসম্ভব! একথা কাউকে বলব না। তা ছাড়া তিয়াসা এখন নিজেই ঝামেলার মধ্যে আছে, কান্নাকাটি করছে।"

"সেই জন্যই তো বলবে। যে ঝামেলার মধ্যে মনখারাপ করে থাকে, তাকে কঠিন ধাঁধা দিয়ে অন্যমনস্ক করে দিতে হয়। তখন তার মনখারাপ পালিয়ে যায়।"

দিব্যাঙ্গনা অবাক হয়ে বলল, "আমার স্যারের বিষয়টা জটিল ধাঁধা হতে যাবে কেন? একজন টিচারকে তার ছাত্রীর পছন্দ হওয়াটা ধাঁধা নাকি?"

ভিতরের টুনু বলল, "শুধু পছন্দ তো নয়, তার চেয়েও বেশি। যদিও এই ঘটনা ধাঁধার মতো জটিল নয়, কিন্তু তুমি জটিল করে তুলছ। এই বলছ, তাঁকে ভালবাসার কথা বলাটা অন্যায়, আবার বলছ, 'স্যার, আপনি কেন আমার দিকে তাকাননি?' একটা সাধারণ মেয়ে হলে বিষয়টা নিয়ে এত চিন্তার ছিল না। কিন্তু তুমি সাধারণ মেয়ে নও। এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

BanglaBook.org

হয় মন শক্ত করে সরে আসতে হবে, নয় ভালবাসার কথা বলে দিতে হবে। তাতে হয়তো কিছু ঘটবে না, কিন্তু মানুষটা তো জানবে। তোমার কাছে সেটাই অনেক।"

ভিতরের টুনু চলে যাওয়ার পর খানিকক্ষণ থম মেরে বসে রইল দিব্যাঙ্গনা। তিয়াসা বেলা গড়িয়ে যাওয়ার পর ঘুম থেকে উঠেছিল। আধখানা ঘুমচোখেই খেয়েছে। আবার শুয়ে পড়েছে। সাতটা বাজতে চলল, এখনও ঘুমোচ্ছে। বাড়ি ফিরবে না। না ফেরাই উচিত। একদিন কেন, তিনদিন না ফেরা উচিত। বাড়ির লোক চিন্তা করুক, খোঁজাখুজি করুক। থানা-পুলিশ যা খুশি করুক। দিব্যাঙ্গনা মনে-মনে ঠিক করে নিয়েছে, এই ব্যাপারে সে তিয়াসার পাশে থাকবে। যতদিন খুশি এখানে থাকুক। অত বড় মেয়েকে এভাবে কেউ মারে! আগেও তিয়াসার কাছে এমন অনেক শাস্তির অনেক গল্প শুনেছে। ওর বাবা-মা এরকমই। বাইরে গান-কবিতা, ভিতরে নিষ্ঠুর।

"জানিস দিব্যাঙ্গনা, তুই যখন মাসিমার জন্য দুঃখ করিস, আমার কেমন যেন লাগে। মায়ের জন্য আমার কখনও একটুও দুঃখ হয় না।"

দিব্যাঙ্গনা বলেছিল, "ছিঃ, এরকম বলে না।"

তিয়াসা বলেছিল, "হয়তো বলে না। কিন্তু আমি কী করব বল? আমার এরকমই হয়। ক্লাস ফাইভে পড়ি, মায়ের একবার পা ভেঙে গেল। আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। মনে-মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম।"

"সে আবার কী! মায়ের পা ভাঙলে কেউ কখনও খুশি হয়?"

তিয়াসা বলেছিল, "আমার জায়গায় তুই থাকলেও একইরকম ভাবতিস। তার আগের দিন মা আমাকে বাথরুমে বন্ধ করে রেখেছিল। খাতে খেতেও দেয়নি।"

দিব্যাঙ্গনা চোখ-মুখ কুঁচকে বলেছিল, "এসব কী বলছিস তিয়াসা! ভদ্রবাড়িতে এসব হয় নাকি?"

তিয়াসা বলেছিল, "আমাদের বাড়িটা বেশি ভদ্রলোকের বাড়ি দিব্যাঙ্গনা। আমার অপরাধ ছিল, বিকেলে খেলাধুলো করে পাশের বাড়ি থেকে ফিরতে দেরি করা। তার জন্য প্রথমে মারধর, তারপর বাথরুমে বন্দি। এরকম অনেকবার হয়েছে। মা আমার দিকে নজর দিত না। লেখাপড়া নিজের মতো করতাম। নিজেই জামাকাপড় পরে টিফিন গুছিয়ে স্কুলে যেতাম। মা থাকত

BanglaBook.org

নিজেকে নিয়ে। স্কুল, বন্ধুবান্ধব। বাবা তাতে রসদ জোগাত। কোনও-কোনও দিন হঠাৎ-হঠাৎ মা আমাকে নিয়ে পড়ত। পড়া ধরত। সহবত শেখাত। তখন বকাঝকা, মারধর চলত।"

দিব্যাঙ্গনা বিষয়টাকে সহজ করার জন্য বলেছিল, "তুইও তো দুষ্টু ছিলি তিয়াসা।"

"হ্যাঁ ছিলাম, মা-বাবা আমাকে যত শাসন করত, আমি তত বেয়াড়া হয়ে উঠতাম। আর আমার বয়ে গিয়েছে। আমি সব শোধ তুলব। মা-বাবার গান কবিতা আমি লাটে তুলে ছাড়ব।"

খানিক আগে দাদা ফোন করেছিল। অফিসের বসের বাড়িতে হঠাৎ নেমন্তন্ন। রাতে খাবার আনবে বলছিল। দিব্যাঙ্গনা বারণ করল, "খাবার আনিস না।"

"স্যার বলেছেন তো। নইলে রাগারাগি করবেন।"

দিব্যাঙ্গনা বলেছে, "তুই তোর স্যারকে বুঝিয়ে বল দাদা। তা ছাড়া আজ তিয়াসা আমাদের এখানে থাকবে। আমরা দু'জনের মতো রান্না করে নেব। বিকেলের পরে লাঞ্চ করেছি। পেট আইঢাই করছে। প্লিজ় কিছু আনিস না।"

"বেশ। আমার ফিরতে একটু দেরি হবে। তিয়াসার খেয়াল রাখিস। ঠিক করে খেতে-টেতে দিস।"

দিব্যাঙ্গনা চিঠিটা ফরফর করে ছেঁড়ার সময় বেডরুম থেকে তিয়াসা বেরিয়ে এল। ঘুমভাঙা চোখমুখে মেয়েটাকে আরও সুন্দর লাগছে। একটা ফ্রেশ ভাব। গায়ে বিছানার চাদরটা জড়িয়ে নিয়েছে। সেটা মাটিতে লুটোচ্ছে। চাদর দিয়ে ঢাকলেও বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটা এখনও গায়ে কিছু পরেনি। ঢাকাঢাকির ব্যাপারটাও সে খুব অবহেলার সঙ্গে করেছে। দিব্যাঙ্গনা তাড়াতাড়ি ছেঁড়া চিঠির টুকরোগুলো হাতের মুঠোয় লুকিয়ে ফেলল। হেসে বলল, "এই যে ম্যাডাম, আপনি দয়া করে এবার একটা জামা-টামা কিছু পরুন। এটা জঙ্গল বা গুহা নয়, এখানে পোশাক পরতে হয়। আমার একটা হালকা টি-শার্ট বের করে রেখেছি। ওটা পরলে পিঠে লাগবে না। তবে দাদা ফেরার পর আর একটু কিছু লাগবে। সেই ব্যবস্থাও আছে। আমার হাউজ়কোট পরে নিবি। একটু গরম লাগবে, বাট সরি।"

তিয়াসা এসব কথায় পাত্তা না দিয়ে চাদর-টাদর নিয়ে ধপ করে সোফার

BanglaBook.org

উপর বসে পড়ল। ঘুম-ঘুম চোখে বলল, "আমাকে দেখে কী ছিঁড়লি রে? লভ লেটার?"

দিব্যাঙ্গনা চমকে উঠল, "দুর, আমি কি তুই যে, সন্ধেবেলা প্রেমপত্র লিখতে বসব?"

তিয়াসা সোফায় হেলান দিয়ে সামনের টেবিলে দুটো পা তুলে দিল। কালো পায়জামার ভিতর থেকে টুকটুকে ফর্সা পায়ের পাতা বেরিয়ে পড়েছে। ডান হাতটাও চাদর থেকে বের করা। নগ্ন হাত, কাঁধের একটা দিক, আর বুকের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। দিব্যাঙ্গনার মনে হল, বেশ লাগছে মেয়েটাকে। যত্নআত্তির কারণে স্কিনটা ভাল। তাই গা দেখা গেলে ভাল লাগে।

"সন্ধেবেলা আমি প্রেমপত্র লিখি, তোকে কে বলল?"

দিব্যাঙ্গনা সহজ করার জন্য হেসে বলল, "একে বলে চোরের মন বোঁচকার দিকে। নিজে না করলে এমন উদ্ভট কথা মনে আসার কারণ কী?"

তিয়াসা দু'হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। গা থেকে চাদর খসে যেতে দিব্যাঙ্গনা মুখ কুঁচকে বলল, "উফ্, তুই জামা পর আগে।"

তিয়াসা পাত্তা না দিয়ে, চাদর টেনে তুলে বলল, "আমি কি তোর মতো হাঁদা যে, চুল এলিয়ে সন্ধেবেলা বসে প্রেমপত্র লিখে প্রেম করব? তুই বড় করে টিপ পরে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে নিলে পারতিস। একেবারে মান্ধাতা আমলের বাংলা উপন্যাসের নায়িকার মতো লাগত। ডিসগাস্টিং। এখনকার দিনে ওসব কেউ করে? ধুস!"

দিব্যাঙ্গনা মুঠোয় ধরা কাগজের টুকরোগুলো চেপে ধরে আছে। উঠে গিয়ে ফেলতে হবে। তিয়াসা একটু অন্যমনস্ক হলেই চান্স নিতে হবে। "চিঠি লেখে না! তা হলে এখন ছেলেমেয়েরা কী দিয়ে প্রেম করে?" তিয়াসার মন ঘোরানোর জন্য দিব্যাঙ্গনা বলল।

তিয়াসা সহজভাবে বলল, "প্রোটেকশন দিয়ে। এখন হল প্রোটেকশন প্রেমের যুগ।"

দিব্যাঙ্গনা ভুরু কুঁচকে বলল, "প্রোটেকশন প্রেম?"

তিয়াসা ঠোঁট উলটে বলল, "এটাও জানো না বাছা! তুমি তো দেখছি যে-কোনও সময়ে বিপদে পড়ে যাবে! এ তো নারীজীবনের আসল শিক্ষা। এত বড় হলে, আর এই শিক্ষা তোমাকে এখনও কেউ দেয়নি?"

BanglaBook.org

দিব্যাঙ্গনা সত্যিই বুঝতে পারছে না। লেখাপড়ায় ভাল ছাত্রী হলেও, মেয়েদের অনেক গোপন কথা তার জানতে-বুঝতে দেরি হয়েছে। মা না থাকার সমস্যা। চেহারা বড়সড় না হলেও মেয়েদের সব লক্ষণই ঠিক-ঠিক সময় দিব্যাঙ্গনার শরীরে এসেছে। ক্লাস এইটেই অনেক মেয়ে স্কুলে ব্রা পরে আসত। পিটি ক্লাসের দিনগুলোতে তো বটেই। যারা ব্রা পরত না, মেয়েরা তাদের নিয়ে হাসাহাসি করত। দিব্যাঙ্গনাকে নিয়েও করেছে।

"এই ফার্স্ট গার্ল, তুই বেশি লাফালাফি করিস না। তুই লাফালে বাকিরা লাফায়।"

দিব্যাঙ্গনা অবাক হয়ে বলত, "বাকিরা লাফায়! কারা?"

বন্ধুরা খিলখিল করে হাসত, "আছে-আছে, বাকিরা আছে। সামলে রাখতে শেখ। সবাই হাঁ করে দেখে।"

"কেন? দেখে কেন?"

"এ তো বিরাট বোকা মেয়ে! মেয়ে হয়ে জন্মেছ, এটা জানো না? মেয়েদের শুধু বই পড়লে হয় না, আরও কিছু পরতে হয়। বাড়িতে কেউ বলে দেয়নি?"

যে-নারীত্ব ফুটে ওঠায় কিশোরী মনে-মনে পুলকিত হয়, দিব্যাঙ্গনার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেই মনখারাপ সম্ভবত খেয়াল করেছিল মঞ্জিমা, ক্লাসে ওর পাশেই বসত। সম্ভবত কেন? তা-ই হবে। কারণ মাকে বলেছিল সে। পরদিনই স্কুল ছুটির পর মঞ্জিমার মা তাকে ডেকে নিচু গলায় বলেছিল, "এবার থেকে একটু-একটু করে ভিতরে জামা পরার অভ্যেস করতে হবে যে দিব্যাঙ্গনা।"

দিব্যাঙ্গনা লজ্জা পেয়ে অস্ফুটে বলেছিল, "ও, আচ্ছা।"

মঞ্জিমার মা সুন্দর হেসে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, "এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই মা। এটাই স্বাভাবিক। তোমার বাড়িতে কোনও মেয়ে থাকলে তুমিও জেনে যেতে। ও হো, আমার খেয়াল ছিল না, ব্রা কিনে দেওয়ার মতো কেউ এখন তোমার বাড়িতে নেই। ঠিক আছে, আমি কিনে দেব। কাল স্কুল ছুটির পর তোমাকে নিয়ে দোকানে যাব।"

মন খারাপ খুব হয়েছিল দিব্যাঙ্গনার, যেদিন 'শরীর খারাপ' হল। রক্ত দেখে ভয় পেয়েছিল খুব। ব্যথাও করছিল। কিছু না ভেবে কাঁদতে-কাঁদতে বাবাকে অফিসে ফোন করেছিল। এখন মনে পড়লে লজ্জা করে। বাবা

BanglaBook.org

শান্তভাবে বলেছিল, "ও কিছু নয়। তোমাকে আজ স্কুলে যেতে হবে না টুনু। আমি আসছি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্যানিটারি ন্যাপকিন নিয়ে বাবা বাড়ি ফিরেছিল।

বড় হওয়ার সুখ ও কষ্টের খবর জানতে দিব্যাঙ্গনাকে সবসময় বেগ পেতে হয়েছে। পরে বড় হয়ে বই, সিনেমা থেকে খানিকটা জেনেছে। কিন্তু তিয়াসার এই প্রোটেকশন প্রেমটা কী জিনিস? নিশ্চয়ই কোনও রসিকতা।

তিয়াসা চোখ নাচিয়ে বলল, "বুঝতে পারলি না? জানতাম তোর মতো ক্যাবলার পক্ষে এ জিনিস বুঝে ওঠা কঠিন। প্রোটেকশন প্রেম হল, বার্থ প্রোটেকশন। বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে শোঁয়াশুয়িতে যাতে গোলমাল হয়ে না যায়। এখন সবসময় প্রোটেকশন ক্যারি করতে হয়।"

দিব্যাঙ্গনা ধমক দিয়ে বলল, "তুই থামবি?"

তিয়াসা মাথা নাড়তে-নাড়তে বলল, "সোনামণি, আমার থামাথামি দিয়ে কি জগৎ সংসার থামবে? শরীর ছাড়া প্রেম বলে আর কিছু হয় না। এই যে খবরের কাগজে এতসব সহবাস-টহবাসের ঝামেলা পড়িস, এগুলোর বেশিরভাগ হল ফেঁসে যাওয়া কেস। শোওয়ার সময় প্রপার প্রোটেকশন না নেওয়ার ফল। পেট ফুলিয়ে বসে আছে। তাই এখন চিঠি-ফিঠি পরে, আগে পিল, কন্ডোম।"

দিব্যাঙ্গনা উঠে পড়ে। বলে, "তোর সঙ্গে কথা বলাই বিপজ্জনক। মাসিমা কি আর সাধে এত রেগে যান? আমি ভেবেছিলাম, এত বড় বয়সে মারধর ঠিক নয়, এখন দেখছি, ঠিকই হয়েছে। আর একটা যদি অসভ্য কথা বলিস, চিমটি দেব। চা খাবি তো?"

"চা নয়, কফি থাকলে দে। অবেলার ঘুমে শরীর ম্যাজম্যাজ করে। মনে হয়, কারও সঙ্গে পাগলের মতো সেক্স করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ম্যাজম্যাজানি কাটাতে কড়া কফি লাগে।"

দিব্যাঙ্গনা মুখ ভেংচে বলল, "এঃ, বিরাট আমার সেক্স করনেওয়ালি এসেছে রে! এমনভাবে বলছে, যেন রোজ... তুই কি এসব স্বপ্নে ভাবিস তিয়াসা?"

তিয়াসা ঠোঁট সরু করে মাথা নেড়ে বলল, "হুঁ-হুঁ চাঁদু, দুনিয়াদারির তুমি কিস্যু জানো না। কে কী করে, সব কি জানা যায়? আমার পার্টনার এসব

BanglaBook.org

ব্যাপারে যেমন ওস্তাদ, তেমন সাবধানি। অভিজ্ঞতা আছে। সেই কারণে মজাও বেশি।”

দিব্যাঙ্গনা বিস্ফারিত চোখে বলে, “কী বলছিস তিয়াসা! এসব কী কথা!”

“বিশ্বাস হচ্ছে না? আরে, এমনি-এমনি শরীর এমন সুন্দর থাকে? এই যে আমার বুক, কোমর, হিপ পারফেক্ট শেপে রেখেছি, তার কারণ কী? তার কারণ এরা পুরুষমানুষের আদর পায়।”

দিব্যাঙ্গনা আঙুল তুলে বলল, “তুই কিন্তু লিমিট ক্রস করছিস তিয়াসা। আমাকে বলছিস বল, হিরোইন সাজার জন্য এসব বানানো কথা মোটেও বাইরে বলবি না। তারা সত্যি ভেবে বসবে। বাড়িতে এসব বললে কী হবে ভাবতে পারছিস? মাসিমা লাঠি দিয়ে ঠেঙাবেন।”

তিয়াসা মাথার চুল ঠিক করতে-করতে বলল, “এই যে ছিছিরানি, তোদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আমার বাল... বাল বুঝিস? মনে হয় না বুঝিস। তুই যা গুডি গার্ল! স্ল্যাং শুনলে অপবিত্র হয়ে যাবি। যদিও বাল এখন আর কোনও স্ল্যাং নয়, অনেকদিন হল ডিকশনারিতে উঠে গিয়েছে। বাল মানে, আমার কিস্যু এসে যায় না। আমার প্রেমিক যখন ফোরপ্লে করে, তখন মনে হয় নারীজন্ম, পুরোটা না হলেও খানিকটা সার্থক। এই লোক হল এক্সপার্ট।”

দিব্যাঙ্গনা হাসতে-হাসতে বলল, “বাড়ির হয়ে একটু বলেছি, তাতেই তিড়িং করে জ্বলে উঠলি? মুখে যা আসছে, বলছিস। আর একটু বললে তো ফোরপ্লের বদলে ফুলপ্লেতে চলে যাবি। আমি কি তোমার প্রেমিকপ্রবরটির নাম জানতে পারি? বাকুদা?”

তিয়াসা আঁতকে উঠে বলল, “বাকুদা! মা গো! তুই খেপেছিস টুনু? ওকে তো রেখেছি, যাতে মা রেগে যায়! আধো-আধো গলায় আবদার করি, ‘বাকুদা, একটু বাইকে চড়াও না।’ বাকুদা সঙ্গে-সঙ্গে রাজি। তড়াক করে উঠে বসি। ছুটির টাইম বুঝে মায়ের স্কুল-ফেরত রাস্তায় চলে যাই। মাকে দূর থেকে দেখলেই বাকুদাকে জাপটে ধরি। ব্যস! বাকুদা ওতেই খুশি।”

“তুই যে কী, আমি বুঝতে পারি না তিয়াসা। মাসিমার উপর এত রাগ কীসের? এসব বদবুদ্ধিতে মন না দিয়ে লেখাপড়াটা তো করতে পারিস।”

তিয়াসা বলল, “জ্ঞান দিস না দিব্যাঙ্গনা। আমার বেড পার্টনারও এই কথা

BanglaBook.org

বলে। কাজকর্ম হয়ে গেলে, কোমর পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢেকে, চিত হয়ে শুয়ে সিগারেট ধরায়। ফুরফুর করে ধোঁয়া ছাড়ে আর বলে, 'এবার লেখাপড়াটা ঠিকমতো করো তিয়াসা। আমি তোমাকে সব সাহায্য করব। তোমার কোনও চিন্তা নেই। ভাল রেজ়াল্ট করলে, ভাল সুযোগ পাবে। বিদেশের কোনও ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করতে চাইলে, তা-ও ব্যবস্থা করতে পারি।"

দিব্যাঙ্গনা চোখ গোল করে বলে, "তুই কী বলছিস তিয়াসা? আর ইউ ইন সেন্স? এসবের যদি ফিফটি পার্সেন্টও সত্যি হয়, তা হলে তো বিরাট চিন্তার বিষয়।"

তিয়াসা হেসে বলল, "দুর, এসব কখনও সত্যি হয়? সব আমার কল্পনা। তোকে ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য বানিয়ে-বানিয়ে বললাম। আমি যা খুশি করতে পারি, এটা ভাবতে আমার ভাল লাগে। যা, কফি নিয়ে আয়।"

দিব্যাঙ্গনা বুকে হাত রেখে বলল, "বাবা বাঁচালি! কী যে ঘাবড়ে দিস না।"

তিয়াসা টেবিলের উপর তোলা পা নাড়তে-নাড়তে খানিকটা নিজের মনেই বলতে লাগল, "আরও ঘাবড়াব। সব শালাকে ঘাবড়ে ঘণ্টা করে দেব। শালারা টের পাবে তিয়াসা কী জিনিস। একদিন বাথরুমে হড়হড় করে বমি করে বলব, 'মা, আমি প্রেগন্যান্ট।' সবক'টা ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে বলব।"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "এত রাগ ভাল না তিয়াসা!"

"অবশ্যই ভাল নয় ঠাকুমা। আমার ঘাট হয়েছে। আমি আর কখনও শোয়াশুয়ি করব না। আপনার ভাল নাতনি হয়ে শুধু রান্নাবাটি খেলব, হয়েছে? এবার তা হলে দয়া করে কফি বানাতে যান। আমি কফি খেয়ে শরীর ও মন চাঙ্গা করি।"

দিব্যাঙ্গনা হাসতে-হাসতে রান্নাঘরের দিকে গেল। পাগল মেয়ে একটা! বানিয়ে-বানিয়ে মজা করতে পারে বটে। রান্নাঘরে ঢুকে হাতে রাখা চিঠির ছেঁড়া কাগজগুলো আবর্জনা ফেলার বালতিতে ফেলতে গিয়েও, থমকে গেল দিব্যাঙ্গনা। অন্যদিন ছেঁড়া চিঠি ফেলা নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাড়িতে দেখার কেউ থাকে না। দাদা তো রান্নাঘরে ঢোকেও না। কিন্তু আজ যেন মনে হল, একটু সাবধান হওয়াই ভাল। কাগজের টুকরোগুলো ভাল করে গোল্লা পাকিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলল। নিজের মনেই হাসল। এইভাবে

BanglaBook.org

ভালবাসা প্রতিদিনই ছুড়ে ফেলে দিতে হয়। দিব্যাঙ্গনা কফির জল বসাল। দুধ নেই। ব্ল্যাকই হবে। মা-ও কফি পছন্দ করত। তখন দিব্যাঙ্গনার খাওয়ার লোভ হত। এক চুমুক চাইলে মা নরম গলায় বলত, "চা, কফি ছোটদের খাওয়ার জন্য নয়।"

"কেন মা? খেলে কী হয়?"

মা বলত, "মাথা ঝিমঝিম করে।"

"আর বড়দের কী হয়?"

মা হেসে বলত, "বড়দের হয় উলটো, মাথা ঝিমঝিম করলে সেরে যায়।"

"মা, তোমার কি এখন মাথা ঝিমঝিম করছে?"

মা একটু চুপ করে থেকে বলত, "মনে হচ্ছে, করছে। তুমি এখন খেলতে যাও।"

মা রাগত কম। রাগলেও প্রকাশ ছিল না। তাকে জোরে বকাবকিই করেছে কম, মারধর তো নয়ই। তবে দাদাকে কেমন যেন অ্যাভয়েড করত। দাদাও সরে-সরে থাকত। দাদাকেও শাসন করত না। যদিও তখন দাদা বড়ই। তারপরেও কোনও কারণে খুব রাগ হলে নিজেকেই শাস্তি দিত। হয়তো না খেয়ে দরজা বন্ধ করে থাকত। দাদাকে বাবা-ই যা বকাবকি করত। তা-ও একটা সীমানা পর্যন্ত। তবে ভাই-বোনকে কখনওই খুব জোরে শাসনের প্রয়োজন হত না। সে তো শান্তই ছিল, দাদা বোকাসোকা মানুষ। বড় কোনও বোকামির কাণ্ড ঘটালে বাবা বকাবকির পর মা-র কাছে গজগজ করত।

"ছেলেটা তো আমার মাথা পায়নি, পেলে এই বোকামিটা করত না।"

এরপর মা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিত। মনে হয় কাঁদত। খুব ছোটবেলার স্মৃতি। দিব্যাঙ্গনার আবছা মনে আছে। সে বুঝতে পারত না, বাবা এমন কী বলল তার জন্য দরজা বন্ধ করে মাকে কাঁদতে হবে! তবে এসব নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাবার মতো বয়স ছিল না দিব্যাঙ্গনার। সে আবার পুতুল নিয়ে খেলতে বসে যেত।

মায়ের কফি খাওয়ার নেশা দাদা পেয়েছে। দিব্যাঙ্গনা এখন কফি খায়। তবে খুব বেশি নয়। রাত জেগে পড়তে হলে খায়। কফির মগ নিয়ে ড্রয়িংরুমে এসে সে দেখল, তিয়াসার মুখে মিটিমিটি হাসি।

BanglaBook.org

"হাসছিস কেন?"

"পিঠের ব্যথায় ঘষা লাগছে, তাই হাসছি।"

দিব্যাঙ্গনা কফিমগ টেবিলে নামিয়ে বলল, "নে, কফিটা খেয়ে নে। তারপর আর একবার ওষুধ লাগিয়ে দেব।"

তিয়াসা কফির মগে চুমুক দিয়ে আলতোভাবে বলল, "টুনু, স্যার কে রে?"

দিব্যাঙ্গনা চমকে উঠল! মুখ তুলে বলল, "মানে!"

তিয়াসা মাথা নাড়তে-নাড়তে বলল, "ন্যাকামি করিস না। স্যার কে?"

দিব্যাঙ্গনার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, "কী বলছিস হাবিজাবি?"

তিয়াসা একইরকম সহজ ভাবে বলল, "নাটক ছাড়। কোন স্যারকে চিঠি লিখছিলি?"

দিব্যাঙ্গনা বিষম খেল। তার কান-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। তিয়াসা জানল কী করে? সে কি পিছন থেকে দেখেছে? কী করে দেখবে? ও যখন বেডরুম থেকে এ-ঘরে এল তখন তো চিঠি লেখা শেষ হয়ে গিয়েছে! তা হলে?

তিয়াসা মুচকি হেসে বলল, "তোর বিষম খাওয়া, চোখ-মুখ লাল হওয়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ডায়াগনোসিস কারেক্ট। নাটক না করে এবার বলো তো বাছা, কোন স্যারের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ?"

"বাজে কথা বলছিস।"

তিয়াসা চোখ পাকিয়ে বলল, "তাই? বাজে কথা বলছি?"

দিব্যাঙ্গনা ঢোঁক গিলে বলল, "হ্যাঁ তাই। এবার থাম।"

তিয়াসা টেবিলে কফির কাপ রেখে পট করে চাদরের ভিতর থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে বলল, "তা হলে এটা কী টুনুরানি? এটা কার হাতের লেখা? কার চিঠি?"

দিব্যাঙ্গনা অবাক হয়ে বন্ধুর হাতের দিকে তাকাল এবং বুঝতে পারল, চিঠি ছেঁড়ার সময় একটা টুকরো কোথাও পড়ে গিয়েছিল। তিয়াসা সেটা দেখেছে এবং তুলে পড়েছে। তার বুদ্ধি বেশি হল, এরকম একটা বড় ভুল করল কীভাবে?

তিয়াসা ততক্ষণে কাগজের টুকরোটা চোখের সামনে ধরে সুর করে পড়তে শুরু করে দিয়েছে, "...ভালবেসে ফেললাম আপনাকে। গোপন অথচ পাগলের মতো ভালবাসা। গায়ে একশো দুই জ্বর নিয়েও আপনার

BanglaBook.org

ক্লাস করতে ছুটেছি। আপনি যেদিন ক্লাসের বোর্ডে বড়-বড় করে নিজের বাড়ির ফোন নম্বর লিখে বলেছিলেন... আহা! আহা!"

দিব্যাঙ্গনা চুপ করে রইল। বুঝতে পারছে সে তিয়াসার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে। অস্ফুটে বলল, "কেউ নয়। আমি বানিয়ে লিখেছি।"

তিয়াসা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, "গুল মারছিস।"

দিব্যাঙ্গনা পিঠ সোজা করে কঠিন গলায় বলল, "কেন? তুই বানিয়ে শুতে পারলে, আমি বানিয়ে চিঠি লিখতে পারি না?"

তিয়াসা চোখ সরু করে কয়েক মুহূর্ত বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। "আচ্ছা, রাগ করিস না। নাম বলতে হবে না। আমিই একটু বেশি ছেলেমানুষি করে ফেলছি। এই নে, কাগজের টুকরোটা রাখ। এভাবে কেউ গোপন চিঠি ছেঁড়ে? ছিঁড়লে সব টুকরো গুছিয়ে দেখে নিতে হয়। হাঁদা মেয়ে কোথাকার!" উঠে দাঁড়াল তিয়াসা। বলল, "আমার বাবা একবার এই গোলমাল করেছিল। বাবার পার্স থেকে টাকা বের করতে গিয়ে মা কন্ট্রাসেপটিভের খালি প্যাকেট পেয়েছিল। জিনিস বের করার পর খালি প্যাকেটটা বোধহয় ভুল করে পার্সেই ঢুকিয়ে ফেলেছিল। মা তো একেবারে ক্যাচ কট কট," কথাটা শেষ করে আওয়াজ করে হেসে উঠল তিয়াসা। বলল, "তুইও ওইরকম কাণ্ড করেছিস। যাক, আমার জামাকাপড়ের অবস্থা কী? কাচাকাচি হয়েছে?"

দিব্যাঙ্গনার খারাপ লাগছে। ইস্, সত্যিই রাগ দেখিয়ে ফেলেছে। আসলে সে ঠিক রাগ দেখাতে চায়নি। একটা আবরণ ফেলতে চেয়েছে। যাতে তিয়াসা আর এই বিষয়ে প্রশ্ন না করে। দিব্যাঙ্গনা হাত বাড়িয়ে কাগজের টুকরোটা নিল, "জামাকাপড় কাচা হয়েছে। শুকিয়ে আয়রন করে রাখা আছে। কেন? জামাকাপড় নিয়ে কী হবে?"

তিয়াসা হেসে বলল, "বাঃ! পরব না? খালি গায়ে বাড়ি ফিরব?"

দিব্যাঙ্গনা অবাক হয়ে বলল, "বাঃ! আজ যে বাড়ি যাবি না বললি! থাক না আজ। একটা ফোন করে দে। আচ্ছা, আমি মাসিমাকে বলে দিচ্ছি। দু'জনে বেশ মজা করে রান্না করে খাব।"

দিব্যাঙ্গনা একটু আগের ব্যবহারের উপর প্রলেপ লাগাতে চাইল। তিয়াসা গা করল না। বলল, "না রে, চলে যাই। যেতে যখন হবে... সত্যিই তো, পালিয়ে কোথায় থাকব? কে রাখবে? তবে আমি পালিয়ে গেলে আমার বাবা-মায়ের কিছু এসে যাবে বলে মনে হয় না। দেখ না, কতক্ষণ

BanglaBook.org

বাড়িতে নেই। মোবাইলে কেউ কল করেছে? পালিয়ে থাকার থেকে ওদের নাকের ডগায় থেকে জ্বালানো অনেক ভাল।"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "খেয়ে তো যাবি?"

তিয়াসা বলল, "না, পেট ভর্তি। আমি বেরিয়ে পড়ি। তুই পড়তে বস। ভাল মেয়ের অনেকটা সময় নষ্ট করে দিয়ে গেলাম।"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "দাঁড়া, পিঠে আর একবার ওষুধ লাগিয়ে দিই।"

তিয়াসা বলল, "না। মাঝে-মাঝে জ্বলুনি ভাল।" একটু থামল, কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল।

তিয়াসা যখন বেরোচ্ছে, দিব্যাঙ্গনা বলল, "চল, একটা ট্যাক্সি ধরে দিই।"

"নো নিড ম্যাডাম। বাকুদা ইজ় কামিং। আমি গলির মোড়ে পৌঁছোনোর আগেই চলে আসবে। টেক্সট করে দিয়েছি।"

দিব্যাঙ্গনা হতাশ গলায় বলল, "আবার বাকুদা!"

তিয়াসা বলল, "সমস্যা কী? হুস করে পৌঁছে যাব। জাপটে ধরে না বসলেও, কিছু বলবে না। বাকুদা গুন্ডা টাইপ হলে কী হবে, মানুষটা ভাল। ভাল সাজার কোনও ভণিতা নেই। আমার মতো একটা লেখাপড়া জানা সুন্দরীকে তার মোটরবাইকে বসাতে পেরেই সে খুশি। এর বেশি কিছু চায় না। রাস্তার লোক দেখলেই খুশি।"

দিব্যাঙ্গনা ভুরু কুঁচকে বলল, "যদি জোর করে?"

তিয়াসা হেসে বলল, "করলে করবে। স্ট্রেট করবে। ভুলিয়ে, মিথ্যে গ্যাস দিয়ে কিছু করবে না।"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "উফ, তোর এইসব মাথা থেকে গেল না।"

তিয়াসা দরজায় হাত রেখে মিটিমিটি হেসে বলল, "তুই তোর স্যারের নাম বলতে গিয়ে রেগে-মেগে, মুখ লাল করে বিষম খেয়ে একসা করলি টুনু! আমি কিন্তু আমার স্যারের নাম অনায়াসে বলতে পারি। শুনবি? শুনতে চাইলে বল। সলিড কেচ্ছা।"

দিব্যাঙ্গনা অবাক হয়ে বলল, "স্যার!"

তিয়াসা নিচু গলায় বলল, "উনি আমাদের ডিপার্টমেন্টের সকলের প্রিয়, ডিবি। দেবার্ঘ্য বসু। তিনমাস আগে আমাকে স্পেশ্যাল কোচিং-এর জন্য অ্যাপ্রোচ করেন। আমি ভঙ্গি দেখেই বুঝি, ফিজ়িক্স নয়, উনি আমায় অন্য

BanglaBook.org

কিছু শেখাতে চান। অনেকের মতো আমারও ওই মানুষটার উপর নজর ছিল। হ্যান্ডসাম, রোম্যান্টিক। আমি সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাচটা লুফে নিই। বারুইপুরের কাছে ওঁর বন্ধুর একটা ছোট্ট বাড়ি আছে। সেই বন্ধু থাকে বিদেশে, চাবি থাকে স্যারের কাছে। বউও জানে না। গত তিনমাসে আমরা বারচারেক ওখানে গিয়েছি।"

দিব্যাঙ্গনা কিছু একটা বলতে গেল। পারল না। সে হাত বাড়িয়ে দরজাটা ধরল।

তিয়াসা হেসে বলল, "টুনুরানি, শুনলে তুমি হিংসে করবে, এই লোক ক্লাসে যেমন ফ্যান্টাস্টিক, বিছানাতেও তেমনই দারুণ।"

দিব্যাঙ্গনা বিড়বিড় করে বলল, "চুপ কর তিয়াসা। তোর পায়ে পড়ি।"

একটু থামল তিয়াসা। দম নিল। তারপর ফের বলল, "একটাই দোষ। কাজকর্মের আগে-পরে বড্ড ভান করে। খানিকটা প্রেমের ভান, খানিকটা টিচারের ভান। প্রেমের অভিনয়টা না হয় বুঝি, ফোরপ্লের মধ্যে পড়ে। কিন্তু মাস্টারগিরিটা গা ঘিনঘিনে! যেন আমার কত ভাল চায়! বাকিরা এমন নয়। যাক, সবাই তো একরকম হয় না। শিক্ষিত লোকের কায়দাকানুনও জানা হয়ে যাচ্ছে। এটাই বা কম কী?" একটু হাসল তিয়াসা। বলল, "আমি জানি তুই এই কথা কাউকে বলবি না। আমি তোকে বিশ্বাস করি। একমাত্র তোকেই করি। আই লভ ইউ। টা- টা।"

তিয়াসা চলে যাওয়ার পর খোলা দরজার সামনেই দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দিব্যাঙ্গনা।

BanglaBook.org

নয়

জীবনে অনেক ধরনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে অঙ্কুর। কখনও নার্ভাস হয়েছে, কখনও অপমানিত। এমনকী, পুলিশের জেরার মুখোমুখি হয়েও একটা সময় ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু বসের বাড়িতে এসে তাকে যে অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হল, সেটা একেবারে অন্যরকম। কীভাবে ম্যানেজ করবে, বুঝতে পারল না। সে ঘটনার কাছে খানিকটা আত্মসমর্পণ করেই বসে রইল।

অঙ্কুর ভেবেছিল, দেরি করার জন্য দিবাকর বণিক রাগ করবেন। সেরকম কিছু হল না। অঙ্কুরকে দেখে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, "এসো এসো, বাড়ি চিনতে অসুবিধে হল না তো?"

অঙ্কুর খানিকটা কাঁচুমাচু মুখে বলল, "আপনার সঙ্গে বেরোলেই ভাল হত স্যার। গড়িয়াহাটের কাছে একটা অ্যাক্সিডেন্টে সব আটকে গিয়েছে।"

দিবাকর হেসে বললেন, "এই কারণেই তো বলি বড়দের কথা শুনতে হয়। নাও বসো।"

বেতের চেয়ারে বসতে-বসতে অঙ্কুর বুঝতে পারল, ড্রয়িংরুমটা অগোছালো। অগোছালো অবস্থাকে চাপাচাপি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু চেয়ারের কুশন কভারগুলো মাপে মেলেনি। ছোট-বড়। রংও আলাদা। ঘরের এক কোণে পুরনো খবরের কাগজ আর পত্রিকা ডাঁই করা। তার উপরে টেবিলক্লথ ধরনের কিছু একটা চাপা দেওয়া রয়েছে। চাপা কাজে লাগেনি। ভিতরের কাগজ দেখা যাচ্ছে। টিভি রাখার তাকে কাঠের পুতুল রয়েছে ঠিকই, কিন্তু রয়েছে বেঁকা-তেরা ভাবে। একটা কাত হয়ে পড়েও গিয়েছে। টিভির মাথাতেও ধুলো। দেওয়ালের ক্যালেন্ডার একমাসের আগের পাতা নিয়ে গোমড়া মুখে দুলছে। সব থেকে গোলমাল হয়েছে ভিতরে ঢোকার দরজায়। কাচা পরদাটা লাগানো হয়েছে উলটো করে। ড্রয়িংরুমের দিকে ফুলগুলো ফ্যাকাশে মুখ করে তাকিয়ে আছে। এত দ্রুত অঙ্কুরের এসব নজরে পড়ার কথা নয়। সাজানো-গোছানো ড্রয়িংরুম দেখে অভ্যেস হয়ে গিয়েছে বলেই খেয়াল হচ্ছে। নিজের বাড়ির ড্রয়িংরুমটা সবসময় টিপটপ থাকে। মায়ের সময় থেকেই থাকে। মা বলত, ড্রয়িংরুম হল বাড়ির মুখ। বাইরের মানুষ প্রথম মুখটাই দেখতে পায়। এই 'মুখ' দেখে বাড়ি আর বাড়ির মানুষগুলো সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে। এখানে কালিঝুলি মাখিয়ে রাখলে চলবে না। অঙ্কুরদের ড্রয়িংরুম যে আহামরি করে সাজানো, এমন নয়। সোফা ছাড়া তেমন কোনও ফার্নিচারও নেই। এক পাশে একটা পাথরের মূর্তি আছে। বড় মূর্তি, আড়াই ফুট হবে। জয়পুরের মার্বেল পাথরের ডিলার বাবাকে উপহার দিয়েছিল। বাবা প্রথমে নিতে রাজি হয়নি। বলেছিল, "এত বড় জিনিস কোথায় রাখব! এসব তো বড়লোক বাড়ির বাগান-টাগানে রাখা হয়। আমার তো বাগান নেই। গোডাউনে ফেলে রাখতে হবে।"

ডিলার বলেছিল, "জিনিসটা একবার দেখুন না। ছাড়তে ইচ্ছে করবে না।"

BanglaBook.org

ঘটনা তা-ই হল। সাদা পাথর দিয়ে এমন ঝলমলে কাজ করা যায় কেউ ভাবতেও পারেনি। মা প্রতিদিন সকালে ধুলো ঝাড়ত। সেই অভ্যেস পেয়েছে টুনু। সে-ও ঘরটা পরিষ্কার রাখে। যদিও, ক'টা বাইরের লোকই বা আসে? টুনু স্কুলে পড়ার সময় দিদিমণি পড়াতে আসত। সে পাট চুকেছে। বাবারও ব্যাবসাপাতির লোক আসত। এখন তারা আসে না। টুনুর বন্ধু-টন্ধু এক-দু'জন। তবে ঘর টিপটপ রাখার নিয়ম বদলায়নি।

দিবাকর বণিকের ড্রইংরুম তাদের বাড়ির মতো নয়।

"চা খাবে তো অঙ্কুর? একটু খাও।"

অঙ্কুর বলল, "স্যার, অনেকটা দেরি হয়ে গেল। এখন কাউকে চা করতে বলে আর বিরক্ত করবেন না।"

দিবাকর বণিক বললেন, "না-না, বিরক্ত হবে কেন? একটু টিফিন তো করবে? অফিস থেকে এসেছ। কিছু খাবে না, তা কখনও হয়? বাড়ির লোকেরা সব রেডি করে রেখেছে।"

অঙ্কুর কিছু বলতে গেল। দিবাকর বণিক সে-কথায় কান না দিয়ে পরদা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন। অঙ্কুরের অবাক লাগছে। বাড়িতে লোকটা একেবারে আলাদা! কে বলবে, এই মানুষটা অফিসে সর্বক্ষণ খিচখিচে মেজাজ আর ধমক-ধামকের মধ্যে থাকেন। তবে অঙ্কুরের একটা সমস্যা হচ্ছে। কী কথা বলবে, বুঝতে পারছে না। আজ মনটাই অস্থির। বাবার সঙ্গে আচরণটা করা ঠিক হয়নি। রাগের মাথায় করেছে। পুলিশের কথাটা জানানো উচিত ছিল। থানা থেকে বেরিয়েই। ভেবেওছিল, ফোন করবে। তারপর কেমন যেন মাথা থেকে ঘটনাটা 'বেরিয়ে গেল'। এটা মাথা থেকে 'বেরিয়ে যাওয়া'র মতো বিষয় নয়। তা হলে কেন এমন হল? সে কি ইচ্ছে করে ভুলতে চেয়েছিল? হয়তো। ছোটবেলাতেও এই কাজ করেছে। বাবাকে গুরুত্বপূর্ণ চিঠি দিতে ভুলে যেত। বাবা রাগারাগি করত।

এখন অঙ্কুরের মনে হয়, মানুষটার জরুরি জিনিস ভুলে যাওয়ার অর্থ কি তাকে বিপদে ফেলা? মনের কোনও গভীর থেকে অঙ্কুর কি চাইত, অমরনাথ চৌধুরী বিপদে পড়ুন? কেন? দিবাকর বণিক বাড়ির ভিতর থেকে ফিরলেন হাসি-হাসি মুখে। সম্ভবত অতিথি আপ্যায়নের প্রস্তুতি দেখে খুশি হয়েছেন।

অঙ্কুর বলল, "স্যার, 'ক্লিন ইয়োর লোকালিটি প্রজেক্ট' যে-অফিসারের দায়িত্বে রয়েছে, তাকে স্পট করেছি।"

BanglaBook.org

দিবাকর বণিক উৎসাহ না দেখিয়ে বললেন, "ভাল।"

অঙ্কুর বলল, "তবে লোকটা ভাল নয়। যখন যে-দল পাওয়ারে, তাদের হয়ে দলাদলি করে।"

দিবাকর বণিক বললেন, "বিজ়নেসের জন্য এরকম লোকই তো ভাল।"

অঙ্কুর বলল, "ভাল কি না, এখনই বুঝতে পারছি না, তবে খুব তাড়াতাড়ি দেখা করব। পারলে কালই। নিশ্চয়ই কম্পিটিটর অনেক থাকবে। এত টাকার প্রজেক্ট যখন।"

দিবাকর বণিক বললেন, "কাজের কথা এখন বাদ দাও। সারাদিনই তো ওই চলছে।"

অঙ্কুর হাসল। বানানো হাসি। কাজের কথা ছাড়া, এই লোকের সঙ্গে কী কথা হবে? তবে কথার দরকার হল না। দু'জন পরদা সরিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। একজনের হাতে ট্রে, অন্যজন জলের গ্লাস ধরে। দিবাকর বণিক ব্যস্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। একগাল হেসে বললেন, "এই যে এসে গিয়েছে। এই আমার স্ত্রী সোনালি, আর এ আমার মেয়ে সোহাগ। সোনালি, তোমাকে তো অঙ্কুরের কথা বলেছি।"

মহিলা গ্লাস টেবিলে রাখলেন। মেয়ের হাত থেকে ট্রে নিয়ে বললেন, "নাও মা, প্রণাম করো।"

কিছু-কিছু মানুষ আছে, যাদের একবার দেখলে মনে থাকে না। মন থেকে মুছে যায়। এরা না সুন্দর, না কুশ্রী, এরা সাধারণ। সোহাগকে দেখতে সেরকম। একেবারে সাধারণ। অঙ্কুরের মনে হল, এরকম মেয়ে সে পথে-ঘাটে, বাসে-ট্রামে অনেক দেখেছে। গায়ের রং শ্যামবর্ণ। মুখ লম্বাটে, নাক না টিকোলো, না বোঁচা। মাথার চুলও তাই। বড় নয়, খুলে জেল্লি করে বড় দেখানোর চেষ্টা। এখানেও তাই হয়েছে। সাধারণ দেখতে মেয়ে সাধারণভাবে সাজলে ভাল লাগে। এই মেয়ে সেজেছে বেশি। নাকি সাজানো হয়েছে? ঝলমলে শাড়ি পরেছে। মুখেও পাউডার মেখেছে বেশি করে। ঠোঁটে রং, কপালে টিপ, গলায় বড় হার, কানের দুলও বড়। এমনকী, হাতে বালা, চুড়িও আছে। অঙ্কুর সোনা আর ইমিটেশনের মধ্যে ফারাক করতে পারে না। এই বিষয়ে তার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। কিন্তু এই গয়নাগুলো দেখে মনে হচ্ছে, সোনা। বাড়িতে এভাবে সোনার গয়নাগাঁটি পরে থাকার মানে কী!

দিবাকর বণিকের স্ত্রী মেয়েকে আবার বললেন, "প্রণাম করো।"

BanglaBook.org

অঙ্কুর উঠে দাঁড়িয়েছে। সোহাগ ঘাড় কাত করে অঙ্কুরকে দেখল, তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে নিচু অথচ কঠিন গলায় বলল, "না, আমি প্রণাম করব না। এই লোকটাকে আমার পছন্দ হচ্ছে না।"

অঙ্কুর তাড়াতাড়ি বলল, "না-না, প্রণাম-টনামের দরকার নেই।"

দিবাকর বণিক স্ত্রীকে কিছু একটা ইশারা করলেন। বললেন, "থাক, আজকালকার দিনে ওসব প্রণাম-টনাম উঠে গিয়েছে। নাও বসো।"

দু'জনের কেউই বসল না। দিবাকর বণিক মেয়েকে নরম গলায় বললেন, "মা, বসো।"

সোহাগ বাবার পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসল। ততক্ষণে অঙ্কুরও বসে পড়েছে। সোনালি প্লেট এগিয়ে দিয়ে বললেন, "খাও বাবা।"

বড় প্লেটে খাবার সাজানো। অঙ্কুরের খুব অস্বস্তি হচ্ছে। সে বলল, "না-না, এত খাব না।"

সোনালি অতিরিক্ত যত্ন করার ভঙ্গিতে বললেন, "তা বললে হয়? মেয়ে নিজের হাতে করেছে। তুমি না খেলে হয়... তুমিই বলছি বাবা... অনেক ছোট..."

অঙ্কুর তাড়াতাড়ি বলল, "নিশ্চয়ই তুমি বলবেন। কিন্তু মাসিমা, আমি যে এতটা খেতে পারব না।"

দিবাকর বণিক বললেন, "তুমি যতটা পারো, ততটাই খাও। এরপরে আবার ডিনার করতে হবে।"

অঙ্কুর একটা চপ ধরনের জিনিস খানিকটা ভেঙে মুখে নিল। আড়চোখে দেখল, সোহাগ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাকানোর মধ্যে কেমন একটা ভাসা-ভাসা ভাব! সবার মতো নয়।

সোনালি গদগদ ভঙ্গিতে বললেন, "ভাল হয়েছে?"

অঙ্কুর ঘাড় কাত করল। এ তো বিপদে পড়া গেল। প্রতিটা খাবারের ভালমন্দ বলতে হবে নাকি? ব্যাপার কী? সোনালি বললেন, "সব আমার মেয়ের করা।"

অঙ্কুর বলল, "বাঃ! খুব সুন্দর হয়েছে।"

দিবাকর বণিক একগাল হেসে বললেন, "নিজের মেয়ে বলে বলছি না, সোহাগের রান্নার হাতটা চমৎকার। লেখাপড়াও করেছে, আবার ঘরের কাজও শিখেছে। নিজে থেকেই শিখেছে। সোহাগ, বলো মা, তুমি কত দূর পড়েছ।"

BanglaBook.org

অঙ্কুর মুখ তুলল। মেয়েটির দৃষ্টি তীক্ষ্ম। তীক্ষ্ম নজর অনেকেরই থাকে। কিন্তু এই মেয়েটির অন্য কোনও সমস্যা আছে। সমস্যাটা কী?

সোহাগ থমথমে গলায় বলল, "না, বলব না।"

মেয়েটার গলায় এক ধরনের ফ্যাসফেসে ভাব। সোনালি দ্রুত সরে এসে সোফার পিছনে দাঁড়ালেন। মেয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "আচ্ছা মা, বলতে হবে না। আমি বলে দিচ্ছি। সোহাগ হায়ার সেকেন্ডারিতে ভাল রেজ়াল্ট করেছে। তারপর কলেজে ভর্তি হয়ে কমপ্লিট করতে পারেনি। পরীক্ষার সময় শরীরটা গোলমাল করল। এ কী! কী করছ? তুমি হাত গুটিয়ে ফেললে কেন? আর একটু খাও!"

দিবাকর বণিক বললেন, "কলেজ কমপ্লিট না করলেও, আমার মেয়ে খুব সুন্দর গান গায়। নজরুলগীতিতে একবার স্কুলে ফার্স্ট হয়েছিল।"

আবার মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হল অঙ্কুরের। এবার অস্বাভাবিকতা বোঝা গেল। সোহাগের চোখের মণি মাঝে-মাঝে স্থির হয়ে যায়। দৃষ্টিতে এক ধরনের শূন্যতা। একেই বোধহয় বলে ভ্যাকেন্ট লুক। অঙ্কুর বুঝতে পারল, মেয়েটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়। সেই কারণেই বাবা-মা মেয়ের গুণ জাহির করার চেষ্টা করছে। সোহাগ মুখ নামিয়েছে।

"মা, তুমি কি আমাদের একটা গান শোনাবে?"

বাবার উত্তরে মেয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, "না।"

সোনালি এবার যেন কড়া গলায় বললেন, "সব কিছুতে না বলতে নেই। আমরা সবাই শুনব। ওই গানটা গাও না, ওই যে 'কাবেরী নদী জলে কে গো...' তুমি তো গানটা ভাল করো।"

সোহাগ কোলের উপর দুটো হাত রেখে বসে আছে। মাথা নামানো। সেই অবস্থাতেই বলল, "না, গাইব না।"

দিবাকর গলা তুলে একটু ধমকের ঢঙে বললেন, "কেন? সবকিছুতে না বলছ কেন?"

সোনালি স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ইশারা করলেন। কঠিন গলায় বললেন, "তোমাকে গাইতে হবে। বাবা-মা বললে কথা শুনতে হয়।"

মেয়েটি মুখ তুলে বলল, "কথা না শুনলে কী করবে? মারবে? সে তো রোজই মারো, এখনও মারো।"

BanglaBook.org

এরকম পরিস্থিতি-পরিবেশের মধ্যে অঙ্কুর কখনও পড়েনি। তার বিচ্ছিরি লাগছে। বোঝাই যাচ্ছে, মেয়েটির মাথায় গোলমাল। নইলে কেউ বাইরের অজানা-অচেনা লোকের সামনে এমন আচরণ করে? ওর বাবা-মা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে মেয়েকে স্বাভাবিক প্রমাণ করতে।

অঙ্কুর তাড়াতাড়ি বলল, "থাক, থাক। সবসময় কি গান শোনাতে ভাল লাগে? আপনাকে গাইতে হবে না।"

দিবাকর কঠিন চোখে বললেন, "এটা কিন্তু ভাল করলে না মা। তুমি খানিক আগেই বলেছিলে অঙ্কুরকে গান শোনাবে। ওর সঙ্গে কথা বলবে।"

অঙ্কুর বুঝতে পারল সে ঘামছে। হাত তুলে বলল, "আহা, স্যার, এসব কথা থাক না। আপনি উত্তেজিত হবেন না।"

দিবাকর থামলেন না, "এটা তো ঠিক না। তুমি কথা দিয়ে কথা রাখলে না।"

সোহাগ কোলের উপর রাখা আঙুল নিয়ে খেলতে-খেলতে বলল, "তখন বলেছিলাম, এখন আর ইচ্ছে হচ্ছে না।"

সোনালি পিছন থেকে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "সব তোর ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর চলবে, এমনটা ভাবলি কেন? আমাদের প্রেস্টিজ বলেও তো একটা জিনিস আছে।"

অঙ্কুর হাত গুটিয়ে বসে আছে।

সোহাগ চুপ করে রইল। দিবাকর বণিক চাপা গলায় বললেন, "মা, আমি তোমাকে শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি অঙ্কুরকে একটা গান শোনাবে?"

সোহাগ শান্তভাবে বলল, "না। গান কেন, আমি এখানে আর এক মুহূর্তও বসে থাকব না। তোমরা আমাকে রোজ-রোজ সাজগোজ করাবে আর একটা করে লোকের সামনে এনে বসিয়ে বলবে, 'প্রণাম করো। গল্প করো, গান করো...' কেন? আমি তো বলেছি আমি বিয়ে করব না। এই লোককেও করব না। এই লোকটাকে আমার পছন্দ হল না।"

কথা শেষ করে সোহাগ উঠে দাঁড়াল। তারপর কাউকে কিছু না বলে ভিতরের দিকে রওনা হল। পিছন-পিছন গেলেন সোনালি। দিবাকর বণিক কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। অসহায়ভাবে বসে পড়লেন সোফায়। অঙ্কুরের খুব খারাপ লাগছিল। সে তার বসের মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। কারণ ছাড়াই নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল।

BanglaBook.org

একসময় দিবাকর বণিক বললেন, "সরি অঙ্কুর, তোমাকে ডেকে এনে বিচ্ছিরি একটা সিচুয়েশনের মধ্যে ফেললাম।"

অঙ্কুর কী বলবে বুঝতে পারল না। বলল, "না-না, স্যার এরকম তো হতেই পারে।"

দিবাকর অন্যমনস্কভাবে বললেন, "আমরাও মাথা গরম করে ফেলি। মেয়েটার সমস্যা ভুলে যাই। যাই হোক, এখানে ম্যাগাজ়িন-ট্যাগাজ়িন আছে, ইচ্ছে করলে পড়তে পারো। আমি কি টিভিটা চালিয়ে দেব?"

অঙ্কুর বলল, "কোনও দরকার নেই। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি ঠিক আছি।"

"আমি একটু ভিতরে যাই। তোমাদের মাসিমা আবার আজকাল মাথা গরম করে। অত বড় মেয়ে! তাকে বকাঝকা করা, গায়ে হাত তোলা ঠিক নয়। যাই, আমি একটু সামলে আসি। তবে আজ সোহাগ সুস্থই আছে। ইচ্ছে করে পাগলামির ভান করল।"

অঙ্কুর বলল, "অবশ্যই যান স্যার।"

বস ঘর ছেড়ে চলে যেতে অঙ্কুর স্বস্তি বোধ করল। মানুষটার মুখের দিকে তাকাতে খারাপ লাগছিল। মানসিকভাবে অসুস্থ মেয়ের উপর তিনি একইসঙ্গে বিরক্ত এবং মমতাময়। বিপর্যস্ত একটা মানুষ। অঙ্কুর মোবাইল ফোনটা পকেট থেকে বের করে নাড়াচাড়া করতে লাগল। আশাবরীকে একটা ফোন করলে কেমন হয়? লাভ নেই। এখন নিশ্চয়ই ব্যস্ত। অন্যসময় ফোন পেলে হয় ধরে না, নয় কেটে দেয়। পরে কোনও সময় ফোন করে। বেশিরভাগ সময়েই বিরক্ত হয়, অপমান করে। কিন্তু অঙ্কুর আশ্চর্য হয়ে যায়, এতকিছুর পরও আশাবরী আবার তাকে নিজে থেকে ফোন করে। দেখা করতে চায়। বাড়িতে ডেকে পাঠায়। এমন ঘটনা অবশ্য খুব কালেভদ্রে ঘটে। ন'মাসে-ছ'মাসে বললেও বেশি বলা হয়, কিন্তু ঘটে তো। আশাবরী তার সঙ্গে যে-আচরণ করে, তাতে এমনটা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মাস তিনেক আগেই হয়েছে। আশাবরীর ব্যবহার দেখে অঙ্কুর প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর কোনওদিন আশাবরীর সঙ্গে যোগাযোগ করবে না। কিন্তু অতীতে করা অনেক প্রতিজ্ঞার মতো এটাও দ্রুত ব্যর্থ হয়েছিল।

আশাবরী ফোন করায় খুব স্বাভাবিকভাবেই কথা বলেছিল অঙ্কুর। এমনকী জিজ্ঞেস করেছিল, ক্লিনিকে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে পারে

BanglaBook.org

কিনা। আশাবরী একটু ভেবে বলেছিল, "ঠিক আছে এসো। তবে বাইরে অপেক্ষা করবে। কেউ যেন তোমাকে দেখতে না পায়। আমি ক্লিনিক থেকে গাড়ি নেব না। হাওড়া পর্যন্ত ট্যাক্সিতে পৌঁছে দেবে।"

সেদিন ট্যাক্সিতে উঠে আশাবরী বলেছিল, "আচ্ছা, অঙ্কুর তোমার রাগ হয় না?"

অঙ্কুর অবাক হয়ে বলেছিল, "রাগ! রাগ হবে কেন?"

আশাবরী বলেছিল, "সে কী! রাগ হবে না? সেদিন তোমার সঙ্গে আমি যে-ব্যবহার করলাম, তাতে তো রাগ হওয়ারই কথা। আজ যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আমি রাজি হয়েছি, সেটা ওই কথাটা জানব বলেই।"

"ছাড়ো তো ওসব। এতে রাগারাগির কী আছে? তুমি তো ঠিকই করেছিলে। তবে একটা সত্যি কথা বলব আশাবরী?"

আশাবরী বিস্মিত গলায় বলেছিল, "বলো।"

"তোমার উপর রাগ করতে গেলে রোজই করতে হয়।"

আশাবরী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, "তুমি কারও অপমানই গায়ে মাখো না?"

অঙ্কুর বলেছিল, "অপমান গায়ে মেখেই তো আছি, আলাদা করে রাগ করার কী আছে?"

আশাবরী ভুরু তুলে ঠোঁট উলটে বলেছিল, "বাপ রে! কী সব দার্শনিক মার্কা কথা। বোকারা দার্শনিক কথা বেশি বলে?"

অঙ্কুর বলেছিল, "হবে হয়তো।"

আশাবরী চলন্ত রাস্তাঘাট, গাড়ি, মানুষজন দেখতে-দেখতে বলেছিল, "তোমাকে নিয়ে যখন ভাবি, অদ্ভুত লাগে। একটা সময় মনে হত নির্লজ্জ, একসময় মনে হত বোকা, একসময় মনে হত বাজে লোকদের মতো মেয়েদের গা ঘেঁষতে চাও। তার জন্য মান-অপমানের তোয়াক্কা করো না। এখন মনে হয়, তুমি মানুষটাই এরকম।"

অঙ্কুর হেসে বলেছিল, "কীরকম?"

আশাবরী অস্ফুটে বলেছিল, "তোমার মতো। পৃথিবীর সবাইকে বুদ্ধিমান, বোকা, রাগী, হতাশ, ভাল-মন্দ বলে ভাগ করা যায়। তোমাকে যায় না। এই কারণেই তোমাকে ফেলতে পারি না অঙ্কুর।"

অঙ্কুর সব কথার মানে বুঝতে পারেনি। বুঝতে চায়ওনি। আশাবরী

BanglaBook.org

মনোবিদ। মানুষের মন নিয়ে তার কারবার। অনেক ভারী-ভারী কথা সে জানে। সব কিছুর মানে খুঁজতে যাওয়া বোকামি। তবে এই মেয়ে যে তাকে ফেলতে পারে না, এতেই সে খুশি। আশাবরীর রাগ, অপমান সে মোটেও মনে রাখতে চায় না। সেই দিনটাও ভুলে গিয়েছে।

দিনটা ছিল টিপটিপে বৃষ্টির একটা দিন। সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার। অল্প-অল্প বৃষ্টি হয়েই চলেছে। শেষ দুপুরে অঙ্কুরের মোবাইলে আশাবরীর নম্বর বেজে উঠল। অঙ্কুর তখন যোধপুর পার্কে এক বিল্ডার-ডেভলপারের অফিসে। রাজারহাটে বিশাল প্রজেক্ট। বাড়ি, অফিস সব থাকবে। মানে অনেক পাইপ লাগবে। পাইপের বড় কোম্পানিগুলো পার্টিকে বিশেষ সুবিধে দেয় না। ব্র্যান্ডের জোরেই তারা ব্যাবসা করে। অঙ্কুররা সেই সুযোগটা নেয়। নানারকম ছাড়ের কথা বলে। সেদিনও তাই করছিল। ডেভলপার কোম্পানির পারচেজ় অফিসার দরদাম চালাচ্ছিল। মোটামুটি একটা জায়গায় আসার সময়ই অঙ্কুরের মোবাইল বেজে ওঠে। আশাবরীর নাম দেখে 'এক মিনিট' বলে সে ঘরের বাইরে চলে গিয়েছিল।

আশাবরী বলেছিল, "কী করছ?"

আশাবরীর ফোন পেয়ে এতটা উত্তেজনা বোধ করছিল অঙ্কুর যে, সে হুট করে বলে বসে, "তেমন কিছু না। কেন?"

আশাবরী বলে, "তা হলে চলে এসো। দু'জনে মিলে চা খাই।"

"তুমি আছ কোথায়?"

আশাবরী বলেছিল, "চন্দননগরে। বাড়িতে। কতক্ষণের মধ্যে পৌঁছোতে পারবে?"

অঙ্কুর কিছু না ভেবেই বলেছিল, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।"

এক-দেড় লাখ টাকার মিটিং 'কাল হবে' বলে ভেস্তে দিয়ে পড়িমরি করে ট্যাক্সি ধরেছিল অঙ্কুর। হাওড়া স্টেশন পৌঁছে প্রায় ছুটে গিয়ে উঠে পড়েছিল বর্ধমান লোকালে। ঝড়ের বেগে পৌঁছে গিয়েছিল চন্দননগর। আশাবরীর বাড়ির কাছে আসতেই তুমুল বৃষ্টি শুরু হল। ওইটুকু পথেই ভিজে একসা, আশাবরী দরজা খুলে সহজভাবে বলেছিল, "দেরি করে ফেলেছ। আমার দু'বার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে। তার পরেও তোমার সঙ্গে আর একবার খাব। উপরের ঘরে বসে গঙ্গা দেখতে-দেখতে আদা চা খাওয়া যাবে।"

ভেজা শরীরে ঘরে ঢুকে কী করবে বুঝতে পারছিল না অঙ্কুর। আশাবরী

BanglaBook.org

বলেছিল, "ইস্, ঘর কাদা না করে আগে বাথরুমে যাও। নবদি আজ আবার নেই। মেয়ের কাছে গিয়েছে। আমি তোমাকে শুকনো জামাকাপড় দিচ্ছি।"

সেই প্রথম আশাবরীর বেডরুমে গিয়েছিল অঙ্কুর। বেঢপ মাপের পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে জানলার পাশের ছোট টেবিলে বসে চা আর পকোড়া খেতে-খেতে অঙ্কুরের মনে হচ্ছিল যা ঘটছে সত্যি নয়। আশাবরীর এই আচরণ তার অচেনা। তার কাছ থেকে এত আদর-যত্ন পাওয়ার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না। তার অস্বস্তি হচ্ছিল। মেয়েটার হঠাৎ হল কী! তার উপর বাড়িতে একা। বাড়িতে নবদি থাকলেই আসতে বারণ করে।

আশাবরী বলেছিল, "পকোড়া ভাল হয়েছে?"

"খুব ভাল হয়েছে, এক্সেলেন্ট।"

আশাবরী গাঢ় নীল রঙের একটা সালোয়ার কামিজ় পরেছিল। সাদা ওড়নায় তাকে দেখাচ্ছিল ভারী চমৎকার। বেতের মতো সুন্দর চেহারাটা যেন সেদিন আরও সুন্দর লাগছিল। আরও আকর্ষণীয়। এটাই নিয়ম। পরিস্থিতি, পরিবেশ মানুষের রূপ বাড়িয়ে দেয়। বাইরের অন্ধকার আর বৃষ্টি দুটোই বেড়েছে। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। জানলার বাইরের নদী খানিক আগে আবছা হতে-হতে মিলিয়ে গিয়েছে।

আশাবরী গম্ভীর গলায় বলেছিল, "না, ভাল হয়নি। আমি নুন দিতে ভুলে গিয়েছি। নুন ছাড়া পকোড়া হয় না। তুমি বোধহয় উত্তেজনায় বুঝতে পারছ না। প্লেটের পাশে আলাদা করে নুন রেখেছি, নিয়ে নাও। নইলে ঘাসের মতো খেতে লাগবে। তুমি তো গরু ছাগল নও যে, ঘাস খেয়ে ভাল লাগবে।"

কথাটা বলে আশাবরী মুখ ফিরিয়েছিল। মনে হয় লুকিয়ে হেসেছিল। অঙ্কুর নার্ভাস হল, "নুন নেই! তাই নাকি? আমি তো বুঝতেই পারছি না। তা ছাড়া, উত্তেজনার কী আছে?"

"সে তো তুমি জানো। যাক, পকোড়া-প্রসঙ্গ এবার থাক। তোমাকে কিন্তু চিত্ররথের পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বেশ লাগছে। একটু বড় হয়েছে, এই যা। চিত্ররথ কে জানো তো? আমার বর। সব বললাম, কারণ আমার সঙ্গে এখনও তার আইনসম্মত বিচ্ছেদ হয়নি।"

"ও।"

আশাবরী ভুরু তুলে বলেছিল, "শুধু ও? আর কিছু বলবে না?"

BanglaBook.org

অঙ্কুর বোকার মতো হেসে বলেছিল, "আর কী বলব?"

আশাবরী একটু চুপ করে থেকে জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে বলেছিল, "অঙ্কুর, তুমি চাও না, আমার ডিভোর্সটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাক?"

"তোমার যেটা ভাল মনে হবে, তুমি যেটা ভাল বলবে, সেটাই আমার কাছে ভাল।"

আশাবরী মুখ ঘুরিয়ে চাপা গলায় বলেছিল, "কেন? তোমার নিজের কোনও চাওয়া নেই?"

অঙ্কুরের বুকে ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। আশাবরীর ব্যাপারে তার চাওয়া! ঠিক শুনছে তো? সে কী চাইবে? আশাবরী ডিভোর্সের পর তাকে বিয়ে করুক? কখনও তো এতটা ভাবেনি, সাহসও হয়নি। আশাবরীকে যেদিন প্রথম দেখেছিল, ভাল লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু সে তো বাইরে থেকে ভাল লাগা! আকর্ষণ বাড়ল তার কাজের কথা শুনে। দারুণ কাজ করে মেয়েটা। অবহেলায় পড়ে থাকা মানসিক রোগীদের নিয়ে কাজ। সহজ কথা নয়। আশাবরীর প্রতি জোরালো আকর্ষণ বোধ করেছিল অঙ্কুর। খুব যে বাইরে থেকে কিছু, এমন নয়। ভিতর থেকে, তার নিজের অজান্তেই এক ধরনের টান তৈরি হয়েছে। আশাবরী বারবার স্পষ্ট করেছে, এই সম্পর্ক প্রেমের নয়। প্রতি মুহূর্তে সাবধান করেছে। অঙ্কুর মনে-মনে হেসেছে। সীমার বাইরে সে যেতে চায় না। সে বোকা হতে পারে, কিন্তু জানে আশাবরীর সঙ্গে তার সম্পর্ক আর পাঁচটা নরনারীর সম্পর্কের মতো নয়।

এর আগে জীবনে একবারই প্রেমের হাত ধরে হেঁটেছিল অঙ্কুর। তাকে প্রেম বলা যায় না যদিও, বলা উচিত বয়সের ধর্ম।

আশাবরী কী বলতে চাইছে? অঙ্কুর বোকা হেসে সেদিন বলেছিল, "আমার চাওয়ার উপর কী এসে যায়?"

আশাবরী ভুরু কুঁচকে বলেছিল, "যদি এসে যায়?"

অঙ্কুর সেই বৃষ্টিভেজা ঠান্ডাতেও ঘামছিল, "তুমি ঠিক কী বলতে চাও আশাবরী?"

আশাবরী খিলখিল করে হেসে বলেছিল, "ও মা! এত সহজ কথা বুঝতে পারছ না! নাকি বুঝতে চাইছ না? তুমি চাও না, আমি চিত্ররথের বন্ধন থেকে ফর এভার মুক্ত হয়ে যাই? শুধু এইটুকুর জন্য কত পুরুষমানুষ আমার পিছনে

BanglaBook.org

পড়ে আছে জানো? অপেক্ষা করে আছে কবে আমার ডিভোর্স ফাইনাল হবে।"

আশাবরীর তরল ভঙ্গি অঙ্কুরকে এতটাই অবাক করেছিল যে, কোনও উত্তর দিতে পারেনি। এই বৃষ্টির দিনে আশাবরী তাকে কলকাতা থেকে ডেকে পাঠিয়েছে এইসব বলার জন্য?

আশাবরী চেয়ারটা কাছে টেনে আনে। তার গায়ের ওড়না একপাশে খসে পড়েছিল। জামার আড়ালে থাকা বুকদুটো যেন আশাবরীর মতোই মাথা উঁচু করে ছিল। গা শিরশির করে উঠেছিল অঙ্কুরের। সে চকিতে দ্রুত মুখ সরিয়ে নিয়েছিল। ডানহাত বাড়িয়ে তার চিবুক ধরেছিল আশাবরী। মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে, গলা নামিয়ে বলেছিল, "কী হল, চুপ করে আছ কেন? বলো, তুমি চাও না?"

আশাবরীর কোথাও ভুল হচ্ছে। সে আশাবরীর হাত সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, "বললাম তো, আমার চাওয়ায় কিছু এসে যায় না।"

আশাবরী এরপর একটা মারাত্মক কাজ করেছিল। অঙ্কুরের সরিয়ে দেওয়া হাতটা খপ করে চেপে ধরে, টেনে নিয়ে নিজের বুকের উপর রেখে বলেছিল, "তুমি আমাকে ভালবাসো না অঙ্কুর?"

অঙ্কুরের কান-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠেছিল। জীবনে কোনও মেয়ের বুকে এভাবে হাত রাখেনি সে। এরপর কি আশাবরী জামা খুলবে? ভয়ে হাত সরিয়ে নিয়েছিল অঙ্কুর। বিড়বিড় করে বলেছিল, "আশাবরী, তোমার কী হয়েছে?"

আশাবরী থমকে গিয়েছিল। অঙ্কুরের চোখে চোখ রেখে ঠান্ডা গলায় বলেছিল, "আমি যদি এখন তোমার কাছে যেতে চাই, তুমি আমাকে নেবে?"

অঙ্কুর চিন্তিত ভঙ্গিতে বলেছিল, "আশাবরী, শান্ত হও।"

আশাবরী দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, "আর কতদিন শান্ত থাকব? শরীরকে বুঝিয়ে রাখব কতদিন?"

অঙ্কুর কী করবে বুঝতে পারেনি। সে কি আশাবরীকে কাছে টেনে নেবে? সে হাত বাড়াতে যায়, পারে না। মনে হয় হাত লোহার মতো ভারী।

"তুমি কি আমার কাছে আমার শরীরের জন্য আসো না অঙ্কুর?"

অঙ্কুর অস্ফুটে বলেছিল, "না। তোমার কি তাই মনে হয়েছে কখনও?"

BanglaBook.org

"তা হলে কেন আসো বারবার?"

অঙ্কুর অন্যমনস্কভাবে বলেছিল, "ঠিক জানি না, মনে হয়... মনে হয়..."

আশাবরী একটু থমকে থেকে দুম করে উঠে দাঁড়িয়েছিল। গায়ের ওড়না ঠিক করে নিতে-নিতে 'হো হো' আওয়াজে হেসে উঠেছিল, "থাক, কী মনে হয় আর বলতে হবে না। আমি ঠাট্টা করছিলাম। তুমি কি ভাবলে, আমি সত্যি-সত্যি তোমার সঙ্গে বিছানায় যেতে চাই?"

অঙ্কুর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। মেয়েটা পাগল হয়ে গিয়েছে নাকি? এসব কী বলছে?

আশাবরী উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "তোমাকে পরীক্ষা করে দেখলাম। সত্যি তুমি বোকা, না বোকার ভান করো। পরীক্ষায় পাশ। সত্যিই তুমি বোকা। বোকা আর ভিতু। আর তাই তোমাকে আমার এত ভাল লাগে।"

অঙ্কুর হাসার চেষ্টা করেছিল। হাসিটা পুরো হয়নি, "তোমার যে মাঝে মাঝে কী হয় আশাবরী, আমার উপর এই রেগে থাকো, এই খুশি হও।"

আশাবরী খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বলেছিল, "তুমি আমাকে ঝামেলায় ফেলেছ অঙ্কুর। ফেলতেও পারি না, রাখতেও পারি না। তুমি কি আজ আমার সঙ্গে ডিনার করবে? রুটি, ডাল আর সবজি? ডিম ভেজে দিতে পারি। তবে না বললে খুশি হব। আমার স্টকে রুটির সংখ্যা কম। ডাল সবজিও সকালের লেফটওভার। এই বৃষ্টিতে যে বাইরে থেকে কিছু খাবার-টাবার আনিয়ে দেব, সে উপায় নেই। রুটির দোকান থেকে কেউ চারটে রুটি দিতে আসবে না।"

অঙ্কুর একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, "থাক, খাওয়ার দরকার নেই। এই তো বেশ চা খেলাম।"

আশাবরী বলল, "ভেরি গুড। চা খাওয়া যখন হল, তখন এবার তুমি চলে যাবে।"

অঙ্কুর খুবই অবাক হয়েছিল। এ কেমন কথা! বাড়িতে ডেকে কেউ এভাবে চলে যেতে বলে? সে অসহায়ভাবে বলেছিল, "বৃষ্টি পড়ছে তো! তা ছাড়া আমার জামাকাপড়..."

"তোমার জামাকাপড় ফ্যানের তলায় রেখেছি। নিশ্চয়ই অনেকটা শুকিয়ে গিয়েছে।"

BanglaBook.org

"বৃষ্টি পড়ছে। একটু কমলে না হয়..."

আশাবরী বলেছিল, "কমবে কখন তার ঠিক আছে? হয়তো বাড়ল। এখন গেলে আটটা পঞ্চাশের গাড়িটা পেয়ে যাবে। এই বৃষ্টিতে রিকশা পেয়ে স্টেশন পর্যন্ত যেতেও তো সময় লাগবে। যাও তুমি চেঞ্জ করে নাও।"

এরপর আর বসে থাকা যায় না। গৃহকর্ত্রী প্রায় ঘাড় ধরে বের করে দিচ্ছে। অঙ্কুর উঠে দাঁড়িয়েছিল, "আমার ছাতা নেই।"

"আমি দিচ্ছি। ফেরত দিয়ে দিয়ো।"

বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় আশাবরী বলেছিল, "রাগ করলে?"

অঙ্কুর চুপ করে ছিল। আশাবরী নিচু গলায় বলেছিল, "অঙ্কুর, আমি চাই, তুমি আমার উপর রাগ করো। এরপর যে-কথাটা বলব, সেটা শুনলে তুমি আমাকে ঘেন্নাও করবে। খানিক আগে তুমি যখন চিত্ররথের পোশাক পরে আমার সামনে বসেছিলে তখন আমার মনে হয়েছিল, তুমি নও, চিত্ররথ আমার সামনে বসে আছে। তোমার নয়, আমি বহুদিন পর তার আদর পেতে আকুল হয়ে উঠেছিলাম। আমিও নই, আমার শরীর। সে আমাকে ব্যথা দিতে ভালবাসত। নেশা করার পর সেটা নিষ্ঠুর চেহারা নিত। আমাকে সন্দেহ করত। আমি নাকি ডাক্তার, রোগী, এনজিওর সঙ্গীদের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক করি। একদিন জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে... আমি পরদিন সকালেই চলে আসি। তারপরেও মাঝে-মাঝে আমার শরীর তাকে চায়। প্লিজ়, আমাকে ভুল বুঝো না। এক-একটা মানুষ এক-একরকম। আমি জানি একমাত্র তুমিই আমাকে ভুল বুঝবে না।"

অঙ্কুরের মাথা টলমল করে উঠেছিল। আশাবরীর বাড়ি থেকে বেরিয়েই সে ঠিক করেছিল, আর নয়। আর কোনওদিন সে এই মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে না।

সেই প্রতিজ্ঞা রাখাও সম্ভব হয়নি।

এখন যদি আশাবরীকে ফোন করে সে নিশ্চয়ই ধরবে। পুলিশের কারণেই করবে। থানায় কী হয়েছে ডিটেলসে জানতে চাইবে। দরকার নেই। তার থেকে চুপ করে থাকাই ভাল। এখন দেখা যাক, কত তাড়াতাড়ি এই বাড়ি থেকে বেরোনো যায়। মনে হচ্ছে, আরও বড় কোনও জটিলতার মধ্যে তাকে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে।

BanglaBook.org

তাই ঘটল। জটিলতায় জড়িয়ে পড়ল অঙ্কুর।

ডিনার কোনওরকমে হল। খাবার টেবিলে সোহাগ আসেনি। সোনালি খাবার সাজিয়ে চলে গিয়েছেন। সম্ভবত বুঝেছেন, তাঁর উন্মাদ মেয়ের এই সম্বন্ধটাও করা গেল না। আর সময় নষ্ট করে লাভ কী?

দিবাকর বণিক কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "তোমার বউদির মাথাটা খুব ধরেছে। তুমি নিজের মতো নিয়ে খাও। লজ্জা পেয়ো না।"

সোহাগ না থাকায় অঙ্কুর স্বস্তি বোধ করল। সে চিন্তা করছিল, খেতে গিয়ে যদি আবার ওই মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়, তা হলে কী বলবে। নেহাত বস, অন্য কেউ হলে এতক্ষণে সে বেরিয়ে যেত। পরক্ষণেই মনে হল, সত্যি কি যেতে পারত? সবসময় নিজের মতের উপর চলার মতো মনের জোর কি তার আছে? তা ছাড়া এই মানুষটাই তো একসময় তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন! মায়ের সুইসাইড, বাবার বিয়ে করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া নিয়ে যখন অফিসে গসিপ চলছে তখন বলেছিলেন, "এরকম একটা ভয়ংকর অবস্থাতেও তুমি শান্ত হয়ে আছ, এটা বিরাট ব্যাপার অঙ্কুর। মন দিয়ে কাজ করছ, এটা সবার সামনে একটা উদাহরণের মতো হওয়া উচিত।" এই মানুষটার উপর রাগ করা যায় না। অন্তত তাঁর বাড়ির কোনও সমস্যায় তো নয়ই। তা ছাড়া সোহাগ মেয়েটার জন্য কেমন একটা দুর্বলতা তৈরি হয়ে গিয়েছে। মুখের উপর 'একে বিয়ে করব না' বলাটা সহজ কথা নয়। পাগল হলেও, না।

অঙ্কুর বলল, "আপনি ভাববেন না স্যার। আমি খেয়ে নিচ্ছি।"

তবে খাওয়া প্রায় কিছুই হল না। খাবার নাড়াচাড়া করে প্লেট সরিয়ে রাখল অঙ্কুর। বানিয়ে কথা বলা যায়, খাওয়া যায় না।

দিবাকর বণিকও পরিস্থিতি বুঝতে পারছিলেন। চাপাচাপি করলেন না। শুধু একটা বাটি এগিয়ে বললেন, "এই পুডিংটা একটু খাও। মেয়ে নিজের হাতে বানিয়েছে।"

অঙ্কুর আগ্রহ দেখিয়ে এক চামচ মুখে দিল।

খাওয়া শেষে ড্রয়িংরুমে এসে দিবাকর বণিক বললেন, "অঙ্কুর, তুমি কি দশটা মিনিট বসবে? তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?"

দোর্দণ্ডপ্রতাপ বসকে এতটা অসহায় দেখে খারাপ লাগছে অঙ্কুরের।

BanglaBook.org

পরিস্থিতির কারণে মানুষের স্বভাব কত বদলে যায়। অঙ্কুর বলল, "অবশ্যই স্যার। আমার তাড়া নেই।"

দিবাকর বণিক কোনওরকম ভণিতা ছাড়াই বলতে শুরু করলেন, "আমার মেয়ের মাথায় সমস্যা। সবসময়ের সমস্যা নয়, ঘুরে-ফিরে সমস্যাটা আসে। এই ক'দিন হয়তো নরমাল থাকল, ঘরের কাজকর্ম করল, গান গাইল, সিনেমা দেখল। একটু বই-টইও পড়ল। আবার দুম করে একসময় খেপে গেল। ওর মাথা খারাপের প্রাথমিক স্তরটা হল রিফিউজ়াল। সবকিছুতেই না। গুটিয়ে যায়। ছোটবেলায় আমরা ভাবতাম জেদ, গোঁয়ার্তুমি। বেয়াড়া ছেলেমেয়েরা যেমন করে। শাসন করতাম। ওর মা কিন্তু অ্যাডোলেসেন্সে পৌঁছোনোর পরও যখন ব্যাপারটা কন্টিনিউ করল, ডাক্তার দেখালাম। তিনি বললেন, মানসিক সমস্যা। সন্তান উন্মাদ জেনে স্বাভাবিকভাবেই আমরা ভেঙে পড়েছিলাম। কিন্তু ভেঙে পড়ে আর কী হবে? নিয়ে তো চলতেই হবে। চিকিৎসাও করতে হবে। তাই করলাম। বড়-বড় ডাক্তার দেখালাম। অন্য শহরে বড় ক্লিনিকে নিয়ে গেলাম। ওষুধ, কাউন্সেলিং-এ অনেকটা ইমপ্রুভ করল," এতটা বলে থামলেন দিবাকর বণিক। বললেন, "তুমি কি বিরক্ত হচ্ছ?"

অঙ্কুর বলল, "না না, বিরক্ত হব কেন? আপনি বলুন।"

দিবাকর বণিক মলিন হাসলেন, "বিরক্ত হওয়ারই কথা। অন্যের ছেলেমেয়ের পাগলামির গল্প শুনতে কার ভাল লাগে? যা-ই হোক, ধরে নাও, আমি তোমার বস হিসেবে একটা সুযোগ নিচ্ছি।"

অঙ্কুর বলল, "ছি-ছি, এসব কেন বলছেন স্যার?"

দিবাকর বণিক এবার মুখ তুলে সরাসরি অঙ্কুরের চোখের দিকে তাকালেন, "অঙ্কুর, তুমি তো বুঝতেই পেরেছ আমরা সোহাগের বিয়ে দিতে চাই। আমাদের ধারণা, সংসার জীবনে গেলে মেয়েটা আরও ভাল হয়ে উঠবে। আমরা যে খুব বেশি ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, তা নয়। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আজ সোহাগ ভাল আছে। তোমার সামনে অসুস্থতার অভিনয় করল। আমি প্রথমটায় ধরতে না পারলেও, তার মা বুঝতে পেরেছে। এটা নতুন নয়, আগেও দু'-একবার করেছে। পাত্রকে দেখে তার পছন্দ না হলেই সে বেঁকে বসে। এমন আচরণ করে, যাতে ছেলে নিজে থেকেই সরে যায়। তোমার বেলায় তার অপছন্দের কারণ বুঝতে পারলাম

BanglaBook.org

না। বাইরে থেকে দেখে তোমার মতো মানুষকে চেনা যায় না। বোকা মেয়ে।”

দিবাকর বণিক থামলেন। অঙ্কুরও চুপ করে থাকে। দিবাকর বণিক এবার সরাসরি প্রস্তাবে এলেন, “অঙ্কুর, আমার ইচ্ছে, তুমি সোহাগকে বিয়ে করো। আমি নিশ্চিন্ত হব। মেয়েটাকে মায়া-মমতায় রাখতে হবে। সেই কোয়ালিটি তোমার আছে। তোমার মধ্যে একধরনের শান্ত ভাব রয়েছে। ধৈর্য ধরে থাকার ক্ষমতা রয়েছে। কেউ তোমাকে পাগল মেয়ে বিয়ে করছে বললে তোমার কিছু এসে যাবে না। এইটুকু বয়সেই তুমি অনেক কথা শুনেছ। তুমি জানো, এসব কী করে এড়িয়ে চলতে হয়। সবার মধ্যে এই গুণ থাকে না অঙ্কুর। তোমার কাছে থাকলে, তোমার সংসার পেলে, আমার মেয়ে নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে। এখন মুখে যা-ই বলুক, সোহাগ তোমাকে পেলে সুখী হবে। আমি তাকে বলব, তুমি কত ভাল ছেলে।”

অঙ্কুর লজ্জা পেল। থতমত খেয়ে বলল, “স্যার, আমার তো বিয়ে করার কোনও পরিকল্পনাই নেই।”

দিবাকর বণিক চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, “নেই তো কী হয়েছে? করবে। বড় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষকে জীবন সাজিয়ে নিতে হয়। হয় না?”

অঙ্কুর বুঝতে পারল সে ঘামছে। প্যান্টের পকেট হাতড়ে রুমাল বের করতে গিয়ে থমকে গেল। বসের সামনে রুমাল বের করে ঘাম মোছাটা ঠিক হবে না, “স্যার, আমার বোন আছে। তাকে মানুষ করতে হবে।”

দিবাকর বণিক শান্তভাবে বললেন, “অবশ্যই করতে হবে। বাড়িতে একজন সঙ্গী পেলে, তার তো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। বরং লেখাপড়ায় সুবিধে হবে। সোহাগ রান্নাবান্না ভাল জানে। ঘরের কাজও করে। অ্যাটাকের সময়টুকু বাদ দিলে তার মতো সংসারী মেয়ে আর হয় না। আমি যদি খুব ভুল না ভাবি, তোমাদের বাড়িতে একজন সংসারী মানুষ দরকার।”

অঙ্কুর হাতের চেটো দিয়ে কপাল মুছল। বলল, “স্যার, আমার পরিস্থিতি বিয়ে করার মতো নয়। বাড়িতে সমস্যা অনেক। বাবার সঙ্গে আমি মানিয়ে চলতে পারি না। আমি হয়তো আলাদা হয়ে যাব।”

দিবাকর বণিক একটু ভাবলেন। বললেন, “সেটা সমস্যা কোথায়? সেটা তো সমাধান। আলাদা থাকতে চাইলে, থাকবে। তখন তো বিয়ে করা আরও প্রয়োজন।”

BanglaBook.org

অঙ্কুর বুঝতে পারছে, লড়াই করতে-করতে সে হাঁফিয়ে পড়ছে। দিবাকর বণিকের নরমসরম ভঙ্গিটাও ক্রমশ ফিকে হচ্ছে। তিনি কঠিন হচ্ছেন।

"আপনি তো জানেন স্যার, আমি যা উপার্জন করি তাতে..."

দিবাকর বণিক কথাটা যেন লুফে নিলেন, "অঙ্কুর, এবার কাজের কথায় আসি। সবকিছুর পিছনেই কিছু কারণ থাকে। তুমি যে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে তার পিছনেও কারণ থাকবে। সেই কারণ অন্য কেউ জানবে না, কেবল আমরা জানব। আমি ঠিক করে রেখেছি, বিয়ের পরই মেয়েকে আমি কোম্পানির ফিফটি পার্সেন্ট শেয়ার লিখে দেব। অর্থাৎ যে-কোম্পানিতে তুমি এখন একজন সামান্য কর্মচারী, বিয়ের পর তুমি তার অর্ধেক মালিক হবে। আশা করি, টেম্পোরারি ইনস্যানিটিতে আক্রান্ত একজন মেয়েকে বিয়ে করার জন্য এই মূল্য কম নয়।"

প্রস্তাবটা পেয়ে অঙ্কুর অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বিড়বিড় করে বলল, "আপনি কি স্যার পণের কথা বলছেন?"

দিবাকর বণিক একটু হাসলেন। বললেন, "পণ নয়, কমপেনসেশন। তা ছাড়া, সোহাগ তো আমার কোম্পানির একজন অংশীদারই। বিয়ে করুক বা না করুক। কিন্তু একজন মাথা খারাপ মানুষকে তো আর কোম্পানির মালিকানা ছেড়ে দেওয়া যায় না। তার জন্য একজন প্রপার গার্জেন লাগে। তার স্বামীই সেটা হবে। আমার অবর্তমানে কোম্পানিটা ঠিকমতো চালাবে।"

অঙ্কুর মাথা নামিয়ে বলল, "স্যার, এত বড় দায়িত্ব আমি নিতে পারব না।"

দিবাকর বণিক সোজা হয়ে বসলেন, "তুমিই পারবে। এই কোম্পানি, এই বিজ়নেস তুমি বুঝে গিয়েছ। একে অন্যভাবে দেখার কোনও কারণ নেই। আমি তো তোমার নামে কিছু লিখে দিচ্ছি না! কেউ বলতে পারবে না, তুমি পাগল মেয়ে বিয়ে করার জন্য দাম নিয়েছ। অঙ্কুর, তোমাকে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে না। সময় নিয়ে ভাবো। আমি কিছু গোপন করলাম না। যতই বানিয়ে করুক, সোহাগের আজকের ব্যবহারে আমার জন্য সুবিধেই হল। ও যদি স্বাভাবিক আচরণ করত, আমি সমস্যায় পড়তাম। পরে বলতে পারবে না, লুকিয়ে কিছু করেছি। তবে কাল বা পরশু তুমি এবাড়িতে এলে হয়তো দেখবে, শি ইজ় নরমাল। আর পাঁচজন মেয়ের মতো। আমি তোমার কথা ওকে বুঝিয়ে বলব।"

BanglaBook.org

অঙ্কুর উঠে দাঁড়াল। তার কান-মাথা ঘুরছে। কেমন একটা অস্থির লাগছে। এ সে কোন ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেল!

দিবাকর বণিক বলেন, "তাড়াহুড়ো করতে হবে না। তুমি ভাবনা-চিন্তা করে জানাও। তোমার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে।"

অঙ্কুর বলল, "গাড়ি লাগবে না স্যার। রাত তো বেশি হয়নি। ট্যাক্সি নিয়ে নিচ্ছি।"

দিবাকর বণিক অঙ্কুরের পিঠে হাত রাখলেন। শান্ত গলায় বললেন, "তুমি যদি বিয়েতে রাজি হও, এই গাড়ি তোমার হবে অঙ্কুর। আর যদি না হও, তা হলেও এতে করেই নিজের বাড়ি ফিরবে। বিয়ে না হলে আমার গাড়িতে চড়তে পারবে না, এমন কোনও কথা তো আমি বলিনি। তুমি জানো, আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকলেও, আমার বিজ়নেসের একটা স্টেডি ভাব আছে। শুধু কোম্পানির শেয়ার নয়, সোহাগ আমার জমানো টাকা, বাড়ি, তার মায়ের গয়না সবই পাবে। এত কিছুর বিনিময়ে আমি মেয়ের বিয়ে দিতে পারব না, এমন নয়। পাগল মেয়েদের বিয়ে কি হচ্ছে না? হচ্ছে। সোহাগ তো তা-ও বদ্ধ উন্মাদ নয়। কিন্তু আমরা এমন একজন ছেলে খুঁজছি, যার মধ্যে মমতা আছে। তুমি অন্যভাবে নিয়ো না।"

অঙ্কুর লজ্জা পেয়ে বলল, "আমি কোনওভাবেই নিইনি স্যার। রাস্তায় ট্যাক্সি পেয়ে যাব, তাই বলছিলাম।"

দরজার বাইরে এসে দিবাকর বণিক মাথা নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। নিচু গলায় বললেন, "আমাকে খুব খারাপ মানুষ মনে হচ্ছে অঙ্কুর? পাগল মেয়েকে ঘাড় থেকে নামানোর জন্য ঘুষ দিতে চাইছি। পাইপের ব্যাবসা করতে গিয়ে যেমন ভাবে পার্টিকে লোভ দেখাই, পাত্রকেও লোভ দেখাচ্ছি, তাই তো? কী করব বলো? বাধ্য হয়েছি যে। মেয়েকে দেখতে ভাল নয়, তার উপর মাথার সমস্যা। কী করব, ফেলে দেব? ত্রুটির খেসারত তো দিতে হবে! টাকাপয়সা, গাড়ি, গয়নাগাঁটি দিয়ে নয়, সেই খেসারত দিচ্ছি নিজে। নীচে নামতে হচ্ছে। নীচে না নামলে, কেউ ফিরেও তাকাবে না।"

অঙ্কুরের খারাপ লাগল। সোজা হয়ে দাঁড়ানো মানুষটাকে মনে হচ্ছে ভেঙেচুরে পড়েছে। একজন অসহায়, বিপর্যস্ত পিতা। মেয়ের জন্য মায়া-মমতা-ভালবাসা ভিক্ষে চাইছে। আর নয়। এবার এখান থেকে পালাতে হবে।

BanglaBook.org

"স্যার, আপনি এভাবে বলবেন না। আমার খারাপ লাগছে। এই ধরনের সমস্যা কি মানুষ নিজে তৈরি করে? আপনার কীসের ত্রুটি স্যার? শান্ত হন। আমি রাজি না হলেও, আপনার মেয়ের বিয়ে নিশ্চয়ই হবে। আমি ছেলে খুঁজে বের করব। ভাল ছেলে। তবে যদি সাহস দেন, একটা কথা বলি।"

দিবাকর বণিক মুখ তুলে তাকালেন।

অঙ্কুর বলল, "বিয়ের আগে কাউকে টাকাপয়সার কথা না বলাই ভাল। সবার উদ্দেশ্য তো ভাল হয় না। আপনি আমার চেয়ে অনেক ভাল জানেন স্যার। সময়টা ভাল নয়। টাকাপয়সার জন্য মানুষ এখন যা খুশি করতে পারে, যতদূর ইচ্ছে নীচে নামতে পারে।"

দিবাকর বণিক বললেন, "টাকাপয়সা, সম্পত্তির লোভ না দেখালে কে আমার কথা শুনবে? এই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য কে নিজে থেকে আগ্রহ দেখাবে অঙ্কুর? তুমি ঠিকই বলেছ, সবাই ভাল নয়। বিয়ের পর টাকাপয়সা হাতিয়ে মেয়েটাকে হয়তো মেরেই ফেলবে। কাগজে তো কত পড়ি! কিন্তু কী করব বলো? আমাকে তো ঝুঁকি নিতেই হবে।"

বলা উচিত হবে না ভেবেও, অঙ্কুর বাধো-বাধো ভাবে বলল, "মেয়ে আপনাদের কাছে থাকলে সমস্যা কী? আরও ভাল করে যদি চিকিৎসা করানো যেত... বাবা-মায়ের মতো যত্ন তো কেউ করতে পারবে না... তাকে বুঝবেও না..."

দিবাকর বণিক ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন অঙ্কুরের দিকে, "তারপর, আমরা চলে গেলে? মেয়েটাকে তখন কে দেখবে? সে তো একা হয়ে যাবে। কেউ তাকে বুঝতে পারবে না, সে-ও কাউকে বুঝতে পারবে না।"

অঙ্কুর সামান্য হেসে বলল, "বিয়ে হলেও কি ওকে বোঝার গ্যারান্টি থাকবে স্যার? যাক, নিশ্চয়ই একটা পথ পাওয়া যাবে। ভবে আমার আশা, সোহাগ ভাল হয়ে যাবে।"

গাড়ির কাছে এসে দু'জনে থমকে দাঁড়াল। চালকের আসনে বসে দীনেশ কাচের ভিতর থেকে অবাক হয়ে দেখছে। অঙ্কুরকে এত রাতে সাহেবের বাড়িতে দেখবে, সে ভাবতে পারেনি। অঙ্কুর যখন ঢুকেছে, তখন সে এখানে ছিল না।

দিবাকর বণিক অঙ্কুরের পিঠে হাত রাখলেন। যেন খানিকটা আপনমনেই

BanglaBook.org

বললেন, "তুমি অতিরিক্ত ভাল ছেলে অঙ্কুর। যতটা বোকা ভাবতাম, তার থেকেও বেশি বোকা। হয়তো সেই কারণেই ভাল। সোনালিকে আমি এই কথাটাই বলেছিলাম। বলেছিলাম, 'ছেলেটা রাজি হয়ে গেলে, ওরই লাভ হবে। নিজের জোরে ও কেরিয়ারকে উপরে নিয়ে যেতে পারবে না। এই সুযোগটা ওর নেওয়া উচিত। একটা এতবড় চালু ব্যাবসার মালিক হয়ে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া তো সহজ কথা নয়। তা ছাড়া... তা ছাড়া নিজে মেয়ে পছন্দ না করলে তোমার বিয়েতেও সমস্যা হবে। যে-পাত্রের মা সুইসাইড করে, বাবা বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে করে ঘর ছাড়ে, তার হাতে চট করে কোন বাবা-মা মেয়ে তুলে দেবে? আমি ভেবেছিলাম, তুমি অন্তত এটা বুঝবে। বোকা বলেই বুঝতে পারলে না। যাক, তুমি বিষয়টা মাথা থেকে ঝেড়ে দাও। সোহাগের ভাগ্য যা বলছে, তাই হবে। তোমাকে বিয়ে করতে হবে না অঙ্কুর। জগৎ সংসারে কিছু ভালমানুষ থাকা প্রয়োজন। লোভ-টোভ থেকে তারা মুক্ত থাকবে, নিজের মতো থাকবে। তুমি তোমার মতো বাঁচো।"

অঙ্কুর কী বলবে, বুঝতে পারল না। সে কি মানুষটার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে? এমন করে তো তাকে কেউ কখনও বলেনি! অস্ফুটে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।"

দিবাকর বণিক হাসলেন। সেই হাসিও যেন আলো-আঁধারে মাখা। হাত বাড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে বললেন, "এসো। সাবধানে যেয়ো।"

রাতে নিজের ঘরে শুয়ে অঙ্কুর বুঝতে পারল, তার মন কেমন করছে, মায়ের জন্য। সে ছেলেমানুষ নয়। মায়ের মৃত্যুর ঘটনাও কম দিন হল না। মনোবিজ্ঞানীদের একটা মত হল, শোকের আয়ু বড়জোর আট মাস। সুস্থ, স্বাভাবিক হলে এই সময়ের পর শোকের তীব্রতা কমতে থাকে। মৃত্যুর ক্ষেত্রেও তাই। স্মৃতি আবছা হয়ে যায়। সেদিক থেকে দেখলে মায়ের শোক অঙ্কুরের মনে আবছা হয়ে আসার কথা, এসেছেও। তারপরেও মাঝে-মাঝে মন কেমন করে। শোক আর মন কেমন তো এক জিনিস নয়। মা যদি আজ দিবাকর বণিকের কথা শুনত, তা হলে নিশ্চয়ই শান্তি পেত। ছোটবেলায় মা কতবার যে বলেছে, "অঙ্কুর তোকে নিয়ে আমার ভয় করে। তোর যে কী হবে আমি বুঝতে পারি না। একটু চালাক-চতুর, চটপটে হতে পারিস না? সবাই যে তোকে বোকা বলে!" বাবা বকাবকি করলে, মা আড়ালে গিয়ে

BanglaBook.org

কাঁদত। বাবা যে ভীষণ কড়া ছিল এমন নয়। বরং বাবাদের যতটা হওয়া দরকার, তার চেয়ে কমই হত। তবে ছেলের গোলমালে মায়ের উপর চোটপাট করত, তবে গলা নামিয়ে। সেই অর্থে বাবার উপর বিরক্ত হওয়ার যুক্তিসংগত কোনও কারণ নেই অঙ্কুরের। কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সে বুঝেছিল, এই লোকটাকে এড়িয়ে চলতে হবে। এই লোকটা তাকে পছন্দ করে না। যত বড় হল, এই ধারণা তত বেড়েছে।

অঙ্কুর অন্ধকারে তাকিয়ে মায়ের মুখ মনে করার চেষ্টা করল। দেখতেও পেল। কী ভয়ংকর! মায়ের পান পাতার মতো সুন্দর, টলটলে ফর্সা মুখটা চেনাই যাচ্ছে না! কপালের টিপ লেপটানো, চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, মুখ হাঁ, ঝুলে পড়েছে জিভ। ঘাড় কাত হয়ে আছে একপাশে। গলায় শাড়ি জড়ানো। হাঁ করা ঠোঁটের ফাঁকে কোথাও কি একটু হাসি লেগে আছে? ফাঁকি দিয়ে চলে যাওয়ার হাসি? নাকি মৃত্যু দেখতে পাওয়ায় বিস্ফারিত চোখের কোলে জলের সামান্য একটা ফোঁটা? যে-ফোঁটা মৃত্যুর পর কেউ দেখে না! অঙ্কুর চোখ বুজতে গিয়েও থমকে গেল। গলায় কি দুটো শাড়ি পেঁচানো?

ঘটনার সময়টা মনে করার চেষ্টা করল অঙ্কুর। মা কীভাবে গলায় ফাঁস দিয়েছে, দেখার সময় ছিল না। আগে মনে হয়েছিল ঝুলন্ত অবস্থা থেকে মানুষটাকে নামাতে হবে। নামাতে গিয়ে শাড়ির গিঁট খুলতে পারেনি। গায়ের শাড়ির সঙ্গে গলারটা জড়ামড়ি করে আটকে ছিল। কী করবে বুঝতে পারছিল না অঙ্কুর। শুধু এইটুকু বুঝতে পেরেছিল, আগে গলার ফাঁস ছিঁড়ে নামাতে হবে। ছুটে গিয়ে কাঁচি নিয়ে এসে কাপড় কেটে ফেলেছিল। মা ঢলে পড়ে যাওয়ার আগে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠেছিল, "মা গো মা, মা গো..."

ফোন পেয়ে বাবা বলেছিল, "আমি যাচ্ছি, তুই ডাক্তারকে খবর দে। নম্বর জানিস?"

"না, জানি না।"

বাবা বলেছিল, "গর্দভ। এতবড় হয়েছিস, হাউজ় ফিজ়িশিয়ানের নম্বর জানিস না? ছেড়ে দে, আমি মোবাইল থেকে করছি। তোর মা বেঁচে আছে?"

অঙ্কুর কাঁপা গলায় বলেছিল, "বুঝতে পারছি না।"

BanglaBook.org

"ইডিয়ট, নাকে হাত দিয়ে দেখ। আচ্ছা, কিছু করতে হবে না। আমি যাচ্ছি। মুখে জলের ঝাপটা দিয়েছিস?"

অঙ্কুর বলেছিল, "না।"

"উফ্! এটাও জানো না! যাও গিয়ে মুখে ভাল করে জলের ঝাপটা দাও।"

"কাউকে ডাকব? পাশের বাড়ি থেকে বলাইকাকুকে?"

বাবা দাঁত চেপে বলেছিল, "নো, নেভার। কাউকে ডাকতে হবে না। আমি যাচ্ছি। শোন, তোর মায়ের কাছাকাছি কোনও কাগজ আছে? চিঠি, নোট? তোর মায়ের হাতে লেখা?"

"চিঠি! কই না তো?"

"কাউকে ঘরে ঢুকতে দিবি না, কেউ যেন কিছুতে হাত না দেয়।"

বাবা আসার আরও কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পর ডাক্তার দত্ত এসেছিলেন। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "শেষ। আগে পুলিশে খবর দিন অমনরাথবাবু।"

পুলিশ বেশি ঝামেলা করেনি। অঙ্কুরের বয়ান লিখে নিয়েছিল। মাথার বালিশের নীচে মায়ের ডায়েরির একটা ছেঁড়া পাতা পাওয়া গিয়েছিল। তাতে লেখা, 'আমি আর পারছি না, আমার আর ভাল লাগছে না। আমি যে-কোনওদিন সুইসাইড করতে পারি।' বাবাই বালিশ উলটে প্রথম পাতাটা দেখতে পায়। পুলিশ পাতাটা নিয়ে গিয়েছিল। ঝামেলা হল মর্গে। বডি ছাড়তে অনেক রাত হচ্ছিল। তা-ও বাবার চেনাজানা ধরে খানিকটা সামলানো গেল। নইলে রাত কাবার হয়ে যেত। পরদিন বিকেলে আবার পুলিশ এসেছিল। সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে দু'-চারটে কথা বলতে। মায়ের হাতের লেখার নমুনা নিয়ে যাওয়ার সময় বাবাকে নিচু গলায় বলেছিল, "মিস্টার চৌধুরী একটু এদিকে শুনুন।" দু'জনে বারান্দায় গেল। আর কখনও পুলিশের হুজ্জতি হয়নি।

অঙ্কুর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "মা, কেমন আছ?"

BanglaBook.org

"আপনার নাম দিব্যাঙ্গনা? দিব্যাঙ্গনা চৌধুরী?"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "হ্যাঁ।"

"আপনি অমরনাথ চৌধুরী এবং প্রতিমা চৌধুরীর একমাত্র সন্তান।"

দিব্যাঙ্গনা একটু চুপ করে থেকে বলল, "একমাত্র কন্যা। আমার দাদা আছেন, এই যে আমার পাশে বসে আছে।"

ইন্সপেক্টর বি সাহা লজ্জিত ভঙ্গিতে হেসে বললেন, "না-না, আমি সেভাবে বলিনি। অবশ্যই আপনার দাদা আছে। আপনারা দুই ভাই-বোন।"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "আপনি চা খান। ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

ইন্সপেক্টর বি সাহা চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিলেন, "খুব সুন্দর হয়েছে। সকালে চা ঠিকমতো না হলে দিনটাই খারাপ হয়ে যায়। আমি শিয়োর আজ দিনটা ভাল যাবে।"

অঙ্কুর মনে-মনে ভাবল, পুলিশের দিন ভাল হওয়া মানে কী? উপরি রোজগার, নাকি চোর ডাকাত, খুনি ধরা?

ইন্সপেক্টর বি সাহা চট করে মনের কথা পড়ে ফেললেন যেন। গলায় কৌতুক এনে বললেন, "পুলিশের দিন ভাল কী জানেন? গোলমাল যেন কম হয়। চুরি, ডাকাতি, মারপিট, পথ অবরোধের পিছনে যেন দৌড়োতে না হয়।"

দিব্যাঙ্গনা নির্লিপ্ত মুখে বসে রইল। অঙ্কুরের এসব কথা ভাল লাগছে না। লোকটা অন্য কথা বলে একধরনের হালকা পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। নিজেকে বেশি চালাক ভাবছে।

আজ ইন্সপেক্টরকে একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে। তিনি আজ পুলিশের উর্দিতে নেই। ক্রিম রঙের একটা প্যান্টের উপর হালকা নীল হাওয়াই শার্ট পরেছেন। হাতে একটা ডায়েরি। তাঁকে লাগছে অনেকটা স্পোর্টসম্যানের মতো, যারা ভোরে উঠে মাঠে প্র্যাকটিস করতে যায়। অঙ্কুর তো প্রথমটায় চিনতেই পারেনি। একে এমন পোশাকে, তার উপর আবার অত ভোরে। পোশাক তো বটেই, সময় বদলালেও মানুষকে অন্যরকম লাগে। দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল দিব্যাঙ্গনা। সেই ধাক্কার মধ্যে ভয়ের চেয়ে উত্তেজনা বেশি ছিল, "দাদা, একজন তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

BanglaBook.org

বেশি রাতে ঘুমিয়েছিল অঙ্কুর। তবে তার ঘুম সবসময় পাতলা। সে বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়িটা তুলে দেখল, সাড়ে ছ'টা। এত সকালে কে এল? দরজা খুলে বলেছিল, "কে রে টুনি?"

দিব্যাঙ্গনা খুব সকালে ওঠে। পড়তে বসে। তার হাতে পেন। পড়তে-পড়তে উঠে এসেছে। বলেছিল, "চিনি না। তোর সঙ্গে দেখা করতে চাইল।"

চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে, গায়ে পাঞ্জাবি গলিয়ে ড্রয়িংরুমে আসতে মিনিট দশেক সময় নিয়েছিল অঙ্কুর। এসে দেখে, একজন সৌম্যদর্শন লোক মনোযোগ দিয়ে শ্বেতপাথরের মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছেন। অঙ্কুর পাশ থেকে লোকটাকে চিনতে পারছিল না, অথচ মনে হচ্ছিল, কোথায় যেন দেখেছে। কোথায় দেখেছে?

পায়ের আওয়াজে সেই লোক ঘুরে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বলেছিলেন, "গুড মর্নিং অঙ্কুরবাবু। ঘুম ভাঙালাম তো?"

ইন্সপেক্টর বি সাহা! বাড়িতে চলে এসেছে! অঙ্কুর অস্ফুটে বলেছিল, "আপনি!"

ইন্সপেক্টর বি সাহা এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, এই মূর্তিটা চুনার থেকে এসেছে না?"

"ঠিক বলতে পারব না। বাবা জানেন।"

ইন্সপেক্টর বি সাহা ভুরু কুঁচকে, ঘাড় নাড়তে-নাড়তে বলেছিলেন, "মূর্তি যেখান থেকেই আসুক, আমার ধারণা, পাথরটা চুনারের। কিছু-কিছু চুনার স্টোনের গুণ হল, গায়ে আলো পড়ার পর সেই আলো ভেঙে দিতে পারে। সাদা আলোর ভিতরে যে-সাতটা রং আছে, রিফ্লেকশনের সময় তাকে আলাদা করে দেয়। রং পুরো বোঝা যায় না, কিন্তু ভাবটা ধরা যায়। তখন সাদা পাথরটাকে রঙিন বলে মনে হয়। এই মূর্তির বেলাতেও তাই হচ্ছে। সাদা পাথরের মেয়েটাকে রঙিন বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে না?"

এই পুলিশ অফিসার কি সাতসকালে বাড়িতে এসেছে পাথরের গুণাগুণ নিয়ে লেকচার দিতে?

ইন্সপেক্টর বি সাহা হেসে বলেছিলেন, "আমি কি এবার একটু বসতে পারি?"

অঙ্কুর অপ্রস্তুত হল। আগেই বসতে বলা উচিত ছিল, "অবশ্যই বসুন।"

BanglaBook.org

ইন্সপেক্টর বসেননি। বলেছিলেন, "এত সকালে বাড়িতে চলে এসেছি দেখে নিশ্চয়ই বিরক্ত হচ্ছেন। সরি, অন্য কোনও উপায় ছিল না। আমি এসেছি আপনার বোনের সঙ্গে কথা বলতে। অল্প ক'টা কথা। রুটিন কাজ। ওকে আমি থানায় ডেকে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু সেটা চাইনি। মেয়েদের থানায় না ডাকাই ভাল। এরকম সামান্য একটা বিষয়... বাড়িতে এলে আবার সঙ্গে একজন লেডি পুলিশকেও আনতে হয়। আজকাল তো হাজার নিয়মকানুন হয়েছে। সেসব অ্যারেঞ্জ করাও ঝামেলার। অফিশিয়াল ড্রেসে, থানার জিপে আসতে হবে। সে-ও পাড়ার মধ্যে বিচ্ছিরি দেখাবে। তাই ভেবে দেখলাম, এমন একটা সময় চলে যাই, যখন আপনি বাড়ি থাকবেন। আপনার সামনেই আপনার বোনের সঙ্গে দুটো কথা বলে, এক কাপ চা খেয়ে পালাব। খুব সকাল ছাড়া উপায় কী বলুন?"

লম্বা কথা শেষে ইন্সপেক্টর হেসে সোফায় বসতে-বসতে বলেছিলেন, "তা হলে অনুগ্রহ করে আপনার বোনকে যদি একটু ডাকেন। সঙ্গে এক কাপ চা হলে তো কথাই নেই। আপনারাও তো বোধহয় এখনও চা খাননি।"

সেই চায়ের কাপ হাতেই প্রশ্ন করছেন বি সাহা।

"দিব্যাঙ্গনা, ঘটনার সময় আপনি ছোট হলেও, একেবারে ছোট ছিলেন না, তাই তো? আপনার কি ঘটনাটা মনে আছে?"

দিব্যাঙ্গনা শক্ত হয়ে বসে আছে। অঙ্কুর ভিতরে গিয়ে চাপা গলায় বলেছিল, "টুনু, লোকটা পুলিশ অফিসার। থানা থেকে এসেছে।"

দিব্যাঙ্গনা ততক্ষণে নিজের টেবিলে ফিরে আবার বই খুলে বসে পড়েছিল। কাল অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে। দেবার্ঘ্য স্যারকে নিয়ে তিয়াসার কথাগুলো যতবার মনে এসেছে, কান-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠেছে। বারবার মনে হচ্ছিল, এসব সত্যি হতে পারে না। অমন চমৎকার একজন মানুষ কখনও এত নীচে নামবে না। তিয়াসা বানিয়ে বলেছে। মেয়েটার মধ্যে এই সব নাটকীয় ব্যাপার আছে। নিজেকে জড়িয়ে নানারকম গল্প ফাঁদে। নিজেকে 'খারাপ' বানানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। এটাও হয়তো সেরকম কোনও মিথ্যে! আবার এও মনে হয়েছে, আচ্ছা, তার সঙ্গেও তো স্যার মাঝে-মাঝে সুন্দর করে কথা বলেন, মিষ্টি করে হাসেন, সে-ও কি ফাঁদ পাতার জন্য? টোকা মেরে দেখেন, বাজছে কিনা? একটু ঘনিষ্ঠ হলেই বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যাবেন? অসম্ভব! কই, আর কোনও মেয়ে তো কখনও এরকম বলেনি। এই

BanglaBook.org

পর্যন্ত ভেবে খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে গিয়েও থমকে গিয়েছিল দিব্যাঙ্গনা। মনে হয়েছিল, অন্য মেয়েদের বেলায় এরকম কিছু হয়ে থাকলে, তারা বলবে কেন? কত সুবিধে পাওয়ার ব্যাপার আছে। স্পেশ্যাল নোটস, প্রশ্নপত্রের সাজেশন থেকে পরীক্ষায় নম্বর বাড়ানোর ব্যাপার... দিব্যাঙ্গনা নিজে লেখাপড়ায় ভাল বলে তার এসব দরকার হয় না। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে, বাকিদের এসব সুবিধে লাগবে না! পরে রিসার্চ করতে গেলেও তো স্যারদের প্রয়োজন। হয়তো সেই কারণে অন্য মেয়েরা চুপ করে থাকে! নিজেই হাজার যুক্তি তৈরি করে ভাঙছিল মেয়েটা। কোনওটাতেই থিতু হতে পারেনি। একবার মনে হয়েছিল, তিয়াসাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে, "তুই কি সত্যি কথা বললি? দেবার্ঘ্য স্যার এত খারাপ?" পরক্ষণেই মনে হয়েছিল কাজটা ঠিক হবে না। তিয়াসা বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে সন্দেহ করবে। চিঠির টুকরো, সেখানে 'স্যার' সম্বোধনে লেখা আর এত রাতে ফোন... তিনটে মিলিয়ে ধরে ফেলবে। সে বড় লজ্জার হবে। না, থাক। বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে ভাল করে জল দিয়ে, জানলা খুলে দিল দিব্যাঙ্গনা। বাইরে নিঝুম রাত থমকে আছে। জানলার পাশের ঝাপসা গাছটা কালো চাদর মুড়ি দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে যেন। কান্না পাচ্ছে দিব্যাঙ্গনার। যাকে এত ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে সেই মানুষটা এমন! ছিঃ! নিজের উপর ঘেন্না হচ্ছে। আর সেই সময় ভিতরের টুনু এসে হাজির হল।

"কাকে ছিঃ বলছ টুনু?"

দিব্যাঙ্গনা রেগে গিয়ে বলল, "এত রাতে তুমি বিরক্ত করতে এসেছ কেন?"

ভিতরের টুনু হাসল। বলল, "তোমাকে আমি বলেছি তো, আমি নিজে আসি না, তুমিই আমাকে নিয়ে আসো। যাক, এসব কথা বাদ দাও। দেবার্ঘ্য স্যারের উপর এত চটলে কেন?"

দিব্যাঙ্গনা থম মারা গলায় বলল, "কেন চটেছি জানো না? মানুষটা যে এরকম আমি ভাবতে পারছি না। এত খারাপ।"

ভিতরের টুনু অবাক গলায় বলল, "তাতে তোমার কী?"

"আমার কী মানে? যে-মানুষটাকে আমি ভালবাসি, সেই মানুষটা নোংরা কাজ করলে আমি রেগে যাব না? তিয়াসা যা বলে গেল তারপরেও মানুষটাকে কেউ ভাল বলতে পারবে? তুমি পারবে?"

BanglaBook.org

ভিতরের টুনু বলল, "না, কেউ পারবে না। আমিও নয়। তিয়াসার কথা যদি সত্যি হয় আমরা সবাই তাকে খারাপ বলব। কিন্তু তুমি তো এই খারাপ মানুষটাকে ভালবাসো না টুনু। তুমি যে-মানুষটাকে পছন্দ করেছ সে তো অন্য মানুষ। তুমি সেই অন্য মানুষটাকে নিয়েই থাকবে। তাকে তুমি বিয়ে করছ না, তার সঙ্গে তুমি লুকিয়ে বেড়াতে যাচ্ছ না, এমনকী তাকে তুমি তোমার ভালবাসার কথা জানাতেও চাও না। খারাপ দেবার্ঘ্য স্যারকে যদি মন থেকে সরিয়ে দিতে চাও, দেবে। তার জন্য ভাল দেবার্ঘ্য স্যারকে ঘেন্না করার কারণ কী?"

দিব্যাঙ্গনা চুপ করে রইল। তার অবাক লাগছে। ভিতরে যে-মানুষটাকে সে বহন করে, মাঝে মাঝে মনে হয়, সে তার থেকেও বেশি বুদ্ধিমতী। সত্য বলে তাকে যেমন আঘাত করে, তর্ক করে যেমন দুঃখ দেয়, তেমন কোনও-কোনও দুঃখের সময় অদ্ভুত সব যুক্তি এনে চোখের জল মোছাতে চেষ্টা করে।

দিব্যাঙ্গনা বলে, "তোমার কথা ভাল লাগছে না। তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছ। ভালবাসার ব্যাপারে যুক্তির কোনও দাম নেই। সেখানে আবেগ, বিশ্বাসটাই আসল। সেটা একবার নষ্ট হয়ে গেলে সব থমকে যায়।"

ভিতরের টুনু বলল, "আবেগ, বিশ্বাস তোমার ব্যাপার টুনু। আমি সত্যটা বললাম। আর এ-ও বলছি, যে-দেবার্ঘ্য স্যারকে তুমি ভালবাসতে সেই দেবার্ঘ্য স্যারকে তুমি এখনও ভালবাসো। তিনি কার সঙ্গে কী করলেন তাতে তোমার কিছু আসে যায় না। তার কারণ তাঁর কাছ থেকে তোমার কিছু চাওয়ার নেই। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। মাথা ঠান্ডা করে এবার শুয়ে পড়ো। গুড নাইট।"

নিজের সঙ্গে নিজে তর্ক শেষ করে এরপর সত্যি শুয়ে পড়েছিল দিব্যাঙ্গনা। আজ খুব ভোরে ঘুম ভাঙতে মনে হল, মনটা অনেক ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে। ভিতরের টুনু তাকে প্রভাবিত করেছে। মন ভাল করে বইখাতা খুলে পড়তে বসে গিয়েছিল দিব্যাঙ্গনা। এর খানিক পরেই ডোরবেল বাজে। ম্যাক্সির উপর হাউজকোট চাপিয়ে দরজা খুলেছিল সে। দরজা খুলতেই একজন স্মার্ট লোক হেসে বলেছিলেন, "গুড মর্নিং। অঙ্কুর চৌধুরীকে একটু ডেকে দেবেন?"

BanglaBook.org

এই স্মার্ট লোকটা পুলিশ অফিসার! দাদা এসে না বললে বোঝাই যেত না।

দিব্যাঙ্গনা চমকে উঠে বলেছিল, "কেন! থানা থেকে এসেছে কেন?"

অঙ্কুর চাপা গলায় বলেছিল, "তোকে বলা হয়নি, মায়ের সুইসাইডের কেসটা পুলিশ আবার রি-ওপেন করেছে।"

"মানে! কেস রি-ওপেন কী?"

অঙ্কুর হড়বড় করে বলেছিল, "মানেটা আমিও জানি না টুনু। তবে ঘটনা সত্যি, কেউ একজন নালিশ করেছে মায়ের সুইসাইডে গোলমাল আছে। আবার তদন্ত করা হোক। আমাকে থানা থেকে কাল ডেকেছিল। এই লোকটাই আমাকে জেরা করেছে। সম্ভবত বাবার কাছেও গিয়েছিল। আমি ভাবতে পারিনি তোর সঙ্গেও কথা বলতে চাইবে। আজ তোর কাছে এসেছে। লোকটা খুব বুদ্ধিমান। অন্য কথা বলে মন ঘোরাতে চেষ্টা করে। সাবধানে উত্তর দিবি।"

"কে নালিশ করেছে? বলেছে পুলিশ?"

"না, সেসব কিছু বলেনি। বলছে সিক্রেট। যাক, আমাদের ভেবে লাভ কী? কেউ একজন আমাদের পিছনে লেগে এসব করছে। ঘাবড়াস না। যা সত্যি, তাই বলবি।"

দিব্যাঙ্গনা চেয়ার ছেড়ে উঠে সামান্য যেন হেসেছিল, "অমন করে ভাবছিস কেন? পিছনে না-ও লাগতে পারে। হয়তো মায়ের সুইসাইডের কারণ জানতে চাইছে।"

অঙ্কুর অবাক হয়ে বলেছিল, "পাঁচ বছর পর! তা ছাড়া কে জানতে চাইবে? একমাত্র কোনও পাগল এ কাজ করতে পারে!"

"সংসারে কতরকম পাগল থাকে, তার কি কোনও ঠিক আছে দাদা? হয়তো মাকে কেউ খুব ভালবাসত, হঠাৎ মাথায় ভূত চেপেছে।"

"ওসব বাদ দে। পুলিশের সামনে একদম ঘাবড়াবি না।"

"আমি ঘাবড়াই না দাদা। তুই যা, আমি চেঞ্জ করে আসছি।"

"চা করে আনিস।"

"আবার চা লাগবে?"

অঙ্কুর বোনের কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, "মাথা ঠান্ডা রাখ। পুলিশের কাজই তো হ্যারাস করা। যাতে বেশি জ্বালাতন না করে, তার জন্য খুশি রাখতে হয়। তুই চা করে আন।"

BanglaBook.org

চা করে, সালোয়ার কামিজ় পরে, এসে বসেছে দিব্যাঙ্গনা। সহজভাবেই বসেছে। কোনওরকম আড়ষ্টতা ছাড়া।

ইন্সপেক্টর বি সাহা টেবিলে পড়ে থাকা দিব্যাঙ্গনার একটা খাতার পাতা দেখছিলেন। সেই খাতা সরিয়ে বললেন, "আমার জিজ্ঞেস করতে খারাপ লাগছে, কিন্তু ডিউটির খাতিরেই করছি। দিব্যাঙ্গনা, আপনার দাদা নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছে, কেন আমি আপনাদের জ্বালাতন করছি।"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "হ্যাঁ বলেছে।"

ইন্সপেক্টর বি সাহা বললেন, "গুড। তা হলে তো কাজ অনেকটা এগিয়েই রয়েছে। আপনি আমাকে সেদিনের ঘটনাটা আর একবার বলতে পারবেন? পাঁচ বছর আগের ঘটনা জানি। তবে যেটুকু মনে আছে, সেটুকু বললেই চলবে। সরি।"

দিব্যাঙ্গনা স্বাভাবিকভাবে বলল, "সরির কী আছে? আপনি ইনভেস্টিগেশন করছেন, আপনাকে তো জিজ্ঞেস করতেই হবে। সেই জন্যই তো এসেছেন। আমি কি গোটা দিনটার কথা বলব? তা হলে কিন্তু আমাকে একটু ভাবার সময় দিতে হবে।"

ইন্সপেক্টর বি সাহা বললেন, "আমি যদি আপনাকে 'তুমি' সম্বোধনে ডাকি, আপনার অসুবিধে আছে? ইন ফ্যাক্ট, আমার এক বোন আপনারই বয়সি।"

দিব্যাঙ্গনা গম্ভীরভাবে বলল, "না, কোনও সমস্যা নেই।"

ইন্সপেক্টর বি সাহা বললেন, "ধন্যবাদ দিব্যাঙ্গনা। তোমাকে গোটা দিনটার কথা বলতে হবে না। তুমি স্কুল থেকে ফিরে কী দেখলে, সেটা বলো।"

দিব্যাঙ্গনা একটু চুপ করে থেকে বলল, "সেই সময় আমরা সকলেই সদর দরজার চাবি সঙ্গে রাখতাম। যদিও স্কুল থেকে ফেরার পর বেশিরভাগ দিনই মা বাড়িতে থাকত। সেদিন এসে দেখি, দরজাটা খোলা। আমার কেমন যেন খটকা লাগে। আমাদের বাড়ির দরজা কখনও খোলা থাকত না। আমি ঢুকে দেখি, বেশ কয়েকজন বাড়ির ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাবার অফিসের কয়েকজনকে দেখি, পাশের বাড়ির কাকু, উল্টো দিকের বাড়ির মাসিমাকেও দেখতে পাই। তাদের মুখ থমথম করছে। বাবাকে দেখি, ওই চেয়ারে বসে আছেন। মাথা নামানো, মুখে হাত চাপা। মনে আছে, এত লোক দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বলি, 'কী হয়েছে?' কে একজন বলে, 'টুনু, তুমি

BanglaBook.org

মায়ের ঘরে যাও।' মায়ের ঘরে মানে বাবা-মা যেখানে শোয়। আমি সেই ঘরে যাই।"

ইন্সপেক্টর হাত তুলে বললেন, "আর বলতে হবে না। আমি বুঝে গিয়েছি। ভয়ংকর অতীত। এটা নিয়ে আর আলোচনা না করাই ভাল।"

দিব্যাঙ্গনা বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, "স্যার, আমি আর দাদা ওই ভয়ংকর অতীতের মধ্যেই বড় হয়েছি। ভেবেছিলাম, এবার ভুলতে পারব। কিন্তু এখন দেখছি না, পারব না। শুধু অতীত নয়, আমাদের বর্তমানটাও ভয়ংকর। আর আমাদেরও তার মধ্যে থাকতে হবে। সুতরাং বাকিটুকু বলতে দিন। আপনি কষ্ট করে এসেছেন, সবটা শুনে যান। আমাদের করুণার কোনও প্রয়োজন নেই।"

অঙ্কুর কিছু একটা বলতে গেল। ইন্সপেক্টর খানিকটা যেন অবাক হয়ে দিব্যাঙ্গনার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পুলিশের সামনে তরুণীটির ঝাঁঝ কি তাঁকে মুগ্ধ করল?

দিব্যাঙ্গনা কোনওদিকেই না তাকিয়ে বলল, "আমি ঘরে গিয়ে দেখলাম, বিছানার উপর মায়ের মাথাটা কোলে নিয়ে দাদা বসে আছে। আমি গিয়ে বললাম, 'দাদা, মায়ের কী হয়েছে?' দাদা বলল, 'জানি না। আয়, মায়ের পাশে এসে বোস।'"

ইন্সপেক্টর বি সাহা ঝুঁকে পড়ে, চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করলেন, "আর গলা দিব্যাঙ্গনা? মায়ের গলায় তখনও ফাঁস ছিল?"

দিব্যাঙ্গনা একটু চুপ করে থেকে বলল, "খেয়াল করিনি। খেয়াল করার মতো পরিস্থিতি তখন ছিল না।"

ইন্সপেক্টর সোজা হয়ে বসলেন, "দিব্যাঙ্গনা, সেদিন বা দু-একদিনের মধ্যে তোমার মায়ের সঙ্গে বাড়ির কারও ঝগড়া হয়েছিল, বাবার সঙ্গে?"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "জানি না। আমি তো সবসময় মায়ের পাশে-পাশে থাকতাম না। তবে বাবার সঙ্গে ঝগড়া রোজই হত। দাদা আর আমার সঙ্গেও হত। তবে সেগুলো বলার মতো নয়। বাবার সঙ্গে মা সিরিয়াস ঝগড়া করলে, ঘর বন্ধ করে করতেন। আমরা জানতে পারতাম না।"

ইন্সপেক্টর একটু চুপ করে রইলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, "তুমি খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে দিব্যাঙ্গনা। আমি জানি, তুমি লেখাপড়াতেও খুব ভাল।

BanglaBook.org

এই যে তোমার খাতা। কলেজের নোটস, না? হাতের লেখা ভারী সুন্দর। আই উইশ ইউ অল সাকসেস।"

দিব্যাঙ্গনা একটু চুপ করে রইল। বলল, "আমি কি এবার উঠতে পারি? আমার পরীক্ষা আছে।"

"আর একটা প্রশ্ন। তোমার মা যে ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'আমি আর পারছি না, আমার আর ভাল লাগছে না', সেটা কি তুমি জানো? সেই ডায়েরি দেখেছ কখনও? "

দিব্যাঙ্গনা ভুরু কুঁচকে অঙ্কুরের দিকে তাকাল। অঙ্কুর বিরক্তভাবে বলল, "এই প্রশ্ন কি ওকে না করলেই নয়? ও তখন স্কুলে পড়া একটা ছোট্ট মেয়ে। সুইসাইড নোটের কথা আমরা ওকে বলব কেন?"

ইন্সপেক্টর আপনমনেই বললেন, "ঠিকই। থাক। দিব্যাঙ্গনা তুমি যেতে পারো।"

দিব্যাঙ্গনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মাকে আমি মাঝে-মাঝে অন্যমনস্ক আর মনমরা দেখতাম।"

ইন্সপেক্টর উৎসাহ নিয়ে বললেন, "তাই নাকি? কেন উনি মনমরা হয়ে থাকতেন? তখন যে আই ও ইনভেস্টিগেট করেছিলেন, তিনি রিপোর্টে কজ় অফ সুইসাইড লিখেছিলেন, ডিপ্রেশন। কীসের ডিপ্রেশন?" একটু থেমে ইন্সপেক্টর বললেন, "অবশ্য এটা আমাদের তদন্তের বিষয় নয়। আমাদের বিষয় এটা সুইসাইড, না অন্য কিছু?"

দিব্যাঙ্গনা ঠান্ডা গলায় বলল, "অন্য কিছু মানে! কী অন্য কিছু? কেউ খুন করেছে? বাজে কথা। মা নিজেই মরেছে। কেন মরেছে, সেটাই কথা।"

ইন্সপেক্টর বি সাহা উঠে দাঁড়ালেন। দিব্যাঙ্গনার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ফিজ়িক্স পড়তে তোমার খুব ভাল লাগে। আজকাল ভাল ছেলেমেয়েরা চট করে জেনারেল সাবজেক্টে যেতে চায় না। বাবা-মায়েরাও যেতে দেন না। সবাইকে প্রফেশনাল হতে হবে। কী মুশকিল! তা হলে শিক্ষক হবে কে? দিব্যাঙ্গনা, আমার তোমাকে ভাল লাগল। তুমি শুধু বুদ্ধিমতী নও, একজন সাহসী মেয়েও বটে। নিজের ইমোশনকে মর্যাদা দিয়ে যুক্তি নিয়ে চলা সহজ কথা নয়। তোমার ভাল হবে।"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "ধন্যবাদ।"

দিব্যাঙ্গনা ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ইন্সপেক্টর যখন বাড়ি থেকে

BanglaBook.org

বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াচ্ছেন, অঙ্কুর নিচু গলায় একটা অদ্ভুত কথা বলে বসল। যে কেউ শুনলে বলত, অঙ্কুর তার স্বভাব অনুযায়ী কাজ করেছে। বোকামি করেছে।

"আপনি কি একবার ঘরটা দেখবেন?"

ইন্সপেক্টর থমকে গিয়ে বললেন, "কোন ঘর?"

অঙ্কুর অস্ফুটে বলল, "যে-ঘরে আমার মা সুইসাইড করেছিল।"

ইন্সপেক্টর ভুরু কুঁচকে বললেন, "কেন বলুন তো? এতদিন পরে ও ঘরে আর কী থাকবে?"

অঙ্কুর মাথা নামিয়ে বলল, "না, কিছু থাকবে না। তবু আপনি বাড়ি পর্যন্ত এসেছেন যখন, তদন্তের সবটাই-না হয় হল... আর দেখুন, এতদিন পরে এই তদন্তের মানে কী? অর্থহীন। একটা মানুষ নিজের ইচ্ছেতে চলে গিয়েছে, তার আবার তদন্ত কীসের? মূলটাই যখন অর্থহীন, বাকি অর্থহীন কাজগুলোও সেরে ফেলতে পারেন। আমি মনে করিয়ে দিলাম মাত্র। এবার আপনার ইচ্ছে।"

ইন্সপেক্টর স্থির চোখে কয়েক মুহূর্ত অঙ্কুরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছু একটা ভাবলেন। তারপর অন্যমনস্ক গলায় বললেন, "চলুন। ঘরটা কোনদিকে?"

অঙ্কুর ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যখন তালা খুলছে ইন্সপেক্টর অবাক হলেন। বললেন, "ঘরে তালা কেন?"

অঙ্কুর বলল, "তালা দেওয়াই থাকে। মা মারা যাওয়ার পর বাবা এই ব্যবস্থা করেছে। কাজের লোক বা আত্মীয়স্বজন এসে যাতে হুটপাট করে ঢুকে পড়তে না পারে। তবে আমাদের কাছে চাবি রয়েছে। আমরা অবশ্য ঘরটা ব্যবহার করতে চাই না। ঢুকতেও ভাল লাগে না। মায়ের সব স্মৃতি ছড়ানো। বাবাও পছন্দ করে না, ঘরে কেউ ঢুকুক। মায়ের কোনও জিনিসে হাত দিক। এমনকী আমরাও হাত দিই না। বাবা যেদিন আসে, তালা খুলে নেয়। আপনি তো জানেন আমার বাবা..."

ইন্সপেক্টর বললেন, "জানি। তিনি এবাড়িতে থাকেন না।"

অঙ্কুর তালা খুলে বলল, "থাকেন না বলাটা ঠিক হবে না। সপ্তাহে একদিন থাকেন। সেদিন বাড়ির কাজকর্ম সারেন। আসুন, ভিতরে আসুন।"

ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন ইন্সপেক্টর বি সাহা। অঙ্কুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবার বলুন, কী দেখাতে এ ঘরে আনলেন।"

অঙ্কুর হাত তুলে দেখাল।

BanglaBook.org

ইন্সপেক্টর বি সাহা চলে যাওয়ার পরেই অমরনাথ চৌধুরী বাড়িতে ঢুকলেন এবং জানতে পারলেন, বাড়িতে পুলিশ এসেছিল। তাঁর বেডরুমে ঢুকেছিল। জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটিও করেছে। অমরনাথ প্রচণ্ড রেগে গেলেন। যদিও তিনি জানলেন না, পুলিশ অফিসার শুধু জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটিই করেননি, কিছু কাগজপত্রও নিয়ে গিয়েছেন। তার মধ্যে খামে ভরা ক'টা চিঠিপত্র আছে এবং একটা ডায়েরি রয়েছে। এগুলো ছিল ঘরের এক পাশে যে-চেস্ট অফ ড্রয়ারস আছে, তার একেবারে নীচের ড্রয়ারে। তিনধাপে লম্বা-লম্বা ড্রয়ার। প্রতিটা ড্রয়ারে তালা দেওয়ার ব্যবস্থা। প্রতিমাদেবী বেশ ভালবেসে তৈরি করিয়েছিলেন। কাউকে বিশেষ হাত দিতে দিতেন না। স্বামীকেও না। চাবি থাকত তাঁর কাছে। স্বাভাবিকভাবেই সেই চাবি এখন অমরনাথের জিম্মায়। ইন্সপেক্টর বি সাহাকে মোটের উপর বলশালীই বলতে হয়। খানিক টানাটানি করে নীচের ড্রয়ারের লক ভেঙে ফেলেছেন। সেখানে সেলাইয়ের সুতো, কাঁচি, টুকরো-টুকরো রং-বেরঙের কাপড়ের নীচে যত্ন করে ডায়েরি আর চিঠিপত্র রাখা ছিল। ইন্সপেক্টর তার মধ্যে থেকে কিছু বেছে নিয়েছেন। এখানেই তিনি কাজ শেষ করেননি। লকভাঙা ড্রয়ার এমনভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন, যাতে বাইরে থেকে চট করে বোঝা যায় না। চাবি দিয়ে লক খুলতে গেলেই বোঝা যাবে ভাঙা।

বেডরুমে পুলিশ ঢুকেছিল শুনে অমরনাথ চৌধুরী চিৎকার করে উঠলেন, "স্কাউন্ড্রেল, সান অফ আ বিচ! কোন সাহসে আমার বেডরুমে ঢুকেছিল? তার কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট ছিল? তাকে কেন ঘরে ঢুকতে দেওয়া হল? কে তালা খুলে দিল, অঙ্কুর? এই গর্দভটার জন্য আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল!"

দিব্যাঙ্গনা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "বাবা, এসব কী বলছ! শান্ত হও। এত উত্তেজিত হলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে।"

অমরনাথ বললেন, "ঠিকই বলেছি। এবার বুঝতে পারছি... বুঝতে পারছি, এতদিন পর তোর মায়ের সুইসাইড নিয়ে পুলিশ কেন তেড়েফুঁড়ে উঠল। নিশ্চয়ই ওই ছেলে কলকাঠি নেড়েছে।"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "ছিঃ বাবা, এভাবে বলে না। রাগের মাথায় তুমি কী বলছ, তুমি নিজেই জানো না। পুলিশ যদি ঘরে ঢুকতে চায়, দাদা কী বলবে? তালা খুলবে না?"

BanglaBook.org

অমরনাথ হুংকার দিয়ে উঠলেন, "না, খুলবে না। বলবে, 'আমার কাছে চাবি নেই।' "

দিব্যাঙ্গনা হেসে বলল, "পুলিশ এটা বিশ্বাস করত? নিজে তালা ভেঙে ঢুকে পড়ত। তার চেয়ে তালা খুলে দেওয়াটাই তো ভাল! তা ছাড়া আমাদের সমস্যা কী হয়েছে? কেউ যদি মায়ের মৃত্যুতে গোলমাল আছে বলে নালিশ করে, তদন্ত হোক। আমাদের ভয় কীসের? বরং মা কেন সুইসাইড করেছে, সেটা জানা যাবে।"

অমরনাথ দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, "কী হবে জেনে? তোর মা ফিরে আসবে?"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "সব কি মানুষের ফেরার জন্য করা হয় বাবা? মনের শান্তির জন্য তো কিছু কাজ থাকে।"

"চুপ কর তুই। থাম!"

দিব্যাঙ্গনা এগিয়ে এসে বাবার গায়ে হাত দিল, কিন্তু অমরনাথ চুপ না করে চিৎকার করতে থাকলেন। গাল দিতে লাগলেন, "হারামির বাচ্চা পুলিশ অফিসারটাকে কে ঘরে ঢোকাল? কে পারমিশন দিল?"

দিব্যাঙ্গনা বলল, "পুলিশকে কি পারমিশন দিতে হয়? এই যে সে এত সকালে বাড়ি পর্যন্ত এসে আমাকে জেরা করে গেল, সে কি পারমিশন নিয়ে এসেছে? তুমি শুধু-শুধু দাদার উপর রেগে যাচ্ছ। দাদা কী করবে?"

অমরনাথ এরপরেও থামলেন না। দিব্যাঙ্গনার ভয় হল, মানুষটা অসুস্থ হয়ে না পড়ে।

তবে অঙ্কুর এসব গায়ে মাখল না। স্নানের জন্য বাথরুমে ঢুকে পড়েছে সে। তাকে আজ তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। অনেক কাজ আছে।

BanglaBook.org

বারো

'ক্লিন সিটি প্রজেক্ট'-এর দায়িত্বে থাকা অফিসারের কথাবার্তার মধ্যে একধরনের দার্শনিক ভাব আছে। এই ভাবের মধ্যেই তিনি অনায়াসে ঘুষ-টুসের কথা বলে ফেললেন। ঠাসিয়ে চড় মারতে ইচ্ছে করলেও, অঙ্কুর গদগদ

মুখে সব শুনল। সেলসের কাজটাই তাই। রাগ, বিরক্তি হলেও, হাসি-হাসি মুখে থাকতে হয়। বিক্রিটাই আসল।

"কীসের পরিচ্ছন্নতা? কীসের পরিবেশ? গোটা মনটাই তো আমাদের মালিন্যে ভরা! সেই মন যতক্ষণ না পরিচ্ছন্ন হচ্ছে, ততক্ষণ পরিবেশও পরিচ্ছন্ন হবে না। আমরাও পরিচ্ছন্ন হব না। ঠিক কিনা?"

অঙ্কুর মাথা নেড়ে বলল, "অবশ্যই ঠিক স্যার।"

অফিসার এবার বললেন, "আসলে কী জানেন তীর্থঙ্করবাবু, জীবনকে করতে হবে নির্ভীক, নির্লোভ। তবে মন হবে পরিচ্ছন্ন। আমার শহর হবে পরিচ্ছন্ন।"

অঙ্কুর হাত কচলে বলল, "তীর্থঙ্কর নই স্যার, আমি অঙ্কুর। আমাকে নাম ধরে ডাকতে পারেন। শুধু বয়সে নয়, জ্ঞানবুদ্ধিতেও আমি আপনার চেয়ে ছোট।"

অফিসার খুশি হলেন, "ইয়ং ম্যান, তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ। দেশকে 'ক্লিন সিটি প্রজেক্ট' দিয়ে পরিষ্কার করা যাবে না, করতে হবে তোমাদের দিয়ে। তোমাদের এগিয়ে আসতে হবে।"

অঙ্কুর বলল, "আমি তো স্যার এগিয়েই এসেছি। আপনি যে এই 'ক্লিন সিটি...'র একটা বড় জায়গায় আছেন সেটা জানতে পেরেছি অনেক কষ্ট করে। জেনেই আজ চলে এসেছি।"

অফিসার টেবিলের উপর দু'হাত রেখে আঙুলের টোকা মারতে-মারতে বললেন, "এটা ঠিক বললে না তীর্থঙ্কর। প্রজেক্টের কথা ঘোষণা হতে না হতেই তোমাদের মতো হাজারটা ম্যানুফ্যাকচারার আমার নাম জেনে ফেলেছে। আমি নিজেকে গোপনে রাখতে চেষ্টা করেছিলাম। এই কাজে গোপনীয়তা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লোকে বড্ড ধরাধরি করে। অত কোটি টাকার প্রজেক্ট, ধরাধরি তো থাকবেই। এই কারণেই লুকিয়ে থাকার চেষ্টা। কিন্তু পারলাম কই? কোন হারামজাদা নাম ফাঁস করে দিল। তোমাকে নিয়ে এখন পর্যন্ত একচল্লিশটা পাইপ তৈরির কোম্পানি আমার সঙ্গে দেখা করল।"

অঙ্কুর বলল, "আমি তীর্থঙ্কর নই, অঙ্কুর স্যার। তারপরেও আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে 'তীর্থঙ্কর' নামে ডাকতে পারেন। শুধু একটাই অনুরোধ, অন্য কোনও কোম্পানির লোকের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না। একচল্লিশ,

BanglaBook.org

একান্ন, একাশি যত কোম্পানির লোকই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসুক না কেন স্যার, আমাদের কোম্পানিকে বড় অর্ডার দিতে হবে।"

অফিসার বললেন, "কেন ইয়ং ম্যান? তোমাদের কেন বড় অর্ডার দেব? কারণটা আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। তোমরা আমার আর্থিক দুরবস্থার আবর্জনা, মালিন্য দূর করতে কী ব্যবস্থা নেবে?"

অঙ্কুর সোজা হয়ে বসে বলল, "আপনি যতটা চাইবেন। আমরা পার্সেন্টেজ ভিত্তিতে কাজ করি। কম পেলেও, হিসেবে গোলমাল করি না। পার্সেন্টের উপর ইনসেনটিভ আছে। একটা লেভেলের অর্ডারের পর এক্সট্রা অ্যামাউন্ট দেওয়া হয়। বোনাসের মতো।"

অফিসার সন্তুষ্ট গলায় বললেন, "আমি নিজে কিছু চাই না বাপু। আমার কাছে সবই অনিত্য। তোমাদের এই কেনাবেচার দড়ি টানাটানির মধ্যে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। সংসার ছেড়ে, এই কমিশন, ইনসেনটিভ ফেলে রেখে আমি পালাতে চাই। পারি না। সবাই পিছন থেকে টেনে ধরে। সৎ হওয়ার অনেক হ্যাপা তীর্থঙ্কর। আমি সবটাই বিলিয়ে দিই। তুমি তো জানো, বিলিবণ্টন চালাতে হয় অনেক উপরমহল পর্যন্ত।"

অঙ্কুর বলল, "জানি স্যার। অনেকে ভাগ নেবে। তাই আমরা বাজারের চেয়ে কিছু বেশি দিতেও রাজি থাকি। কিন্তু একটা বড় অ্যামাউন্টের অর্ডার আমাদের লাগবে। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন, পাইপের লাইনে আমাদের কোম্পানির নাম আছে, বিশেষ করে পায়খানার পাইপে।"

অফিসার হেসে বললেন, "বাঃ, ভাল বিষয়ে নাম করেছ তো হে। মলই তো জীবনে মূল সত্য। ভোগ আর ত্যাগের মেলবন্ধন। যত খাবে, তত হাগবে। যত হাগবে, তত খাওয়ার জন্য টান বাড়বে। দুনিয়ার নিয়ম।"

নিজের এই অত্যন্ত বাজে রসিকতায় অফিসার নিজেই 'হো হো' আওয়াজ করে হেসে উঠলেন। শরীর রাগে চিড়বিড়িয়ে উঠলেও অঙ্কুর হাসতে বাধ্য হল।

"কমিশন তো হল, আর কী দেবে তীর্থঙ্কর?"

অঙ্কুর একটু চুপ করে থেকে বলল, "কী চান?"

অফিসার বলল, "বহুদিনের শখ, একবার হংকং-ব্যাঙ্ককে গিয়ে ম্যাসাজ করাব। ওই ম্যাসাজে নাকি একধরনের মুক্তির আনন্দ হয়। আমরা তো মুক্তিই চাই। কিন্তু মুক্তি কোথায় পাব?"

BanglaBook.org

অঙ্কুর মুখের সামনে হাত মুঠো করে খুকখুক করে ক'বার কাশল। বলল, "ম্যাসাজে সমস্যা নেই স্যার। আপনি মুক্তির আনন্দ পর্যন্ত ওখানে থাকতে পারবেন। আমি কোম্পানির হয়ে কথা দিয়ে যাচ্ছি। সেই সঙ্গে পটায়াও ঘুরে নেবেন। অত দূর যখন যাচ্ছেন, ওটা বাদ যাবে কেন? আমরা তো আছি! তবে স্যার বোঝেনই তো, দেখবেন, অর্ডারের অ্যামাউন্টটা সেরকমই যেন হয়। অন্তত একশো কাজের বরাত চাই।"

অফিসার ভুঁড়ি দুলিয়ে বললেন, "হবে হবে, সব হবে।"

মেট্রো ধরে সোজা অফিসে এল অঙ্কুর। ঢুকতেই তালুকদারের মুখোমুখি। তালুকদার অফিস থেকে বেরোচ্ছিল। তালুকদার প্রোডাকশনের দায়িত্বে রয়েছে। বয়সে ছোট-বড় সকলেই তাকে 'তালুকদার' বলে ডাকে। দিবাকর বণিকের 'পেয়ারের লোক' বলে পরিচিত। তার মুখ থমথম করছে। তার মানে বড় ঝামেলা হয়েছে।

অঙ্কুর বলল, "কী হল তালুকদার?"

"কী আর হবে? গুয়ের কোম্পানিতে কাজ করলে যা হতে পারে, তাই হয়েছে।"

অঙ্কুর বলল, "আরে কী হয়েছে বলবে তো?"

তালুকদার চোখ-মুখ কুঁচকে বলল, "আচ্ছা বলো তো, মাল বিক্রি না হলে আমি কী করব? আমি মাল বেচি? আমার উপর চোটপাট করে কেন? এই চাকরি যদি আমি না ছেড়েছি, আমার নাম তালুকদার নয়।"

অঙ্কুর মুচকি হেসে বলল, "দাঁড়াও। আমি গিয়ে বসের মেজাজ ঠিক করে দিই, তারপর না হয় চাকরি ছেড়ো।"

নিজের টেবিলে পৌঁছোতে গোপাল এসে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "দাদা, কাল রাতে বসের বাড়িতে ছিলেন?"

অঙ্কুর ভুরু কুঁচকে বলল, "রাতে ছিলাম মানে?"

গোপাল আরও গলা নামিয়ে চোখ নাচিয়ে বলল, "অফিসে বলাবলি হচ্ছে, আপনি নাকি রাতে স্যারের ওখানে... সত্যি?"

অঙ্কুর হাসতে গিয়েও সামলাল। নিশ্চয়ই ড্রাইভার বলে দিয়েছে। তার উপর রং চড়িয়েছে। একেবারে রাত পার করে ছেড়েছে! মনে হয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এই মুখরোচক খবরে আরও কয়েক পোঁচ রং লাগবে। এখনও তো অফিসের 'গসিপরানি' মঞ্জুদি ঢোকেনি। ঢুকলে আর দেখতে

BanglaBook.org

হবে না। দিবাকর বণিকের মেয়ের সঙ্গে একেবারে বিয়ে দিয়ে ছাড়বে। অঙ্কুরের মজা লাগল। গম্ভীরভাবে বলল, "সত্যি। কাল বসের ওখানেই রাত কাটিয়েছি। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বসের সঙ্গে মর্নিংওয়াক করেছি। তারপর একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট সেরে তবে বেরিয়েছি।"

গোপাল চোখ বড়-বড় করে বলল, "বাপ রে!"

"বাপরে-র কী আছে? বসের বাড়িতে থাকতে পারি না?"

গোপাল মাথা চুলকে বলল, "দাদা, আমার কথাটা একটু মনে রাখবেন।"

অঙ্কুর বলল, "তোমার আবার কী কথা?"

"কেটেকুটে হাতে যে ক'টা টাকা পাই, তাতে সংসার চলে না। বসকে বলে যদি হাজার দু'য়েক বাড়িয়ে দেন... আচ্ছা থাক, এখন দু'হাজারের কথা বলতে হবে না, আপনি হাজার টাকাই বলুন।"

অঙ্কুর হাসি চেপে বলল, "সে দেখা যাবে। এখন বসকে গিয়ে বলো, আমি দেখা করব। জরুরি দরকার আছে।"

দশ মিনিটের মধ্যে ডাক পড়ল। দিবাকর বণিক টেবিলে ছড়িয়ে রাখা কাগজপত্র দেখছেন।

"স্যার, কথা ছিল।"

দিবাকর বণিক এবার মুখ তুললেন, "বসো। আমারও তোমার সঙ্গে কথা আছে। যদিও সেটা ব্যক্তিগত, অফিসে বলার বিষয় নয়, কিন্তু তোমাকে বাইরে কোথায় পাব?"

অঙ্কুর চুপ করে রইল। দিবাকর মাথা নামিয়ে বললেন, "কালকের ঘটনার জন্য দুঃখিত। আমি আর সোনালি দু'জনেই তোমার কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি। তোমাকে বাড়িতে ডেকে এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে ফেলা আমাদের উচিত হয়নি।" একটু থেমে দিবাকর আবার বললেন, "আমাদের না বলে, অন্যায়টা আমার বলাই উচিত, আমিই তোমাকে নিয়ে গিয়েছি। সোনালিকে ফোন করে বলেছিলাম মাত্র। যাই হোক, আমার উচিত ছিল, সোহাগের ঘটনাটা আগে থেকে তোমাকে জানিয়ে দেওয়া। কাজটা ঠিক হয়নি। সোহাগও অন্যায় করল। অসুস্থতার অভিনয় করে তোমাকে অপমান করল। সে তার মাকে বলেছে।"

অঙ্কুর বলল, "ঠিক আছে স্যার।"

BanglaBook.org

দিবাকর বণিক বললেন, "পিতা হওয়া যেমন আনন্দের, উদ্বেগেরও। আমার মতো অসুস্থ সন্তানের পিতা হলে তো কথাই নেই। মাথার ঠিক থাকে না। কেবল মনে হয়, আমরা চলে গেলে এই মেয়ের কী হবে? কে তাকে দেখবে?"

একটু চুপ করে থেকে দিবাকর মলিনভাবে হাসলেন। বললেন, "যাক, তুমি ভুলে যাও অঙ্কুর। মনে রাগ, বিরক্তি পুষে রেখো না। যেদিন তুমি বাবা হবে, তুমিও ভুল করবে।"

অঙ্কুর একটু চুপ করে রইল। বলল, "স্যার, এবার কাজের কথা বলি। আমি আজ 'ক্লিন সিটি প্রজেক্ট'-এর এক অফিসারের সঙ্গে কথা বলেছি। খুবই পজ়িটিভ কথা। উনি সরাসরি টাকাপয়সার কথা বলেছেন। আমি রাজি হয়ে এসেছি। মনে হচ্ছে, বড় অর্ডার পাওয়া যাবে। আমি কি ডিটেলসে বলব স্যার?"

দিবাকর বণিক সবটা শোনার পর চেয়ারে হেলান দিলেন। বললেন, "কিছু মনে কোরো না অঙ্কুর, তোমাকে আমি বোকা বলতে চাই না, আবার না বলেও পারছি না। ওই লোক বাবা-বাছা করে তোমার কাছ থেকে ঘুষের পরিমাণটা জেনে নিয়েছে মাত্র। কতটা আমরা দিতে রাজি। এবার ও অন্য কোম্পানির সঙ্গে দর করবে। পরে তোমাকে বলবে, আরও ভাল অফার পেয়েছে। তুমি তখন আরও দিতে রাজি হবে। আমাদের কাজটা লসের মুখ দেখবে। এটা তোমার একবার ভাবা উচিত ছিল।"

অঙ্কুর থতমত খেয়ে গেল। সত্যিই তো! এদিকটা সে ভাবেনি। ইস্, আস্তিন খুলে সবটা দেখানো ঠিক হয়নি। লোকটা পেয়ে বসল।

দিবাকর বণিক লম্বা করে শ্বাস নিয়ে বললেন, "তুমি যদি বুদ্ধিমান হতে, তা হলে আরও কম থেকে শুরু করতে। ফাইভ পার্সেন্ট কমিশন বললে থ্রিতে বসে থাকা উচিত ছিল। ব্যাঙ্কক বললে তোমার বলা উচিত ছিল, মেরেকেটে গোয়া পর্যন্ত পারব। ছোট কোম্পানি তো... তার চেয়ে বেশি হবে না। তুমি অনেক বেশি কমিট করে ফেলেছ। এবার আর আমাদের ব্যাক করার জায়গা রইল না। একটা হয়, যদি আমরা প্রজেক্ট থেকে সরে আসি। সেটাও আমাদের গুডউইলের জন্য খারাপ হবে।"

অঙ্কুর বুঝতে পারল, ভুল হয়ে গিয়েছে। আমতা-আমতা করে বলল, "আমি আসলে ভাবলাম, বড় অ্যামাউন্টের অর্ডার আসবে, তার উপর এই প্রজেক্টে কাজ করেছি শুনলে ভবিষ্যতে সুবিধে হবে।"

BanglaBook.org

দিবাকর বণিক বললেন, "ঘোড়ার ডিম হবে। সরকারি কাজের বাইরে কোনও ক্রেডিবিলিটি আছে? আবার অর্ডার না পেলে সবাই ভাববে ব্ল্যাকলিস্টেড। তোমার কম্পিটিটিররাই ছড়াবে। মাঝারি কোম্পানির কত ঝামেলা জানো? যাক, যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। আশা করি, তোমার কল্যাণে আমরা আরও খানিকটা ডুবতে পারব।"

অঙ্কুর বলল, "সরি।"

দিবাকর বণিক শান্ত গলায় বললেন, "এতবার সরি বলে কোনও লাভ নেই অঙ্কুর। হিসেবের খাতা তোমার সরি শুনতে পায় না। তুমি বরং এবার এসো। ফাইলটা আমাকে ফেরত দিয়ে যেয়ো। দেখি, কীভাবে সামলানো যায়।"

অঙ্কুর বলল, "স্যার, একটা কথা ছিল।"

দিবাকর বণিক এবার বিরক্ত হলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, "আবার কী কথা?"

অঙ্কুর এক মুহূর্ত ভেবে বলল, "স্যার, আমি দুটো সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

দিবাকর বণিক খানিকটা যেন আপনমনেই বিড়বিড় করলেন, "নিশ্চয়ই বোকার মতো।"

অঙ্কুর সামান্য হেসে বলল, "হ্যাঁ, স্যার। বোকার মতোই ডিসিশন। এক নম্বর ডিসিশন হল, আমি এই চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছি। এই কাজ আমার আর ভাল লাগছে না। আমার মতো কম চালাকচতুর লোকের জন্য এই কাজটা সুট করে না।"

দিবাকর বণিক কিছু একটা বলতে গেলেন। অঙ্কুর হাত তুলে থামাল, "আগে আমার কথাটা শেষ করতে দিন স্যার। আমি ঠিক করেছি, সোহাগকে বিয়ে করব। অবশ্যই যদি সে রাজি হয়। আপনার মেয়ে বলে ওকে আমি বিয়ে করতে চাইছি না স্যার, করুণা থেকেও নয়। সোহাগ সুস্থ হোক বা অসুস্থ হোক, সে তার মনের কথা স্পষ্টভাবে বলতে পারে। একজন মেয়ের জন্য এটা খুব বড় ব্যাপার। আমার মা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েও পারেননি। মনের কথা গোপন করতে-করতে এমন অবস্থা হল যে, বেচারি বাঁচতেই পারল না। চলে যেতে হল।" একটু থেমে মাথা নামিয়ে সামান্য হাসল অঙ্কুর। মুখ তুলে, দিবাকর বণিকের চোখে চোখ রেখে বলল, "নাটকীয় হয়ে যাচ্ছে, না? কী করব? জীবনের কোনও সিদ্ধান্ত বোকারা বোধহয় এই ভাবেই নেয়। যুক্তির চেয়ে আবেগ বেশি থাকে।"

BanglaBook.org

দিবাকর বণিক বিস্ফারিত চোখে অঙ্কুরের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখ-মুখ স্পষ্ট বলছে তিনি বিশ্বাস করছেন না। টেবিলের উলটোদিকে বসে থাকা অঙ্কুরকে তিনি চিনতে পারছেন না। বিড়বিড় করে কিছু বলতে চাইলেন, কথা বের হল না।

"স্যার, আপনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করবেন সে আমার প্রস্তাবে রাজি আছে কিনা। যদি রাজি হয়, তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে আমার একটা শর্ত আছে। পণই বলতে পারেন। পাগল মেয়েকে বিয়ে করব, পণ তো দিতেই হবে স্যার। আপনি এবং ম্যাডাম যত দিন থাকবেন, মেয়েকে কোম্পানির শেয়ার দেওয়া যাবে না। আমি আর সোহাগ আপনাদের সঙ্গে থাকব, কিন্তু কোম্পানি বা তার টাকাপয়সার সঙ্গে থাকব না," কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াল অঙ্কুর। বলল, "স্যার, আমি এখনই রিজ়াইন করব না। ক্লিন প্রজেক্টের ঝামেলা আমি নিজের হাতে মেটাতে চাই। অবশ্যই যদি আপনি সুযোগ দেন। তারপর রেজ়িগনেশনের চিঠি দেব। এই সুযোগটা আমাকে দিন।"

দিবাকর বণিক অস্ফুটে বললেন, "আমি যদি তোমাকে না ছাড়ি?"

অঙ্কুর সামান্য হেসে বলল, "বোকা মানুষরা গোঁয়ার ধরনের হয়। তারা একবার যা ঠিক করে, তার থেকে চট করে সরতে পারে না। চাইলেও পারে না। আজ আমি আসি স্যার..."

নিজের টেবিলে ফিরে বোনকে ফোন করল অঙ্কুর। ফোন বেজে যাচ্ছে। কোথায় গেল মেয়েটা? কলেজে? নাকি ফোন সাইলেন্ট করে বাড়িতে পড়ছে? আজ খুব ইচ্ছে করছে টুনুকে নিয়ে বাইরে কোথাও যেতে। বাইরে কোনও রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়া যাবে। কত দিন দু'জনে কোথাও বেরোনো হয়নি। অঙ্কুর আবার ফোন করল। ফোন বেজে যাচ্ছে। হাল ছেড়ে দিয়ে অঙ্কুর আশাবরীর নম্বর টিপল।

"কী হল তোমার? ভ্যানিশ হয়ে গেলে কেন?"

অঙ্কুর হেসে বলল, "আমি ভ্যানিশ কোথায়? তোমারই তো পাত্তা নেই।"

আশাবরীর গলাটা কেমন ধরা-ধরা। বলল, "পুলিশ কেন ডেকেছিল?"

অঙ্কুর বলল, "সেটা বলব বলেই ফোন করেছি। শুনবে? খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে আশাবরী।"

আশাবরী দু'বার খুক-খুক আওয়াজে কেশে বলল, "আমার তোমাকে কিছু দরকারি কথা বলার আছে অঙ্কুর।"

BanglaBook.org

অঙ্কুর হেসে বলল, "নিশ্চয়ই বকাঝকা করবে?"

আশাবরী বলল, "হ্যাঁ করব।"

"আচ্ছা করো। তার আগে বলো তো, একটি মেয়ের কমপ্লিকেটেড মেন্টাল ডিসঅর্ডার হয়ে আছে। মাঝে-মাঝে গোলমাল করে বসে, বাকি সময় নরমাল। ভাল কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে? সেরকম প্রয়োজন হলে বাইরেও নিয়ে যাব।"

আশাবরী একটু থেমে বলল, "এখনই বাইরে যাওয়ার কথা ভাবছ কেন? এখানেই আজকাল অনেক ভাল ক্লিনিক হয়েছে। আগে সেখানে দেখাও, তারপর বাইরের কথা ভাববে। পেশেন্ট তোমার কে হয়?"

অঙ্কুর অন্যমনস্কভাবে বলল, "এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। যাক, তুমি কোথায়? তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা করব? ক্লিনিক, নাকি এনজিও অফিস?"

আশাবরী বলল, "কোথাও নয়। তুমি চন্দননগর চলে এসো। জ্বর হয়েছে বলে বেরোতে পারিনি।"

অঙ্কুর শেষ দুপুরে চন্দননগর পৌঁছোল। নবদি দরজা খুলে বিরক্ত মুখে বলল, "যান, আপনাকে উপরে যেতে বলেছে।"

অঙ্কুর অবাক হল। একেবারে বেডরুমে আমন্ত্রণ! আশাবরীর হল কী?

হাতে বই নিয়ে আশাবরী খাটে আধশোয়া হয়ে আছে। কোমর পর্যন্ত চাদর। ঘরে পরার শাড়ি-ব্লাউজে তাকে শুকনো, শান্ত দেখাচ্ছে। অসুখ হলে মানুষকে শুকনো তো দেখাবেই, কিন্তু শান্তও দেখায়? অঙ্কুরকে দেখে বই সরিয়ে হাসল আশাবরী, "এসো।"

খাটের পাশে চেয়ার রাখা। বসতে-বসতে অঙ্কুর বলল, "জ্বর কত? একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছ!"

আশাবরী বলল, "জ্বর-টর হলে আমি এনজয় করি। অন্যদিন তো আর অসময়ে এইভাবে শুয়ে থাকতে পারতাম না। তবে এমন ভেবো না যে, নীচ পর্যন্ত যাচ্ছি না। তুমি এসেছ বলে বেডরুমে ডাকলাম। অন্য কেউ হলে নীচেই যেতাম।"

অঙ্কুর ভুরু কুঁচকে বলল, "আমার প্রতি দয়ার কারণ?"

আশাবরী গম্ভীর হয়ে বলল, "আমাকে কি নিষ্ঠুর মনে হয়েছে এত দিন?"

BanglaBook.org

অঙ্কুর বলল, "তোমার মতো মনে হয়েছে।"

আশাবরী বলল, "এড়িয়ে যাওয়ার উত্তর হল।"

অঙ্কুর হেসে বলল, "ছোটবেলায় মা বলত, জ্বরের মধ্যে রাগ করলে জ্বর বেড়ে যায়। আগে জরুরি কথা সেরে নিই।"

আশাবরী বলল, "জরুরি কথাটা আগে কে বলবে? তুমি না আমি?"

অঙ্কুর হেসে বলল, "জেন্টস ফার্স্ট। তা ছাড়া, বোকা বলে আমার একটা অ্যাডভান্টেজ পাওয়া উচিত।"

আশাবরী কপালে পড়া চুল সরিয়ে বলল, "বাঃ, বেশ গুছিয়ে কথা বলছ তো! তুমি কী বলবে, তা তো আমি জানি না অঙ্কুর, তবে মনে হয়, আমার কথা শুনলে তোমার জরুরি কথাটা বদলে যেতে পারত।"

অঙ্কুর বলল, "তা হলে তো অবশ্যই আমি আগে বলব। আমার কথা আমি বদলাতে চাই না।"

আশাবরী অঙ্কুরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। হল কী? ছেলেটাকে কেমন নতুন লাগছে! ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, "আচ্ছা, তাই হোক। তুমি শুরু করো।"

বেশিক্ষণ সময় নিল না অঙ্কুর। দশ মিনিটেই সুইসাইড, অমরনাথ চৌধুরীর দ্বিতীয় বিবাহ, পাঁচ বছর পর উড়ো নালিশ পেয়ে প্রতিমা চৌধুরীর মৃত্যু নিয়ে নতুন করে পুলিশের তদন্ত, নিজের চাকরি ছাড়া... সবটাই বলে ফেলল।

আশাবরী স্থির হয়ে শুনল। নিচু গলায় বলল, "এখন কী করবে?"

অঙ্কুর হেসে বলল, "কী আর করব? বেকার বসে থাকব আর বিয়ে করব।"

"বিয়ে করবে?"

অঙ্কুর হেসে বলল, "খানিক আগেই টেলিফোনে তোমাকে যে বললাম, একটা মেয়ের ট্রিটমেন্টের জন্য তোমার সাহায্য চাই। ওই মেয়েই সোহাগ। আমার কোম্পানির মালিকের মেয়ে। তাকেই বিয়ে করব বলে ঠিক করেছি। দেখতে-শুনতে ডানাকাটা পরি নয়, কিন্তু ভিতরে কোথাও মনের কথা বলার সাহস আছে। পাগল হলেও, আছে। দুম করে ভাল লেগে গেল। খানিকটা মায়াও পড়ে গিয়েছে। মুখের উপর বলে দিল, আমাকে বিয়ে করবে না। এই মেয়েকে বিয়ে না করে থাকা যায়? আমাকে পাছে কেউ ভাবে মালিকের

BanglaBook.org

মেয়েকে বিয়ে করে আধখানা সাম্রাজ্য পেতে চলেছি, তাই চাকরিটাও দিলাম ছেড়ে। দেখো না, তোমার এনজিও-তে কোনও কাজকর্ম জোটে কিনা! বোকা ছেলেদেরও তো কাজেকর্মে লাগে, লাগে না?"

আশাবরীর মনে হল, তার শরীর কাঁপছে। তার কি জ্বর বাড়ছে? কাল রাতে চিত্ররথ ফোন করেছিল। হঠাৎ মত বদলেছে। মনে হয়, আবার বিয়ে করবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে চায়। উকিলের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছে। আশাবরী যদি রাজি থাকে, এ মাসেই ডিভোর্স দেবে। আশাবরী ইচ্ছে করলে প্রতিশোধ নিতেই পারত। সময় নিতে পারত। নেয়নি। মনে হয়েছে, থাক, মানুষটা যদি আবার বিয়ে করে সুখে থাকে, থাকুক। কয়েক মুহূর্ত ভেবেই রাজি হয়ে গিয়েছিল। প্রথমটায় খারাপ লাগছিল। এত যন্ত্রণার পরও কেমন যেন ফাঁকা লাগছিল চারপাশ। আজ থেকে নিজেকে শান্ত করেছে। অনেক কষ্ট পাওয়া তো হল, এবার পুরনো সব ভুলে নতুন করে ভাবলে কেমন হয়? কেমন হয় নতুন করে বাঁচলে? আর সেই নতুন পথে অঙ্কুরকে যদি সঙ্গী হিসেবে পাওয়া যায়? মানুষটা বোকা, কিন্তু ভাল। খুব ভাল। কোনও চাওয়া নেই। কিছু দেওয়ার জন্যও আকুল হয়নি কোনওদিন। চিত্ররথের মতো হাতে ফুল নিয়ে আসেনি কখনও। বকাঝকা মুখ বুজে মেনে নিয়েও, বারবার ছুটে এসেছে। সেদিন বৃষ্টির দিনে চিত্ররথের পোশাক পরিয়ে তাকে 'চিত্ররথ' ভেবে দেখেছিল সে। শরীর দিয়ে কামনাও করেছিল, এমনকী মুখে বলেওছিল। পরে বুঝেছিল, কাজটা যে-কোনও পুরুষের জন্যই অপমানজনক। অঙ্কুরকে সে অপমান করতেই চেয়েছিল কি? তারপরেও ব্যবহার বদলায়নি ছেলেটা। যদি কোনও রাগ-অভিমান হয়েও থাকে, তা-ও ভুলে গিয়েছে। এই ছেলেই তো নতুন জীবনের সঙ্গী হওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত! সে রাজি হবে কিনা জিজ্ঞেস করতেই অঙ্কুরকে আজ আসতে বলা। অঙ্কুরের কথা শুনে এখন আর সে-কথা তাকে বলার প্রশ্ন ওঠে না।

অঙ্কুর বলল, "কী হল, চুপ করে গেলে যে? এনজিও বা ক্লিনিকে একটা কম টাকার কাজকর্ম জুটিয়ে দিতে পারবে না?"

আশাবরী ডান হাত দিয়ে বিছানার চাদর মুঠো করে চেপে ধরে অস্ফুটে বলল, "আচ্ছা দেখব।"

অঙ্কুর হেসে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ। এবার তোমার কথা শুনি।"

BanglaBook.org

আশাবরী বড় করে হেসে বলল, "আজ থাক। তুমি বিয়ে করছ, এরকম একটা সুখবর পাওয়ার পর আর অন্য কথা মানায় না। আমার জরুরি কথা পরে হলেও চলবে। কী খাবে বলো? আমি নিজে হাতে বানাব।"

চাদর সরিয়ে উঠতে গেল আশাবরী। অঙ্কুর হাতটা চেপে ধরল।

"না, উঠবে না।"

আশাবরী কেঁপে উঠল। এই প্রথম অঙ্কুর তাকে স্পর্শ করেছে। যে ছেলেকে একসময় দেখলেও বিরক্ত লাগত, তার স্পর্শে এত ভাল লাগছে কেন? কেন শরীর ঝিমঝিম করে উঠল? এ কি ভুল? নাকি ভিতরে তিল-তিল করে গড়ে ওঠা ভালবাসা জানান দিচ্ছে? নিজেকে সামলে হাত সরিয়ে নিতে গেল আশাবরী। অঙ্কুর ছাড়তে দিল না।

"প্লিজ়, কোনওদিন তো আমার কথা শোনোনি, আজ অন্তত আমার কথা শোনো। আমি আজ চা-ও খাব না। এখনই চলে যাব। বহুদিন টুনুর সঙ্গে বাইরে কোথাও খেতে যাইনি। আজ খুব ইচ্ছে করছে। ওকে বিয়ের কথাটাও জানাব। আজ তুমি রেস্ট নাও।"

অঙ্কুরের হাতের মুঠোয় নিজের হাত রেখে আশাবরীর অদ্ভুত লাগছে। ইচ্ছে করছে, দীর্ঘ সময় এই হাত ধরে বসে থাকি। দুনিয়ায় এটাই কি নিয়ম, যা পাওয়া যায় না, পেতে নেই, তাই পেতে ইচ্ছে করে?

তেরো

ইন্সপেক্টর বি সাহার টেবিলের উপর আজও টক দইয়ের ভাঁড়। পাশে রিভলভারও আছে। তবে রিভলভারটা আজ খাপ থেকে বের করা।

অমরনাথ চৌধুরী আগে কখনও এত কাছ থেকে রিভলভার দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। ইন্সপেক্টর মোবাইল ফোনে কথা বলছেন, "বললাম তো, দোকানের দই আমি খেতে পারি না... তুমি সে কথা জানো না এমন তো নয় ছন্দা, ভাল করেই জানো... আজও পারিনি... সকাল থেকে দইয়ের ভাঁড় আমার টেবিলে পড়ে আছে... রাগারাগি না করে কথাটা শুনবে তো... ছন্দা, হ্যালো ছন্দা... হ্যালো..."

মোবাইল ফোনটা কান থেকে সরিয়ে চোখের সামনে ধরলেন ইন্সপেক্টর।

BanglaBook.org

কাঁধ ঝাঁকালেন। তারপর অমরনাথ চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বোকা-বোকা হেসে বললেন, "বউ খুব আজব বিষয় মশাই। কখন যে রাগ করবে, অভিমান করবে, বোঝা কঠিন। আবার রাগ, অভিমান না করলে খারাপও লাগে।"

অমরনাথ চৌধুরী মুখের কাছে হাত মুঠো করে গলাখাঁকারি দিলেন। এইসব ফালতু কথা তাঁর একদম ভাল লাগছে না। লোকটার কাজই এই। হাবিজাবি বকে মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চায়। তারপর ফট করে নিজের কেসে ঢোকে। হারামজাদা নিজেকে বিরাট গোয়েন্দা মনে করছে। বেশি চালাক! মাথা গরম হয়ে আছে অমরনাথ চৌধুরীর। এই লোকের কতবড় সাহস! সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই বাড়িতে ঢুকে সার্চ করে! তাঁকে থানায় ডেকে না পাঠালে, আজ তিনি নিজেই আসতেন। সকালে নিজের ঘরে ঢুকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন, লোকটা আদৌ কিছু নিয়ে গিয়েছে কিনা। ঘরে জিনিসপত্র বিশেষ ওলটপালট করা ছিল না, কিন্তু যদি কিছু নিয়ে যায়, সেটা বেআইনি। ভিতরে-ভিতরে রাগে গজরাচ্ছেন অমরনাথবাবু। আজই তিনি একটা হেস্তনেস্ত করে যাবেন। এই অফিসার নিজেকে কী মনে করেছে? উড়ো কমপ্লেন নিয়ে গুন্ডামি করবে?

আজ পুলিশ অফিসার যখন ফোন করেছিলেন, অমরনাথ চৌধুরী নিজের অফিসে ঢুকছেন। ইন্সপেক্টর নিজের পরিচয় দেয়।

"একবার থানায় আসতে হবে যে।"

অমরনাথ চৌধুরী কঠিন গলায় বলেছিলেন, "আমিও যাব ভাবছিলাম। কখন যাব?"

ইন্সপেক্টর বললেন, "আমি একটা রেডে যাচ্ছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসব। তারপর..."

অমরনাথবাবু অফিসারের টেবিলের উলটোদিকে বসে আছেন মিনিট কুড়ি হল। অফিসার মোবাইলে কথা বলছিলেন। টুকটাই বিষয়ক কথা। এখন সেই কথা শেষ হয়েছে।

অমরনাথ চৌধুরী বললেন, "কেন ডেকেছেন?"

ইন্সপেক্টর বি সাহা হেসে বললেন, "সুখবর দিতে ডেকেছি। মিসেস চৌধুরীর মৃত্যুর ব্যাপারে আমার ইনভেস্টিগেশন শেষ। আমরা দু'-একদিনের মধ্যে উপরমহলে রিপোর্ট জমা দেব।"

BanglaBook.org

অমরনাথ চৌধুরী এবার থমকালেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী রিপোর্ট পেলেন জানতে পারি?"

ইন্সপেক্টর সাহা বললেন, "অবশ্যই পারেন। সেই কারণেই তো আপনাকে থানা পর্যন্ত ডেকে পাঠালাম মিস্টার চৌধুরী। আপনি কি চা খাবেন?"

অমরনাথ চৌধুরী চোয়াল শক্ত করে বললেন, "না, আপনি কাজের কথা বলুন।"

ইন্সপেক্টর সাহা নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, "বেশি কথা বলব না মিস্টার চৌধুরী। কম কথায় সারব। আপনার স্ত্রীকে খুন করা হয়নি। তিনি সুইসাইডই করেছিলেন।"

অমরনাথ চৌধুরী কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "এ আর নতুন কথা কী? আমি তো জানি! আমি কেন? দুনিয়ার সবাই জানে, এটা সুইসাইড। কে একজন কমপ্লেন করল, আর আপনারা তা নিয়ে লাফালাফি করলেন? আমাদের ফ্যামিলিকে হ্যারাস করলেন? এমনকী, বাড়িতে ঢুকে জোর করে সার্চ পর্যন্ত করলেন! আমার উচিত, এই হ্যারাসমেন্টের কারণে আপনাদের বিরুদ্ধে কোর্টে যাওয়া।"

ইন্সপেক্টর হাত তুলে বললেন, "যাবেন। যদি মনে করেন, নিশ্চয়ই যাবেন। তবে ইনভেস্টিগেশনের বাকিটুকু শুনে নিন।"

অমরনাথ তাচ্ছিল্যের আওয়াজ করে বললেন, "আর কী শুনব? আপনার কথা তো অনেক শুনলাম।"

ইন্সপেক্টর এই তাচ্ছিল্যে পাত্তা না দিয়ে বললেন, "প্রতিমাদেবীর সুইসাইড নিয়ে প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল, কোথাও একটা গোলমাল আছে। যে এই কেসের নতুন করে তদন্ত চেয়ে আবেদন করেছে, সে তো আর পাগল নয়। পুরনো ফাইল ঘেঁটে আমি বুঝতে পারলাম, ঘটনাটা সুইসাইড হওয়ার চান্সই সবথেকে বেশি। ডিপ্রেশন থেকে সুইসাইড। কমন ব্যাপার। পুলিশের রিপোর্ট, পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট, আপনার মিসেসের ডায়েরির পাতা সেকথাই বলছে। এতটা বদলে দেওয়া সহজ কথা নয়। তারপরেও মনে হল, কিছু একটা গোলমাল আছে, যেটা আমি বুঝতে পারছি না। গোলমালটা কী? যেহেতু, পাঁচ বছর আগের ঘটনা, গোলমাল কিছু থাকলেও সেই প্রমাণ এখন পাওয়া যাবে না। যেটুকু যা বের করতে হবে, আপনাদের সঙ্গে কথা বলেই করতে হবে। আমি সেই পথেই গেলাম।"

BanglaBook.org

অমরনাথ চৌধুরী অধৈর্যভাবে বললেন, "এত কথা বলছেন কেন? সুইসাইড যখন মেনে নিয়েছেন, তখন ফাইন। এবার আমাকে যেতে দিন।"

ইন্সপেক্টর বি সাহা সামান্য হেসে দু'আঙুল দেখিয়ে বললেন, "আর একটু সময় নেব। আমি ইনভেস্টিগেশনে নেমে প্রথমেই চাপ দিলাম। আপনার মিসেসের গলায় ক'টা শাড়ির ফাঁস ছিল, বাড়ির চাবি সবার কাছে কেন থাকে, সেই সময় পুলিশের যে-অফিসার ইনভেস্টিগেট করেছিলেন, তিনি ঘুষ খাওয়ার দায়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন... এই সব বলতে থাকলাম। ভাবখানা এমন করলাম, যাতে আপনাদের মনে ক্ষীণ সন্দেহ হয় যে, আমি ঘটনাকে খুনের দিকে নিয়ে যেতে চাইছি। শুধু মোটিভটা বোঝা বাকি। ভেবেছিলাম, আপনি বা আপনার পুত্র, আপনার চান্সই বেশি ছিল, ব্রেক করবেন। ভয় পাবেন বা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ইনভেস্টিগেশন থামানোর অনুরোধ করবেন। লোভ দেখাবেন। আপনাকে আমি ফোন নম্বর দিয়ে এসেছিলাম। কথাও বলেছি সহজ ভঙ্গিতে। যাতে আপনি আমাকে অ্যাপ্রোচ করতে ভয় না পান। আনন্দের কথা, আপনারা সেসব কিছুই করেননি। তার মানে আপনারা বিরক্ত হলেও, তদন্ত নিয়ে চিন্তা করেননি। কিন্তু অঙ্কুরবাবু একটা ভুল করে বসলেন। বড় একটা ভুল।"

অমরনাথ চৌধুরী অবাক গলায় বললেন, "ভুল!"

"অবশ্যই ভুল। আমি যে তাঁকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, সেটা আপনাকে জানালেন না। অন্য কোনও কেস নয়, কেসটা মায়ের মৃত্যু বিষয়ে। ওঁর তো উচিত ছিল থানা থেকে বেরিয়ে প্রথমেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা! আপনার কাছে যাওয়া। আমি পিছনে লোক লাগালাম। সেই লোক আমাকে জানাল, অঙ্কুরবাবু অফিসে গিয়েছেন। আমি অবাক হলাম। তবে কি আপনাকে ফোনে জানালেন? আপনার কাছে পৌঁছে গেলাম। না, আপনাকে ফোনও করেননি। আশ্চর্য! এটা একটা বড় ভুল নয়? মাকে খুন করা হয়েছে কিনা, তাই নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে! আর বাবাকে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবে না?"

অমরনাথবাবু বললেন, "ও একটা গাধা। বিষয়ের গুরুত্ব বোঝে না। ছোটবেলা থেকেই এরকম।"

ইন্সপেক্টর সাহা মুচকি হেসে বললেন, "দুনিয়ায় কে বোকা আর কে চালাক, সহজে বোঝা যায় না অমরনাথবাবু। ভুল আপনিও করেছেন।"

BanglaBook.org

"আমি বাবা! আমার ছেলেমেয়েরা বোকা কিনা, আমি বুঝব না?"

খানিকক্ষণ চুপ করে অমরনাথ চৌধুরীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ইন্সপেক্টর। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, "আপনাদের ব্যাপারে আমি খোঁজখবর নিয়েই কাজ শুরু করেছিলাম। বাবা, ছেলে, মেয়ে কোথায় যায়, কী করে, কার সঙ্গে মেশে... হোমওয়র্কের মতো।"

"তাতে কী হল? আমাদের তো লুকোনোর কিছু নেই। সবাই জানে, আমি আবার বিয়ে করেছি।"

বি সাহা অমরনাথের চোখে চোখ রেখে বললেন, "আরও এমন কিছু ঘটনা আছে, যা সবাই জানে না অমরনাথবাবু।"

অমরনাথ চৌধুরী গলা তুলে বললেন, "আপনি বাজে কথা বলছেন।"

"আমি হাতে প্রমাণ নিয়ে বলছি মিস্টার চৌধুরী। আর সেটাই আপনার স্ত্রী-র সুইসাইডের কারণ। মার্ডার আর প্রোভোকেশন ফর সুইসাইড, অপরাধ হিসেবে সমান।"

অমরনাথ চৌধুরী চোখ-মুখ লাল করে গলা তুলে বললেন, "কী বলছেন আপনি! কী বলছেন এসব? আমি প্রতিমাকে সুইসাইড করার জন্য উশকেছি? আর ইউ ম্যাড? মিথ্যে খুনের মামলা সাজাতে না পেরে, এখন এইসব কেসে ফাঁসাতে চাইছেন! টাকা চান? দেব না।"

ইন্সপেক্টর বললেন, "আস্তে অমরবাবু, আস্তে। এটা থানা। এখানে গলা তুলবেন না। পুলিশকে টাকা তো আপনি একসময় দিয়েছিলেন, যাতে বেশি খোঁজখবর না হয়। যাতে আপনাকে জেরা করে জানতে না পারে, মিসেস প্রতিমা চৌধুরীর ডায়েরির একটা পাতা আপনি কেন তাঁর ডেডবডির পাশে রেখেছিলেন! যেখানে উনি লিখে রেখেছিলেন, 'আমি আর পারছি না, আমার আর ভাল লাগছে না। যে-কোনওদিন সুইসাইড করতে পারি।' রাখেননি? কতবার পুলিশকে টাকা দেবেন?"

অমরনাথ চৌধুরী চিৎকার করে উঠলেন, "মিথ্যে কথা!"

বি সাহা বললেন, "প্রতিমাদেবীর ডেডবডির পাশে কোনও সুইসাইড নোট না দেখে, আপনি ঘাবড়ে যান। সুইসাইড নোট না থাকা মানে পুলিশ কেসটা নিয়ে ঘাঁটতে পারে। আপনি তাঁর ড্রয়ার হাতড়ে এই ডায়েরিটা বের করেন। সেখানে তিনি এ ধরনের কথা অনেকবার লিখেছিলেন, 'আমার আর ভাল লাগছে না, আমি ক্লান্ত, এই পাপ নিয়ে আমি কীভাবে বাঁচব'...এই

BanglaBook.org

সব। আপনিও আবছা-আবছা জানতেন। হয়তো কোনও সময় দেখেও ফেলেছিলেন। মনে ছিল আপনার। আপনি 'আর ভাল লাগছে না' লেখা পাতাটা তড়িঘড়ি ছিঁড়ে স্ত্রীর ডেডবডির পাশে বালিশের নীচে গুঁজে দেন। আই ও-র উচিত ছিল, গোটা ডায়েরিটা খুঁজে বের করা। মিষ্টি খাওয়ার টাকা নিয়ে তিনি কাজটা করেননি। ডায়েরির কথা আপনিও ভুলে গিয়েছিলেন। সেদিন কোথায় তড়িঘড়ি লুকিয়ে রেখেছিলেন, মনে নেই আপনার। তা ছাড়া সব মিটমাট হয়ে যাওয়ায়, তার কোনও প্রয়োজনও পড়েনি। এটা আপনার ভুল। আপনার মতো মানুষ এই ভুলটা করেছেন, তার কারণ আপনি ক্রিমিনাল নন বলে।"

অমরনাথ চৌধুরী হুংকার দিয়ে বললেন, "আপনি কিন্তু আমার সঙ্গে ক্রিমিনালের মতো ব্যবহার করছেন। আমি আপনার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করব।"

ইন্সপেক্টর এই কথায় একবারও পাত্তা না দিয়ে বললেন, "আজ সকালে আপনার বাড়িতে গিয়ে আমার সব ধোঁয়াশা কেটে গেল অমরনাথবাবু। সাদা পাথরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা রং দেখতে পেলাম। আপনার স্ত্রীর ডায়েরি এবং চিঠিপত্র থেকে জানতে পারলাম, অঙ্কুর আপনার ছেলে নয়। আপনার স্ত্রীর আগের পক্ষের সন্তান। অঙ্কুরের ছ'মাস বয়সে তার বাবার মৃত্যু হয়। এক বছরের সন্তানসহ আপনি যখন প্রতিমাদেবীকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলেন, তখন আপনার একটাই শর্ত ছিল, ছেলেকে নিজের বাবার পরিচয় দেওয়া চলবে না। সে আপনার ছেলে হয়েই থাকবে। স্ত্রীর আগের পক্ষের সন্তান আছে, এটা লোকের জানার দরকার নেই। বিয়ের পর একটা লম্বা সময় ধরে আপনি প্রতিমাদেবীকে বাপের বাড়িতে রেখেছিলেন। প্রতিমাদেবীর বাপের বাড়ি রাজস্থানের জয়পুরে। প্রবাসী বাঙালি। মার্বেল পাথরের ব্যাবসা করতে গিয়ে, ওই পরিবারের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হয়েছিল। সুন্দরী, অভিজাত প্রতিমাদেবীকে আপনার মনে ধরে। তার জন্য আপনি তাঁর সন্তানকেও কাছে রাখতে রাজি হয়েছিলেন। সমস্যা হল পরে। দিব্যাঙ্গনার জন্মের পর অঙ্কুরকে আপনার আর পছন্দ হত না। তার উপর বিরক্ত হতে শুরু করলেন। স্ত্রীর সঙ্গে দরজা বন্ধ করে রাগারাগি করতেন। বলতেন, আপনার সন্তান নয় বলেই সে বোকা। তাকে এই সংসারে মানায় না। তাকে বোর্ডিং বা প্রতিমাদেবীর বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। কী, এই পর্যন্ত ঠিক বলেছি তো?"

BanglaBook.org

ইন্সপেক্টর মিটিমিটি হাসলেন। অমরনাথ চৌধুরী হাতে মুখ ঢেকে মাথা নামিয়ে বসে আছেন। ইন্সপেক্টর ফের বলতে শুরু করলেন, "আপনার স্ত্রী অনেক বছর পর্যন্ত এই চাপ নিয়েছেন। আরও নিতে পারতেন হয়তো। আমার ধারণা, হঠাৎ আপনাদের দু'জনের বড় কোনও ঝগড়া হয়েছিল। প্রতিমাদেবী চাপ আর ধরে রাখতে পারেননি। মোমেন্টারি ডিপ্রেশন থেকে তিনি সুইসাইড করলেন। যা বললাম, তার পুরোটাই ঠিক কিনা বলতে পারব না, তবে বেশির ভাগটাই ঠিক। বাকিটা হয়তো জোড়াতালি। যে-কোনও তদন্তে এইটুকু জোড়াতালি অ্যালাও করা যায়, তাই না?" এক মুহূর্ত চুপ করলেন ইন্সপেক্টর সাহা। তারপর নরম গলায় বললেন, "মিস্টার চৌধুরী, সুইসাইড নোট বলে কোনও মৃতদেহের পাশে সাজানো কাগজ রাখাটা একটা মেজর অপরাধ। এই দেখুন, এই ডায়েরি আজ আপনার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি, আর এই হল পাঁচ বছর আগে আমাদের ফাইলে রাখা মিসেস চৌধুরীর সেই ছেঁড়া পাতা। আমি জোড়া লাগিয়ে দেখে নিয়েছি।"

অমরনাথ চৌধুরী মুখ তুলে ইন্সপেক্টরের হাতের রংচটা ধূসর ডায়েরির দিকে তাকালেন। তাঁর দেওয়া ডায়েরি। প্রতিমার ডায়েরি লেখার শখ ছিল। ডায়েরিতে গান, রান্নার রেসিপিও লিখে রাখতেন। অস্ফুটে বললেন, "হ্যাঁ, আমি অত্যধিক ভয়ে এই কাজটা করেছিলাম। যখন শুনি, প্রতিমা এমন একটা কাণ্ড করেছে, আমি ঘাবড়ে যাই। ক'দিন ধরেই অঙ্কুরকে নিয়ে আমাদের মনোমালিন্য চলছিল। তবে প্রতিমা যে এরকম একটা ভয়ংকর কাণ্ড করে বসবে, আমি ভাবতে পারিনি। যাক, অন্যায় অন্যায়ই। আমাকে কি আপনি প্রোভোকেশন অফ সুইসাইডের অভিযোগে অ্যারেস্ট করবেন ইন্সপেক্টর?"

ইন্সপেক্টর সাহা আড়মোড়া ভেঙে বললেন, "না। কিছু করব না। এসব প্রমাণ করা যাবে না। ডায়েরির পাতা আপনি ছিঁড়েছিলেন, এটা প্রমাণ করা যাবে না। শুধু সাক্ষী দিয়ে এটা হবে না। আপনাকে অ্যারেস্ট করলেও, কেস বেশি গড়াবে না অমরনাথবাবু। ক'টা দিন থানায় লকআপ, জেল করানো যাবে মাত্র। এতে একটা পরিবারের উপর অনেকটা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি ঢেলে দেওয়া হবে হয়তো, পরিবারটাকে দুমড়ে-মুচড়ে দেওয়াও যাবে, কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। অঙ্কুর, দিব্যাঙ্গনা, এমনকী আপনিও, অনেক বিপর্যয় কাটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করছেন। আপনার একটা ভুলের জন্য আমি সব

BanglaBook.org

প্রচেষ্টা নষ্ট করতে পারি না। আমি ফাইল আজই বন্ধ করে দিলাম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।”

অমরনাথ চৌধুরী বিড়বিড় করে বললেন, “একটা কথা বলবেন ইন্সপেক্টর? কে আপনাদের কাছে কমপ্লেন করেছিল? তার নামটা কি এবার জানতে পারি?”

ইন্সপেক্টর বি সাহা একটু চুপ করে থেকে বললেন, “পারেন, কিন্তু না জানাই ভাল। আমি কোর্টের কথাটা বানিয়ে বলেছিলাম, আপনাদের ভয় দেখানোর জন্য। আমাদের থানাতেই চিঠিটা এসেছিল। দু’লাইনের চিঠি অথচ খুব মানবিক। যে লিখেছিল, তার নাম ছিল না।”

অমরনাথ চৌধুরী অস্ফুটে বললেন, “কী লেখা ছিল? আমি প্রতিমাকে খুন করেছি?”

ইন্সপেক্টর সামান্য হেসে বললেন, “না, প্রতিমা চৌধুরীর মৃত্যু নিয়ে নতুন করে আর একবার তদন্ত করার অনুরোধ ছিল সেখানে। খুব আন্তরিক অনুরোধ। থানার নিয়ম হল, এই ধরনের চিঠি না পড়ে ফেলে দেওয়া। আমার চোখে মেয়েটির চিঠিটি হঠাৎ পড়ে যায়। মনে হয়, একবার দেখলে কেমন হয়? আমি বড়বাবুর কাছ থেকে অনুমতি চাই। মার্ডার কেস তো তামাদি হয় না। উনি আমাকে লিখিত অর্ডার দেন। জানেনই তো, আমরা অর্ডার ছাড়া কোনও কাজ করতে পারি না।”

অমরনাথ বললেন, “ওটা মেয়ের লেখা চিঠি?”

বি সাহা হেসে বললেন, “হ্যাঁ। হাতের লেখা দেখে তাই মনে হয়। এখন তার পরিচয় জেনেছি। প্রমাণসহ জেনেছি।”

অমরনাথ বললেন, “কী পরিচয়?”

ইন্সপেক্টর বললেন, “বললাম তো আপনার না জানাই ভাল। তা ছাড়া ফাইল তো ক্লোজ়ড হয়ে গেল। আপনি সব ভুলে যান মিস্টার চৌধুরী। আসুন এবার। রাত হয়ে গেল। এই রিপোর্টের কথা ছেলেমেয়েকে বলার দরকার নেই। তারা কী করবে? আমিও কাউকে বলব না।”

অমরনাথ চৌধুরী ক্লান্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর, ইন্সপেক্টর সাহা ফাইল থেকে একটা কাগজের পাতা বের করলেন। আজ সকালে অমরনাথ চৌধুরীর ড্রয়িংরুম থেকে চুরি করে আনা। সেন্টার টেবিলের একপাশে রাখা দিব্যাঙ্গনা চৌধুরীর কলেজ খাতার একটা পাতা। থানায়

BanglaBook.org

আসা চিঠিটা ক'দিন হল বারবার চোখে পড়েছে। হাতের লেখার ধাঁচটা মনে গেঁথে গিয়েছে। টেবিলে পড়ে থাকা দিব্যাঙ্গনার খাতা দেখতে গিয়ে চমকে উঠেছিলেন তখন। হাতের লেখাটা কোথায় দেখেছেন না? পরক্ষণেই বুঝতে পারেন, চিঠির লেখার সঙ্গে খাতার লেখা একেবারে এক। কোনও সন্দেহ নেই, একজনেরই লেখা! দ্রুত হাতের খাতা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে পকেটে রেখে দিয়েছিলেন ইন্সপেক্টর। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পাথরের মূর্তিটা দেখতে থাকেন।

সাদা পাথরের মধ্যে রং দেখতে পান।

চোদ্দো

বহু বছর পর দু'ভাই বোন রেস্তোরাঁয় এসেছে।

রেস্তোরাঁ প্রিন্সেপঘাটের গায়ে। দিব্যাঙ্গনাই দাদাকে বলেছিল, গঙ্গার ধারে কোথাও নিয়ে গেলে সে যেতে রাজি আছে। নইলে নয়। অঙ্কুর বলেছিল, "তাই সই। গঙ্গা কেন, তুই যদি সমুদ্রের ধারেও যেতে চাইতিস, আমি রাজি হয়ে যেতাম।"

দিব্যাঙ্গনা বলেছিল, "বাপ রে! এত পুলকের কারণ জানতে পারি?"

"তোকে আজ একটা গ্র্যান্ড খবর দেব। আমি নিশ্চিত, সেই খবর শোনার পর তুই খেতে চাইতিস। তাই আগে থেকেই খাবারের ব্যবস্থা করলাম।"

রেস্তোরাঁর দোতলায় যে-জায়গাটায় তারা বসেছে, সেটা অনেকটা জাহাজের ডেকের মতো করে সাজানো। বড়-বড় কাচের জানলা দিয়ে অনেকটা দূর পর্যন্ত গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। রাতের নদীর মজা হল, সে নিজে থেকে এক ধরনের আলো ছড়াতে পারে। নরম আলো। অনেকটা প্রদীপের মতো। ভারী সুন্দর লাগে। মনে হয়, সারাদিন পর নদী এবার প্রদীপ জ্বেলে নিজের ঘরে, নিজের লোকের কাছে ফিরছে। ফিসফিসিয়ে গানও গাইতে-গাইতে ফিরছে। কান পাতলে সেই গান শোনা যায়।

গ্র্যান্ড খবরটা শোনার পর দিব্যাঙ্গনা বলল, "কনগ্র্যাচুলেশন দাদা। বিয়ে করছিস বলে নয়, বিয়ে তো অনেকেই করে, সোহাগের মতো একজন মেয়েকে বিয়ে করছিস বলে। তুই আমার দাদার মতো কাজ করেছিস।"

BanglaBook.org

দিব্যাঙ্গনার মন আজ ভাল, আবার খারাপও। ভাল কারণ, তিয়াসা ফোন করে খুব হেসেছে। বলেছে, "দেবার্ঘ্য স্যারের নামে হাবিজাবি বলে কেমন ঘাবড়ে দিলাম?"

দিব্যাঙ্গনা চমকে উঠে বলেছিল, "আমি ঘাবড়াব কেন?"

"অ্যাই মেয়ে, আমাকে বোকা ভাববি না। আমি সন্দেহ করেছিলাম তুই ওই পণ্ডিতটার প্রেমে পড়েছিস। ক্লাসে, করিডরে, টিচার্সরুমে কেমন উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকিস। আমি খেয়াল করতাম, মুখে বলিনি। ভেবেছিলাম, যেদিন হাতেনাতে প্রমাণ পাব, খপ করে ধরব। চিঠির টুকরো দেখে বুঝলাম, আমার সন্দেহ ঠিক। তখন জমিয়ে একটা পর্নো ঝাড়লাম। প্রেমটাও চাগিয়ে দিলাম। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, কাল রাতে তুমি ঘুমোওনি টুনুসোনা। তবে বিশ্বাস কর, এটা একটা ফালতু প্রেম। নো প্রফিট। বিয়ে-থা হবে না, মুখ ফুটে বলতেও পারবি না। তবে জীবনে কিছু ফালতু জিনিস থাকা ভাল। নইলে বড্ড বানানো একটা জীবন নিয়ে পড়ে থাকতে হয়। যাক, চিন্তা করিস না, এই কেসের কথা আমি কাউকে বলব না, প্রমিস। ফোন ছাড়লাম, বাকুদা ইজ় কামিং উইথ হিজ় মোটরবাইক।"

আর মনখারাপের কারণ বাড়িতে পুলিশ এসেছিল। মায়ের ঘর সার্চ করেছে। বাবা উত্তেজিত, অপমানিত। বাবাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে খুব বড় একটা ভুল কাজ করে বসেছে। মায়ের প্রতি গভীর অভিমান থেকে করেছে। সবাইকে ফেলে কেন হুট করে চলে গেল মা? কেন? কীসের দুঃখ ছিল মায়ের? কে দুঃখ দিয়েছিল? কেন লিখে গিয়েছিল, 'আর পারছি না, আর ভাল লাগছে না?' জানতে ইচ্ছে করছিল খুব। ছেলেমানুষির ইচ্ছে। আবেগের ইচ্ছে। তাই নিজের নাম গোপন রেখে থানায় একটা চিঠি লিখে বসেছিল দিব্যাঙ্গনা। প্রতিমা চৌধুরীর পরিচয় আর মৃত্যুর দিন জানিয়ে লিখেছিল, 'এই মৃত্যুর ভাল করে তদন্ত হোক।' ছেলেমেয়েরা জানুক, কেন তাদের মা তাদের ছেড়ে চলে গেল। ভেবেছিল, একটা মানুষ কেন সুইসাইড করল, তা নিয়ে পুলিশের মাথা ঘামাতে হয়ে গিয়েছে। তা-ও আবার অত পুরনো ঘটনা। থানায় এই চিঠি খুলেও দেখবে না। তারপরে অবিশ্বাস্য ভাবে চিঠি খোলা হল এবং ঘটনা এত দূর গড়াল। বাড়ি পর্যন্ত পুলিশ চলে এল! দিব্যাঙ্গনার মনে হয়েছিল, খুব ভুল হয়ে গিয়েছে। জীবনে সব সত্য জানতে

BanglaBook.org

নেই। সব অভিমান দূর করতে নেই। সব জানা হয়ে গেলে জীবনটা বানানো হয়ে যায়।

"দাদা, একটা কথা বলব?"

অঙ্কুর বলল, "বল। তবে আগে খাবার অর্ডার দে। খিদে পেয়েছে খুব। শুধু কথায় পেট ভরবে না।"

দিব্যাঙ্গনা বেয়ারা ডেকে খাবার অর্ডার দিল। তারপর বলল, "দাদা, আমি একটা অন্যায় করেছি।"

অঙ্কুর বোনকে থামিয়ে বলল, "তুই যা-ই করিস, আমার মতো কিছু করিসনি টুনু। আজ আমি খুব বিচ্ছিরি কাজ করেছি। আসলে হঠাৎই এত রাগ হল... মা যেদিন মারা যায়, সেদিন আমি দেখেছিলাম, বাবা পাগলের মতো আলমারি, তোশক, মায়ের ড্রয়ার হাতড়াচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বাবা, কী খুঁজছ?' জোর ধমক দিয়ে বাবা আমাকে বলেছিল, 'শাট আপ। আজ তোমার জন্যই তোমার মাকে মরতে হয়েছে। তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।' আমি চুপ করে বেরিয়ে এসেছিলাম সেদিন। আজ ভাবলাম, প্রতিশোধ নেব। পুলিশকে মায়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে ওই ড্রয়ার দেখিয়ে দিয়েছি টুনু। অফিসার লক ভেঙে মায়ের ডায়েরি আর চিঠিপত্র নিয়ে গিয়েছে। অমরনাথ চৌধুরী মানুষটাকে আমি কোনওদিনই নিতে পারিনি। তিনিও আমাকে পারেননি। আজ সকালে ইন্সপেক্টরকে পেয়ে মনে হল, সুযোগ পেয়েছি যখন, ছাড়ব না। এখন মনে হচ্ছে, বাড়াবাড়ি হয়েছে। বাবার যদি ঝামেলা হয়!"

দিব্যাঙ্গনা চুপ করে রইল খানিকটা সময়। নিচু গলায় বলল, "চিন্তা করিস না। ঝামেলা হবে না। থানার ওই অফিসার আমাকে ফোন করেছিল। বলেছে, মায়ের ঘটনাটা নিয়ে তারা আর এগোবে না।"

অঙ্কুর অবাক হয়ে বলল, "বি সাহা লোকটা তোকে ফোন করেছিল! কেন? নম্বর পেল কোথা থেকে?"

দিব্যাঙ্গনা হেসে বলল, "আমাকে কেন ফোন করেছিল, জানি না দাদা। তবে পুলিশ চাইলে, সবার নম্বর জোগাড় করতে পারে।"

দিব্যাঙ্গনা জানে বুদ্ধিমান ইন্সপেক্টর কেন তাকে ফোন করেছিলেন। ইন্সপেক্টর নিজেই বলেছেন।

"তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ দিব্যাঙ্গনা, তোমাকে কেন ফোন করেছি?"

BanglaBook.org

দিব্যাঙ্গনা অস্ফুটে বলেছিল, “মনে হয় পারছি।”

ইন্সপেক্টর বলেছিলেন, “তুমি কি তদন্তের রিপোর্ট জানতে চাও? আমার মতে, না চাইলেই ভাল। তার পরেও যদি চাও, আমাকে হয়তো বলতে হবে।”

দিব্যাঙ্গনা একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, “থাক। জানতে চাই না। ধন্যবাদ।”

খাবার নিয়েও দুই ভাই বোন ঠিকমতো খেতে পারল না। নাড়াচাড়া করে প্লেট সরিয়ে রাখল। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে দিব্যাঙ্গনা বলল, “দাদা, চল না, গঙ্গার ধার থেকে একটু ঘুরে যাই। আবার দু’জনে এখানে কবে আসব, কে জানে।”

গঙ্গার এইদিকের পাড়টা সাজানো গোছানো। আলো রয়েছে, লোকজনও আছে। গরমের সময় বলে অনেকেই গাড়ি-টাড়ি নিয়ে ঘুরতে এসেছে। ঘাটের নীচে সারি দিয়ে নৌকো বাঁধা। ছইয়ের ভিতরে হারিকেন, কুপির মন কেমন করা আলো। লোকজন থেকে সরে এসেছে অঙ্কুর। চুপ করে তাকিয়ে আছে ঘাটে বাঁধা নৌকোর দিকে। এর মধ্যে কি একটাও বাতিল নৌকো আছে, যে তার ভালবাসার জনের ঠিকানা বলে দেবে?

দিব্যাঙ্গনা এগিয়ে গিয়ে দাদার পিঠে হাত রাখতে গিয়েও, থমকে যায়। থাক, কিছু সময় মানুষকে একা থাকতে দিতে হয়।

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf